Contents

চতুর্থ বর্ষ

৬ ও ৭ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

• সম্পাদক •

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ৮৵

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

চতুর্থ বর্ষ—ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা

যুলকাদা ও যুলহিজ্জা—১৩৭২ হিঃ।

শ্রাবণ ও ভাদ্র—বাং ১৩৬০ সাল।

বিষয়সূচী

বিষয় ঃ—	লেখক ঃ—	পৃষ্ঠা :—
১। সমস্যা ও সমাধান পদ্ধতি ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	... ২০৭
২। ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায় ...	সগীর—এম, এ	... ২১৫
৩। ইমাম বোখারীর বিখ্যাত শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ...	আবুল কাছেম মোহাম্মদ হোছাইন বাসুদেবপুরী	... ২২০
৪। হিজরী সনের ইতিবৃত্ত ...	আবদুল মান্নান এম, এ	... ২২৬
৫। মোবারক ঈদ (কবিতা) ...	খোন্দকার আবদুর রহিম	... ২৩০
৬। আমার প্রভুর বন্দনা গান আকাশ ভুবন গায় (কবিতা) ...	আবুল হাশেম	... ২৩১
৭। কাশ্মীর সমস্যার আগাগোড়া ...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	... ২৩২
৮। আদর্শের প্রেরণা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত ...	মুজিবর-রহমান	... ২৪০
৯। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ ...	মোহাম্মদ আবিদুল গণি জামালী ...	... ২৪২
১০। কায়েদে আজম স্মরণে (কবিতা) ...	সৈয়দ রেজা কাদের	... ২৫০
১১। পাকিস্তানে ইছলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় জম্ঈয়তে আহলেহাদীছের অভিযান	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	... ২৫১
১২। কার্যনির্বাহক সমিতির জরুরী সভা ...	সেক্রেটারী	... ২৫৭
১৩। জিজ্ঞাসা ও উত্তর ঃ— ...	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	
(৩৭) বিভিন্ন মছজিদের একত্রিকরণ ...	... ...	... ২৬২
(৩৮) এক বৈঠকে তিন তালাক ...	... ...	... ২৬৩
১৪। বিশ্ব পরিক্রমা ...	সহ-সম্পাদক	... ২৬৫
১৫। সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়) ...	ঐ	... ২৭২
১৬। দীন সম্পাদকের আবেদন ...	সম্পাদক	... ২৭৯
১৭। জম্ঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার ...	সেক্রেটারী	... ২৮১

www.ahlehadeethbd.org

Contents

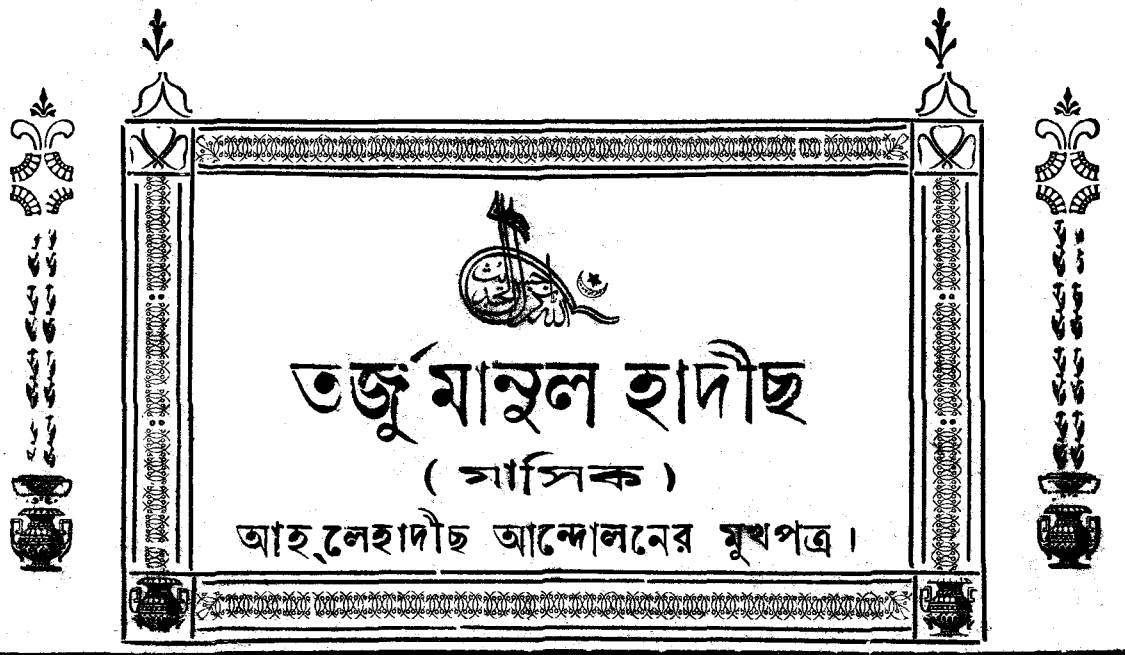

তর্জুমানুল হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

চতুর্থ বর্ষ	যুল্‌কাদা ও যুল্‌হিজ্জা—১৩৭২ হিঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র—বাং ১৩৬০ সাল।	৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা

সমস্যা ও সমাধান পদ্ধতি

মোহাম্মদ্ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

আজিকার মত ইছলামের প্রাথমিক যুগেও মুছলমানরা বিবিধ রূপ সমস্যার সম্মুখীন হইতেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় কোন ব্যক্তি কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে হযরতের (দঃ) নির্দেশই উহার সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট হইত। হযরতের (দঃ) জীবদ্দশায় তাঁহার মীমাংসা ও বিচারের অন্যথাচরণ করার কোন উপায় ছিলনা কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) তিরোভাবের পর খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবা ও তাবেয়ীনের স্বর্ণ যুগ সমূহে নিত্যনৈমিত্তিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাদির সমাধান কি পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হইত বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা তাহা আলোচনা করিয়া দেখিব।

(ক) প্রথম খলীফা'র যুগে

মইমুন বিনে মিহরান বলিতেছেন যে, হযরত আবু বকর ছিদ্দীকের নিকট কোন বিচার উপস্থিত হইলে সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহর গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, যদি উক্ত প্রশ্নের সমাধান কোরআনে প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে তিনি তদনুসারে মীমাংসা করিয়া দিতেন। যদি কোরআনে না পাইতেন অথচ উক্ত বিষয় সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ তাঁহার জানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি তদনুসারে আদেশ প্রদান করিতেন। যদি উদ্ভুত প্রশ্ন সম্পর্কে রছুল্লাহর (দঃ) নির্দেশও তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকিত তাহা হইলে তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন এবং মুছলিম নরনারী নির্বিশেষে সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতেন ও বলিতেন আমার সম্মুখে এই জটিল প্রশ্ন—সমুপস্থিত হইয়াছে, আপনারা কি এসম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন হাদীছ অবগত আছেন? মইমুন বলিতেছেন কখন কখন এমনও ঘটিত যে, সকলেই উক্ত বিষয়ে রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ অবগত থাকিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তখন আবু বকর বলিতেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ! আমাদের মধ্যে এরূপ লোকও বিদ্যমান রহিয়াছেন যাঁহারা আমাদেরর রছুলের (দঃ) হাদীছ স্মরণ করিয়া—রাখিয়া'ছন। মইমুন বলিতেছেন, জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের সমাধান রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছেও যদি না পাওয়া যাইত তাহা হইলে আবুবকর নেতৃস্থানীয় এবং সজ্জন ব্যক্তি দিগকে সমবেত করিয়া তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি সমুপস্থিত সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন, দারমী ৩২ পৃঃ।

জননী আয়েশা বলিতেছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যখন অনন্তধামে যত্রা করিলেন তখন আবুবকর মদীনার নিকটবর্তী ছুন্হ নামক স্থানে স্বীয় বাসভবনে অবস্থান করিতেছিলেন। হযরতের (দঃ) মৃত্যুশোকে দিশাহারা হইয়া হযরত উমর—বলিতে লাগিলেন, আল্লাহর কছম! রছুলুল্লাহর (দঃ) কিছুতেই মৃত্যু ঘটে নাই, তিনি মরিতে পারেননা। ইতিমধ্যে আবুবকর আসিয়া পড়িলেন ও হযরতের (দঃ) গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাঁহার পবিত্র দেহে চুম্বন দান করিলেন এবং বলিলেন আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হউন! জীবনে ও মরণে আপনি পবিত্রই থাকিয়া গেলেন! তারপর ঘর হইতে বহির্গত হইয়া উপস্থিত জনসাধারণকে সম্বোধন করিলেন। আবুবকরের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া উমর বসিয়া পড়িলেন। আবুবকর বলিলেন আপনারা অবগত হউন—যাহারা মোহাম্মদকে (দঃ) পূজা করিত তাহারা শ্রবণ করুক যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সত্যই মরিয়া গিয়াছেন আর যাহারা আল্লাহর পূজারী তাহারা শ্রবণ করুক যে তিনি চিরঞ্জীবী তিনি কখনও মরিবেননা। অতঃপর আবুবকর—কোরআনের নিম্নলিখিত আয়তটি পাঠ করিলেন:

"মোহাম্মদ (দঃ) রছুল ছাড়া অন্য কিছুই নহেন এবং তাঁহার পূর্ববর্তী রছুলগণ সকলেই অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছেন।

انك ميت وانهم ميتون - وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان

মোহাম্মদ (দঃ) মরিয়া গেলে বা নিহত হইলে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে? অথচ যাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে বস্তুতঃ তাহারা আল্লাহর কিছুই ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞদিগকে উপযুক্ত—ভাবে পুরস্কৃত করিবেন।"

مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ؟ و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزى الله الشاكرين -

—বুখারী, ফতহ সহ (৮) ১১১ পৃঃ।

উল্লিখিত ঘটনার ভিতরে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রেম ও আসক্তি ঈমানের অপরিহার্য অংগ এবং এই নবীপ্রেমের আতিশয্যের ফলেই হযরত উমর ফারুক রছুলুল্লাহর (দঃ) মৃত্যুকে চাক্ষুষ করা সত্বেও বিশ্বাস করিতে পারেন নাই কিন্তু তাঁহার সম্বিৎ ফিরাইয়া আনিল কোরআন! মুছলমানদের প্রণয় ও প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা, শত্রুতা ও বৈরিভাব সমস্তকেই আল্লাহর গ্রন্থ এবং তদীয় নবীর ছুন্নতের অধীনে রাখিতে হইবে। যদি এরূপ না হয় তাহা হইলে কোরআন ও ছুন্নাহর বিপরীত পথে চলিয়া কোন ব্যক্তি, ওলী, দরবেশ, রাজনীতিবিদ ও অত্যাধুনিক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে বটে কিন্তু মুছলিম রূপে তাহাকে কিছুতেই মর্যাদা দান করা চলিবেনা। উমরফারুক কি ভাবে স্বীয় অন্তর্নিহিত অনুরাগ ও শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি কোরআনের নির্দেশের পাদমূলে বিসর্জন দিয়াছিলেন এই ঘটনায় তাহা সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই বিষয়ে আল্লাহর রছুলও (দঃ) জাতিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাবধান করিয়া গিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, শুন! তোমরা কেহই ঈমানের অধিকারী হইতে পারিবে না যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রবৃত্তিকে, আমি যাহা লইয়া আসিয়াছি (অর্থাৎ কোরআন ও ছুন্নাহ) তাহার অধীন করিতে সক্ষম হইবে—মুছলিম।

لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به -

মা আয়েশা আরও বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পরলোক গমনের পর আনছারগণ ছায়েদাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

চাতালে ছঅদ বিনে উবাদার নিকট সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, আনছারদের মধ্য হইতে একজন আর মুহাজেরগণের মধ্য হইতে একজন সর্বাধিনায়ক বা শাসনকর্তা (আমীর) নির্বাচন করা হউক তখন আবুবকর ছিদ্দীক রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ তাঁহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন যে,— "নেতা কুরায়শ-- الائمة من قريش - বংশোদ্ভূত হইবেন।" ইবনুত্তীন বলিতেছেন, আনছারগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ শ্রবণ করা মাত্র তাহা মান্য করিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজেদের দাবী প্রত্যাহার করিয়াছিলেন— বুখারী ফত্‌হসহ (৭) ২৫ পৃঃ।

কুরয়শদের ইমামত সম্পর্কিত হাদীছটি সংবাদ না আদেশের পর্যায়ভুক্ত, এবং উক্ত আদেশ সার্বজনীন ও সার্বকালিক কিনা এ বিষয়ে পরবর্তী বিদ্বানগণ যতই মাথা ঘামাইয়া থাকুন না কেন, ইহা সর্ববাদী সম্মত যে, এই হাদীছটি তখনকার মত একটি জাতীয় জীবনের বিধ্বংসকারী মহা সংগ্রামের প্রতিরোধকল্পে অশেষ প্রকারে সহায়ক হইয়াছিল। আজ যাঁহারা রাষ্ট্র ক্ষেত্র হইতে রছুলুল্লাহর (দঃ) সার্বভৌমত্ব চির সমাধিস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন তাঁহারা স্বীয় ইছলামের ভণিতায় লজ্জা অনুভব করিতে পারেন কি?

যুহরের পুত্র কোবায়ছা বলিতেছেন যে, কোন ব্যক্তির পিতামহী হযরত আবুবকর ছিদ্দীকের নিকট আসিয়া মৃত পৌত্রের সম্পত্তিতে তাহার কি অংশ নির্ধারিত আছে তাহা জানিতে চাহে। আবুবকর বলিলেন, আল্লাহর গ্রন্থে তোমার অংশের কথা— উল্লিখিত নাই আর এ সম্বন্ধে হাদীছের নির্দেশ কি তাহাও আমি অবগত নই। তুমি এখন ফিরিয়া যাও আমি লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব। অতঃপর আবুবকর ছাহাবাগণকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে উল্লিখিত প্রশ্নের রছুলুল্লাহ (দঃ) কি মীমাংসা করিয়াছেন? মুগীরা বিনে শো'বা বলিলেন আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি পিতামহীকে পৌত্রের পরিত্যক্ত— সম্পত্তির ষষ্ঠাংশ দান করিয়াছিলেন। আবুবকর বলিলেন এ কথা আপনার মত আরও কেহ শুনিয়াছেন কি? তখন মোহাম্মদ বিনে মুছলিমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মুগীরার অনুরূপ কথা বলিলেন। তখন আবুবকর সেই ব্যবস্থা পিতামহীর জন্য বলবৎ করিয়াদিলেন—মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ৩২৭ পৃঃ।

এই ঘটনার ভিতর লক্ষ্য করা উচিত যে, হযরত আবুবকর ছিদ্দীক রছুলুল্লাহর (দঃ) পরম মিত্র এবং স্বনামধন্য সহচর হওয়া সত্ত্বেও পিতামহী সংক্রান্ত— রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ অবগত হইতে পারেন নাই। অথচ এ কথা তাঁহার অপেক্ষা অনেক জুনিয়র ছাহাবীগণ অবগত ছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ ইহাও বটে, অর্থাৎ একজন ইমামের নিকট যে হাদীছটী পৌঁছায় নাই অথবা উহার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হয় নাই সেই হাদীছটি অপর ইমামের পক্ষে শ্রবণ করার সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং তিনি যে মাধ্যমে উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহাতে অবিশ্বস্ত কোন রাবী ছিলনা। ফলে পরবর্তী ইমাম উল্লিখিত হাদীছটিকে গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ববর্তী ইমামের পক্ষে উহা গ্রহণ করা সম্ভপর হয় নাই। এক্ষণে মুছলমানদের ইতিকর্তব্য কি হইবে? যে বিদ্বান উপরিউক্ত কারণে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ অবগত হইতে না পারিয়া স্বীয় সাধারণ জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া ফত্‌ওয়া প্রদান করিয়াছেন মুছলমানদিগকে তাহারই অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, না যে বিদ্বান— রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ অনুসারে স্বীয় অভিমত সুসংবদ্ধ করিয়াছেন, মুছলমানদিগকে তাহারই উক্তি মান্য করিতে হইবে?

আবদুল্লাহ্ বিনে আব্বাছ বলিতেছেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র দেহ কোথায় সমাধিস্থ করা— হইবে, সে সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ ঘটে। কেহ কেহ তাঁহার পবিত্র দেহ তাঁহার মছ্‌জিদেই দফন করিতে চাহেন, আর অন্য একটি দল হুযুরকে (দঃ) তাঁহার সহচরবৃন্দের সহিত সাধারণ কবরস্তানে দফন করিতে ইচ্ছা করেন। হযরত আবুবকর বলিলেন আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট শ্রবণ করিয়াছি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিনি বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক নবী যে— ما قبض نبى الا دفن حيث يقبض – স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন সেই স্থানেই তাঁহাকে দফন করা হইয়া থাকে।" ইব্‌নে আব্বাছ বলেন যে, এই হাদীছ শ্রবণ করার পর ছাহাবাগণ দ্বিরুক্তি না করিয়া হযরত (দঃ) যে শয্যায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন তাহা উত্তোলন করিয়া উহার নিম্নস্থ ভূমিতে হযরতের (দঃ) পবিত্র রওযা খনন করিয়াছিলেন—ইব্‌নে মাজা ১১৮ পৃঃ।

জননী আয়েশা বলেন যে, হযরত ফাতেমা ও হযরত আব্বাছ [রছুলুল্লাহর (দঃ) কন্যা ও চাচা] আবুবক্‌র ছিদ্দীকের নিকট আগমন করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দাবী করিলেন, তাঁহারা ফিদিকের বাগান আর খয়বরের জমির ভাগ চাহিতেছিলেন। আবুবক্‌র ব'ললেন, আমি রছুলুল্লাহকে (দঃ) বলিতে শুনিয়াছি, "আমরা নবীর দল, আমাদের কেহ উত্তরা- نحن معاشر الانبياء لانورث ماتركنا صدقة – ধিকারী হয়না, আমরা যাহা পরিত্যাগ করিয়া যাই সমস্তই সর্বসাধারণের জন্য—বুখারী, ফারায়েয।

আবুবক্‌র ছিদ্দিক বিবি ফাতেমাকে তাঁহার পিতার সম্পত্তির ভাগ প্রদান করেন নাই বলিয়া শিয়ারা হযরত আবুবক্‌র, উমর এবং অন্যান্য ছাহাবাগণের উপর খুব চটা, কিন্তু আবুবক্‌র ছিদ্দীককে—রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের বশবর্তী হইয়াই বিবি ফাতেমার দাবী প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। বিবি ফাতেমা ও হযরত আলীর রছুলুল্লাহর (দঃ) এই নির্দেশটী অপরিজ্ঞাত ছিল এবং তাঁহারা কোরআনে বর্ণিত সাধারণ দায়ভাগের নিয়ম অনুযায়ী নিজেদিগকে রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বিবেচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের এই ইজ্‌তেহাদকে আবুবক্‌র ছিদ্দীক রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ দ্বারা খণ্ডন করিয়াছিলেন। ফাতেমা ও আলীর—ইজ্‌তেহাদ খণ্ডন করার যোগ্যতা যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের ভিতর থাকে তাহা হইলে অন্যান্য উলামা, ফকীহ, মুহাদ্দিছ, আওলিয়া ও রাষ্ট্রনীতিবিদগণের ব্যক্তিগত বা দলগত সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া দিবার ক্ষমতা রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছকে প্রদান করা হইবে না কেন?

এই ঘটনার ভিতর আরেকটি বিষয় লক্ষ করিবার রহিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, কোরআনের ব্যবস্থা সূত্রে পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা কেতাবুল্লাহর অতিরিক্ত কোন হাদীছ স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁহাদিগকে আবুবক্‌রের আচরণ হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত অথবা দশ-বারজন ছাহাবা ব্যতীত সমস্ত ছাহাবীর ইজ্‌মা বাতিল এবং তাঁহাদের আচরণকে শিয়াদের মত গোমরাহী বলিয়া মান্য করিয়া লওয়া কর্তব্য।

মা আয়েশা বলিতেছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) পরলোকগমনের পর হযরতের সহধর্মিণীগণ হযরত উছমানকে আবুবক্‌র ছিদ্দীকের নিকট প্রেরণ করিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ দাবী করার সঙ্কল্প করেন। মা আয়েশা তাঁহাদিগকে বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কি এ কথা বলিয়া যান নাই যে, আমাদের অর্থাৎ নবীগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কেহ উত্তরাধিকারী হয়না, সমস্তই জাতীয় সম্পদে পরিণত হইয়া থাকে, বুখারী ফারায়েয।

(খ) দ্বিতীয় খলীফার যুগে

মছ্‌রূক তাবেয়ী বলেন যে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর একদা মেম্বরে আরোহণ করিয়া জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকদের মোহরের পরিমাণ বর্ধিত করা যদি শুভ কার্য হইত তাহা হইলে রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং তদীয় ছাহাবাগণ বর্ধিত পরিমাণে মোহর নির্ধারিত করিতেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই চারিশত দিরহমের অতিরিক্ত মোহর স্বীয় স্ত্রী ও কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেন নাই। অতএব অতঃপর যদি কেহ চারিশত দিরহমের অতিরিক্ত মোহর স্বীয় স্ত্রী বা কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করে তাহা হইলে অতিরিক্ত অর্থ আমি বয়তুল মালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইব। মছ্‌রূক বলেন যে, জনৈকা কুরায়শী মহিলা হযরত উমরের নির্দেশ শ্রবণ—করিয়া বাধা প্রদান করিলেন এবং হযরত উমরকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি কি লোকদিগকে স্ত্রীলোকদের মোহর চারি শত দেরহমের অতিরিক্ত নির্ধারিত করিতে নিষেধ করিতেছেন? আপনি কি কোরআনের আয়ত শ্রবণ করেন নাই যে, আল্লাহ বলিয়াছেন, "তোমরা যদি স্বীয় নারীদিগকে অর্থের স্তূপ মোহর— و آتيتم احدا هن قنطارا স্বরূপ দান কর।" মহিলাটির কথা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর তৎক্ষণাৎ মছজিদে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পুনরায় মেম্বরে আরোহণ করিয়া বলিলেন, একজন পুরুষ ভুল বুঝিয়াছিল কিন্তু একজন নারী ঠিক বুঝিয়াছে। হে জনমণ্ডলী, আমি আপনাদিগকে চারি শত দিরহমের অতিরিক্ত মোহর নির্ধারণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, আমি এক্ষণে আমার নির্দেশ প্রত্যাহার করিয়া লইতেছি এবং বলিতেছি যে, যাহার যেরূপ ইচ্ছা ও সামর্থ সে তদনুরূপ মোহর নির্ধারণ করিতে পারে—আবু ইয়োলা।

এই ঘটনার সাহায্যে তিনটি বিষয় অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে:—প্রথম, আইনের তাৎপর্য অনুধাবন করার যোগ্যতায় নরনারী সম্পূর্ণ অভিন্ন। দ্বিতীয়, কোন রাষ্ট্রাধিনায়কের বা পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত কোরআনের বিপরীত হইলে ইছলামী রাষ্ট্রে উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবেনা। তৃতীয়, সমুদয় বিদ্বান ও চিন্তা-মনীষীগণের অভিমত কোরআনের প্রতিকুল হইলে তাঁহদের অভিমত পরিত্যাজ্য হইবে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর কুফার চীফ জাস্টিস্ কাযী শুরায়হকে যাহা লিখিয়াছিলেন সমস্যা ও তাহার সমাধান পদ্ধতির পক্ষে উহাকে ইছলামের বুনয়াদী বিধানরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছিলেন, আপনার নিকট কোন সমস্যা সমুপস্থিত হইলে আপনি আল্লাহর গ্রন্থ অনুসারে উহার নিষ্পত্তি—করিয়া দিবেন। সাবধান! মানুষের উক্তির দিকে আপনি আগ্রহান্বিত হইবেননা আর বিষয়টি যদি এরূপ হয় যাহার মীমাংসা আল্লাহর গ্রন্থে নাই তাহা হইলে আপনি রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং তদনুসারে সমাগত সমস্যার সমাধান করিয়া দিন আর যদি বিষয়টির মীমাংসা আল্লাহর গ্রন্থের মত রছুলের (দঃ) ছুন্নতেও খুঁজিয়া না পান, তাহা হইলে (ইছলামী পার্লামেন্টে) মানুষেরা যে বিষয়েতে একমত হইয়াছেন আপনি তাহা গ্রহণ করুন আর যদি উপস্থাপিত প্রশ্নের মীমাংসা আল্লাহর কেতাবে এবং তাঁহার নবীর ছুন্নতে বিদ্যমান না থাকে এবং পূর্ববর্তীগণও কেহ সে বিষয়ে যদি আলোচনা না করিয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি দুইটী পথের মধ্য হইতে একটি পথ নির্বাচন করিয়া লউন অর্থাৎ হয় আপনি আপনার ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধির সাহায্য লইয়া অগ্রসর হউন আর না হয় উহার মীমাংসায় ক্ষান্ত থাকুন। আমি কিন্তু আপনার পক্ষে ক্ষান্ত থাকাই মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচনা করি— দারমী।

আবদুল্লাহ বিনে উমর বলেন যে, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক মৃত্যু শয্যায় নিজের মনে বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, আমি যদি কাহাকেও আমার স্থলাভিষিক্ত করিয়া না যাই তাহা হইলে রছুলুল্লাহও (দঃ) তো কাহাকেও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান নাই। আর যদি আমি কোন ব্যক্তিকে আমার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যাই তাহা হইলে আবুবক্‌র স্বীয় স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। হযরত উমরের পুত্র বিখ্যাত তাপস ও বিদ্বান হযরত আবদুল্লাহ বলিতেছেন, আল্লাহর কছম! যখনই পিতা রছুলুল্লাহ (দঃ) ও আবুবক্‌রের তুলনা করিলেন তখনই আমি বুঝিয়া ফেলিলাম যে, তিনি আবুবক্‌র অথবা অন্য কাহারও খাতিরে রছুলুল্লাহর (দঃ) রীতি পরিহার করিবেননা এবং কাহাকেও তিনি স্বীয় স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করিয়া যাইবেন না—মুছলিম (২) ১২০ পৃঃ।

যাহারা মনে করিয়া থাকেন যে, হযরত উমর সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ববর্তী শাসনকর্তা খলীফা আবুবক্‌রের অন্ধ অনুসরণ করিয়া চলিতেন এই ঘটনায় তাঁহাদের চৈতন্য উদ্রিক্ত হওয়া উচিত। হযরত উমর তাঁহার খিলাফতের যুগে হযরত আবুবক্‌রের বহু ব্যক্তিগত নির্দেশ অমান্য করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) সমকক্ষতায় কাহারও কোন নির্দেশ মুছলমানের কাছে যে গ্রহণযোগ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইতে পারেনা ইহা সামান্য চিন্তা করিলে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে জাতির সর্বাধিনায়ক নির্বাচন করার অধিকার ইছলাম জাতির হস্তেই প্রদান করিয়াছে এবং এই জন্যই রছুলুল্লাহ (দঃ) আবশ্যক বিবেচনা করা সত্বেও তাঁহার মহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে স্পষ্টভাষায় কাহাকেও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান নাই।

ছঈদ বিন্‌ল মুছাইয়েব বলেন, হযরত উমরের ব্যক্তিগত অভিমত অনুসারে স্ত্রীর পক্ষে তাহার স্বামীর দিয়ত অর্থাৎ আহত বা নিহত হওয়ার দরুন আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোন অংশ প্রাপ্ত হইবার উপায় ছিলনা কিন্তু যাহ্হাক বিনে ছুফ্‌য়ান হযরত উমরকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আশ্‌ইয়ম বিন্‌যবাবির স্ত্রীকে তাহার স্বামীর দিয়তের দরুণ অর্থের অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা অবগত হওয়া মাত্র হযরত উমর ফারুক তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত প্রত্যাহার করিয়া লইলেন—ইব্‌নে মাজা ১৯৪ পৃঃ।

উমর ফারুক অগ্নিপূজকদের নিকট হইতে সামরিক ট্যাক্স গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন না, তাহাদিগকে তিনি "আবাদাতুল আওছান" বা প্রতিমাপূজকদের পর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন। অবশেষে আবদুররহমান বিনে আওফ সাক্ষ্য দান করিলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) হিজ্‌রের অগ্নিপূজকদের নিকট হইতে সামরিক ট্যাক্স গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত উমর তাঁহার পূর্বমত পরিহার করিয়া লইলেন।

আবু ছঈদ খুদ্‌রী বলেন যে, একদা আমি আনছারদের এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম এমন সময় আবুমূছা আশআরী অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন আমি উমরের নিকট গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি চাই এবং জওয়াব না পাওয়ায় ফিরিয়া আসি, ইতিমধ্যে হযরত উমরের সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তিনি প্রত্যাবর্তনের কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি বলি যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) আদেশ করিয়াছেন তোমাদের মধ্যে কেহ اذا استاذن احدكم ثلثا فلم يؤذن له فليرجع যদি কাহারও গৃহে প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি চাহিয়াও উত্তর না পায় তাহা হইলে সে ফিরিয়া আসিবে। উমর বলিলেন, আল্লাহর কছম! আপনাকে এ কথার প্রমাণ দিতে হইবেই! আবুমূছা আনছারদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমরা কেহ হযরতের (দঃ) বাচনিক এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছ কি? আবু ছঈদ খুদ্‌রী বলেন যে, আমি দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ছিলাম, আমি আবুমূছা আশ্‌আ'রীর সহিত গমন করিয়া হযরত উমরের নিকট সাক্ষ্য দান করিলাম যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বাস্তবিকই উক্ত কথা বলিয়াছিলেন—বুখারী, ইছ্‌তিযান।

এই ঘটনার সাহায্যেও প্রমাণিত হইতেছে যে, অপরের গৃহে প্রবেশ করা সংক্রান্ত রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছটী কনিষ্ঠ ছাহাবীগণের জানা থাকিলেও উমরের ন্যায় প্রাচীন ও অগ্রগন্য ছাহাবীর উহা অপরিজ্ঞাত ছিল। যদি আবু বক্‌র ও উমরের ন্যায় মহামনীষীদের কোন কোন হাদীছ অজ্ঞাত থাকিতে পারে, তাহা হইলে পরবর্তী ইমাম ও ফকীহ্‌দের পক্ষে—রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন কোন নির্দেশ অপরিজ্ঞাত থাকা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়। যাঁহারা মনে করেন যে, নির্দিষ্ট কোন ইমাম বা ফকীহ রছুলুল্লাহর (দঃ) সমুদয় আদেশ ও নিষেধ অবগত ছিলেন এবং শরীঅতের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য অন্য বিদ্বান বা ফকীহর বিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করা আদৌ আবশ্যক নয় তাঁহাদের এই ধারণা একান্ত একদেশদর্শিতা ও—গোঁড়ামীর পরিচায়ক মাত্র।

(গ) তৃতীয় খলীফার যুগে

স্বামী মরিয়া গেলে স্ত্রী যে কোন স্থানে থাকিয়া ইদ্দত পালন করিতে পারে বলিয়া হযরত উছমানের ধারণা ছিল। কিন্তু বিষয়টির মীমাংসার জন্য হযরত উছ্‌মান আবু ছঈদ খুদ্‌রীর ভগ্নী ফোরায়আকে ডাকাইয়া পাঠান এবং উপরিউক্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ফোরায়আ হযরত উছমানকে জ্ঞাপন করেন যে, আমি রছুলুল্লাহর (দঃ) নিকট আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থাকিয়া ইদ্দত প্রতিপালন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলাম কিন্তু রছুলুল্লাহ্ (দঃ) তাহা অস্বীকার করেন অথচ আমার স্বামী তাঁহার পলাতক দাসের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার নিজস্ব ঘরবাড়ী বা সহায় সম্পদ কিছুই রাখিয়া যান নাই, কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত অবগত হওয়া সত্বেও আমাকে বলিলেন,—আল্লাহর গ্রন্থের নির্দিষ্ট মীআদ পর্যন্ত স্বামীর গৃহে অবস্থান কর। অতঃপর হযরত উছমান স্বীয় অভিমত পরিবর্তন করিলেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ বলবৎ করিয়া দিলেন—মুওয়াত্তা, ২১৭ পৃঃ।

আবু ছামান বলেন, একদা আমি খলীফা উছমান গণীর নিকট উপস্থিত ছিলাম, ইতিমধ্যে তাঁহার সম্মুখে ওলীদ বিনে উক্‌বাকে ধরিয়া আনা হইল। (ওলীদ এবং হযরত উছমান একই মাতার সন্তান ছিলেন এবং কুরয়শ গোষ্ঠির বিশিষ্ট ব্যক্তি, মহাবীর, কবি ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি রছুলুল্লাহ (দঃ), উমর ফারুক ও উছমান গণীর শাসন কালে বিভিন্ন স্থানের গভর্ণর পদে মনোনীত হইয়াছিলেন)। ওলীদ ফজরের নমাযের দুই রাকআতে ইমামত করিয়া মুক্তাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমাদের জন্য কি আরও কিছু নমায পড়াইয়া দিব? দুইজন লোক হযরত উছমানের নিকট সাক্ষ্য দান করিলেন যে, তাঁহারা ওলীদকে সুরা পান করিতে দেখিয়াছেন। আর এক ব্যক্তি বলিলেন, তিনি তাঁহাকে বমন করিতে দেখিয়াছিলেন। হযরত উছমান বলিলেন, মদ না খাইলে ওলীদের বমনে সুরা ধরা পড়িত কেমন করিয়া? অতঃপর হযরত উছমান ওলীদকে সুরা পানের দণ্ডস্বরূপ বেত্রাঘাত করার জন্য হযরত আলীকে আদেশ দিলেন। হযরত আলীর নির্দেশ ক্রমে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাহ বিনে জা'ফর—ওলীদকে বেত্রাঘাত করিতে ও হযরত আলী তাহা গণনা করিতে লাগিলেন। চল্লিশ বেত লাগান হইলে হযরত আলী বলিলেন, ক্ষান্ত হও! রছুলুল্লাহ (দঃ) মদ্য পানের দণ্ড স্বরূপ চল্লিশ বেত লাগাইয়াছিলেন, আবুবকরও চল্লিশ বেত লাগাইয়াছিলেন কিন্তু উমর ফারুক আশী বেত লাগাইয়াছিলেন! সমস্তই ছুন্নত বটে কিন্তু আমার কাছে চল্লিশ বেতের শাস্তি উত্তম—ছহীহ্ মুছ্‌লিম (২) ২৭ পৃঃ।

এই ব্যাপারে কয়েকটি গুরুতর বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। ইছলামের সমাজ-ব্যবস্থায় দেশের শাসনকর্তা ও সর্বসাধারণের মধ্যে আইনের প্রয়োগ ব্যবস্থায় কোনরূপ ব্যতিক্রম রাখা হয় নাই। ওলীদ একাধারে যেরূপ কুফার গভর্ণর ছিলেন সেইরূপ ইছলাম জগতের সর্বাধিনায়ক হযরত উছমানগণীর সহোদরও ছিলেন। কিন্তু ইছলামী দণ্ড বিধির আওতা হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন নাই এবং হযরত উছমানের পক্ষেও স্বজনপ্রীতির কোন লক্ষণ প্রদর্শিত হয় নাই। ইছলামী রাষ্ট্রের এই বৈশিষ্টকেই তথাকথিত গণতন্ত্রবাদীর দল বিশেষ আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, কারণ সাম্য ও গণতন্ত্রের ঢাক পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলি যত জোরেই বাজান না কেন ইছলামের সাম্য এবং ন্যায় বিচারের সহিত তাহারা কোনদিন সমকক্ষতা করিতে পারেন নাই এবং ভবিষ্যতেও ইহার কোন সম্ভাবনা নাই।

দ্বিতীয় বিষয়টী যাহা আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত তাহা হইল এই যে, হযরত আলী আবুবকর এবং উমরের দণ্ডবিধানকে ভ্রান্তিমূলক মনে না করিলেও তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) দণ্ডবিধানকে অগ্রগণ্য করিয়াছিলেন।

(ঘ) চতুর্থ খলীফার যুগে

ইক্‌রিমা বলেন, ইব্‌নে ছাবা ইহুদীর প্ররোচনায় শিয়াদের প্রথম যে দলটি ইছলাম ধর্ম বর্জন করিয়া হযরত আলীকে আল্লাহর অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল হযরত আলী তাহাদিগকে অগ্নিকুণ্ডে—নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ বলেন, আমি যদি আলীর স্থানে হইতাম, তাহাহইলে ইছলাম-ভ্রষ্টদিগকে অগ্নিদগ্ধ না করিয়া তরবারির দ্বারা নিহত করিতাম, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, ইছলাম গ্রহণ—করার পর যদি কেহ من بدل دينه فاقتلوه ফিরিয়া যায়, তাহাকে তরবারীর আঘাতে নিহত কর। ইব্‌নে আব্বাছ পুনশ্চ বলিলেন যে, আমি অপরাধীদিগকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কদাচ অগ্নিদগ্ধ করিয়া মারিতাম না, কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন যে, তোমরা আল্লাহর দণ্ড দ্বারা কাহাকেও দণ্ডিত করিওনা। হযরত আলী ইব্নে-আব্বাছের উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ইব্নেআব্বাছ সত্য কথাই বলিয়াছেন—তিরমিযী (২) ৩৩৭ পৃঃ।

আবদুল্লাহ বিনে উমরের পুত্র ছালিম বলেন যে, একদা আমি জনৈক সিরিয়াবাসীকে তামাত্তু হজ্জ (উম্রা এবং হজ্জের মিলিত সঙ্কল্প) সম্পর্কে আমার পিতা আবদুল্লাহ বিনে উমরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে শুনিয়াছিলাম, ইব্নে উমর উত্তর করিয়াছিলেন যে, উহা হালাল! তাঁহার ফত্ওয়া শ্রবণ করিয়া সিরিয়ার লোকটী বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন- আপনি হালাল বলিতেছেন বটে কিন্তু আপনার পিতা তামাত্তু হজ্জ নিষেধ করিতেন। ইব্নে উমর বলিলেন, দেখ, যে কার্য আমার পিতা নিষেধ করিয়াছেন যদি তাহা রছুলুল্লাহ (দঃ) করিয়া থাকেন তাহা হইলে, তুমি বল, সেরূপ ক্ষেত্রে আমার পিতার সিদ্ধান্ত মান্য করিতে হইবে, না রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে? লোকটি বলিলেন অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশেই অবশ্য প্রতিপালিত হইবে—তিরমিযী—হজ্জ।

হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমর একদা বিখ্যাত তাবেয়ী আবুশ্শা'আছা জাবির বিনে যয়েদকে বলিলেন, তুমি বছ্রার ফকীহগণের অন্যতম, সাবধান! স্পষ্ট কোরআন এবং অতিক্রান্ত ছুন্নত ছাড়া অন্য কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া ফত্ওয়া প্রদান করিওনা—দারমী, ৩৩ পৃঃ।

انك من فقهاء البصرة فلاتفت الا بقرآن ناطق او سنة ماضية —

হযরত মুআয বিনে জবল বলেন যে, মুছলিমগণ, তোমরা বিপদ অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই উহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইওনা, কারণ ছাহাবাগণের চিরাচরিত প্রথা ছিল যে, কোন সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ বর্ণনা করিয়া শুনাইয়া দিতেন—দারমী, ২৩ পৃঃ।

হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ যদি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইতেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত বিষয়টি কোরআনে উল্লিখিত থাকিলে তিনি—কোরআনের নির্দেশ জানাইয়া দিতেন। কোরআনে না থাকিলে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ শুনাইয়া দিতেন। জিজ্ঞাসিত বিষয়টির মীমাংসা যদি কোরআন ও হাদীছে বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে তিনি হযরত আবুবক্র ও হযরত উমরের ফত্ওয়া শুনাইয়া দিতেন এবং ইহাও যদি সম্ভবপর না হইত তাহা হইলে তখন তিনি তাঁহার নিজের অভিমত ব্যক্ত করিতেন—দারমী, ৩৩ পৃঃ।

আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ কর্তৃক আবুবক্র ও উমরের ফত্ওয়া উল্লেখ করার তাৎপর্য ইহা নয় যে, তিনি তাঁহাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের অন্ধ অনুসরণ বা তক্লীদ করিতেন। আবুবক্র এবং উমরের সমুদয় সিদ্ধান্ত ইছলামী পার্লামেণ্টে গৃহীত সিদ্ধান্তের নামান্তর মাত্র, সুতরাং ইব্নে আব্বাছের আচরণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কোরআন ও ছুন্নতে যে বিষয়ের মীমাংসা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা সে সম্পর্কে মুছলমানদিগকে ছাহাবাগণের ইজ্মার অনুসরণ—করিয়া চলিতে হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদ বলেন যে, কাহারও উপর বিচারপতিত্বের ভার ন্যস্ত করা হইলে তাহাকে আল্লাহর গ্রন্থ অনুসারে বিচার করিতে হইবে, আর যাহা কোরআনে নাই তাহার মীমাংসা রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত অনুসারে করিতে হইবে এবং যে বিষয়ের মীমাংসা কোরআন এবং হাদীছে নাই তাহার ফয়ছালা ছাহাবাগণের মিলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে করিতে হইবে—দারমী, ৩৩ পৃঃ।

আমীর মুআবিয়া হজ্জ অথবা উম্রার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিয়া মদীনাতেও আগমন করেন এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) মেম্বরে আরোহণ করিয়া বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, আমার বিবেচনায় সিরিয়া দেশের দুই মুদ্ (অর্ধ ছাঅ) গম এক ছাঅ খেজুরের সমতুল্য, সর্বসাধারণ শাসনকর্তার এই কথা মানিয়া

(অবশিষ্টাংশ ২৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—সগীর, এম, এ।

হোসেন আলী খাঁর হত্যাকাণ্ড

৯ই জিলকদ তারিখে আগ্রা হইতে যাত্রা করিয়া ৯ই জিলহজ তারিখে টোডাভীম নামক স্থানে শাহী সৈন্য দল আসিয়া উপনীত হইয়াছে। বাহিরে সব কিছু যথা নিয়মে চলিতে থাকিলেও হোসেন আলী খাঁকে হত্যা করিবার জন্য এই সময়ের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধিয়া উঠে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা হইতেছেন মোহম্মদ আমীন খাঁ, মীর জুমলা, আবদুল গফুর ও নবনিযুক্ত মীর আতশ বা গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ হায়দর কুলী খাঁ। সৈয়দ হত্যায় হত্যাকারীর ভূমিকা গ্রহণ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় আগাইয়া — আসে "মীর হায়দর বেগ দুগলত" নামীয় জনৈক কাশগর দেশীয় সৈয়দ। কথিত আছে যে মোহাম্মদ আমীন খাঁ এক দিন মোগলদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কি কেহই নাই যে এই মীর বখশীকে খতম করিয়া দিতে প্যারে? যদি এই হত্যাকরী হত্যাকার্য্য সম্পাদন করিয়া জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার আজীবন গোলাম হইয়া থাকিব। আর যদি সে উহাতে নিহত হয়, তাহা হইলে আমি তাহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিব।" প্রথমতঃ কেহই কোন উত্তর করিল না। তারপর মীর হায়দর বেগ আগাইয়া আসিয়া বলিল "আমি একজন সৈয়দ; মীর বখশীও একজন সৈয়দ। এক সৈয়দ যদি আর এক সৈয়দকে হত্যা করে, তাহাতে কাহার কি?"

আবদুল গফুরের দৌত্যে এবং শাহী হেরেমের প্রধান অধ্যক্ষা সদরুন্নেছার মধ্যবর্ত্তিতায় এ সম্বন্ধে সম্রাট জননীর সহিত সংবাদের আদান প্রদান আরম্ভ হয়। [এই আবদুল গফুর সিন্ধু দেশের টাট্টা নামক স্থানের অধিবাসী এবং একজন বুজুর্গ মহাপুরুষ বলিয়া তৎকালে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাদশাহ মোহাম্মদ শাহের রাজত্বের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তিনি খুব প্রতিপত্তিলাভ করেন, অবশেষে তাঁহার পতন হয়।] তিনি গোয়ালিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে থাকেন। মোহাম্মদ আমীন খাঁও তুর্কি ভাষায় এবিষয়ে মোহাম্মদ শাহকে ইঙ্গিত প্রদান করেন। এক দিন হোসেন আলী খাঁর উপস্থিতিতেই মোহাম্মদ শাহ ও মোহাম্মদ আমীন খাঁর মধ্যে তুর্কি ভাষায় এ সম্বন্ধে দুই একটা বাক্যের আদান প্রদান হয়। হোসেন আলী খাঁ ঐ কথাবার্ত্তার বিষয় বস্তু জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করায় মোহাম্মদ শাহ বলেন যে, আমীন খাঁ পাকস্থলির বেদনায় আক্রান্ত হওয়ায় অবসর চাহিতেছেন। আমীন খাঁ যখন দেখিলেন যে মোহাম্মদ শাহ কথা সুকৌশলে গোপন করিতেছেন, তখন তিনি অনায়াসে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইলেন যে স্বয়ং বাদশাহেরও এই ষড়যন্ত্রে আপত্তি নাই।

হোসেন আলী খাঁর এক নির্বোধ উক্তিই এই ষড়যন্ত্রের পরিণতিকে আরও ত্বরান্বিত করিয়া তুলে। ৫ই জিলহজ্জ তারিখে তিনি এইরূপ সদম্ভ উক্তি করেন যে, তিনি যাহার মাথার উপর তাঁহার জুতা নিক্ষেপ করিবেন, তিনিই বাদশাহ হইবেন। দিবাবসানে মোহাম্মদ আমীন খাঁ ও হায়দার কুলী খাঁ সাব্যস্ত করেন যে, পরবর্ত্তী দিন প্রত্যূষেই এই ষড়যন্ত্রকে কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

টোডাভীম নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত হওয়ার পর, ৬ই জিলহজ্জ প্রাতঃকালে হোসেন আলী খাঁ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ওমারা প্রথা অনুযায়ী বাদশাহের শিবির দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বঃস্বঃ শিবিরে প্রস্থান করার উদ্যোগ করিতেছিলেন, হোসেন আলী খাঁ তাঁহার পালকিতে আরোহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিকট ৬।৭ জন ভৃত্য ও ২ জন আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন। মোহাম্মদ আমীন খাঁ গলায় আঙ্গুল দিয়া বমির উদ্রেক করেন এবং শীরোঘূর্ণনের ভান করিয়া মাটীন ভূমিশয্যা গ্রহণ করেন। হোসেন আলী খাঁ তাড়াতাড়ি গোলাপ জল ও "বেদমুক" আনয়ন করিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ পরিচর্য্যার পর আমীন খাঁ ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন যে তাঁহাকে যেন শাহী শিবিরের নিকটস্থ হায়দর কুলী খাঁ মীর আতশের শিবিরে লইয়া যাওয়া হয়। আমীন খাঁকে তথায় লইয়া যাওয়ার উপলক্ষে তৎকালে হোসেন আলী খাঁর নিকট মাত্র ২।৩ জন ভৃত্য অবশিষ্ট রহিল। তখন মধ্যাহ্নকাল সমুপস্থিত।

এর পর যেইমাত্র হোসেন আলী খাঁর পাল্কী তথা হইতে বহির্গত হইয়াছে, অমনি হায়দর বেগ দুগলাত ২৩ জন মোগল সৈন্যকে সঙ্গে লইয়া — "ফরিয়াদ" "ফরিয়াদ" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল; এবং তাহার আস্তিনের মধ্য হইতে একখানা দরখাস্তও বাহির করিল। হায়দার বেগ হোসেন আলী খাঁর অপরিচিত ছিল না। তাই তাঁহাকে নিকটে আসিতে কেহ বাধা দিল না। নিকটবর্ত্তী হইয়া সে প্রকাশ করিল যে, তাহারা যে সেনাপতির অধীনে কার্য্য করিতেছে সে তাহাদের প্রাপ্য সমস্ত বেতন আত্মসাৎ করিয়াছে। ফলে তাহাদের অনশনে প্রাণত্যাগ করিবার মত অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং তাহারা মীর বখশী হিসাবে তাঁহার নিকট এর প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছে। মীর বখশীর জনৈক অনুচর দরখাস্তটী লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিল; কিন্তু হায়দর বেগ উহাতে অনিচ্ছা জানাইয়া হস্ত সঙ্কুচিত করিল। হোসেন আলী খাঁ বলিলেন— "আচ্ছা, তুমি স্বয়ং আমাকে প্রদান কর।" হায়দার বেগ একেবারে শিবিকার পার্শ্বদেশে আসিয়া দরখাস্তখানি হোসেন আলী খাঁর হস্তে প্রদান করে। আর শিবিকার অপর পার্শ্বে আর একজন ভৃত্য গড়গড়া হুকা লইয়া হাজির হইল। হোসেন আলী খাঁ গড়গড়ার নল মুখে দিয়া দরখাস্তখানি পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। মীর বখশীর মনোযোগ এইভাবে পঠনে নিবিষ্ট হওয়ায় হায়দর বেগ মুহূর্ত্ত মধ্যে সুদীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ ছুরীকা বাহির করিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে আমূল বিদ্ধ করিয়া দেয়। আহত হইয়া মীর বখশী সজোরে ঘাতকের বক্ষে পদাঘাত করেন। ফলে সে মাটিতে পড়িয়া যায়। হায়দর বেগও পরমুহূর্ত্তে উঠিয়া আহত মীর বখশীর পদযুগল ধরিয়া টানিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল এবং তাঁহার বক্ষের উপর বসিয়া তাঁহার শির দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল।

হোসেন আলী খাঁর নিকট আত্মীয় আসাদুল্লাহ খান বাহাদুর (যিনি নবাব আউলিয়া বলিয়া কথিত) এর চতুর্দ্দশ বয়স্ক পুত্র সৈয়দ নূর আলী ওরফে— নূরুল্লাহ খান শিবিকার নিকট উপস্থিত ছিল। এই মর্ম্মান্তিক ঘটনা তাহার প্রত্যক্ষ হওয়া মাত্র বালকটি চীৎকার করিয়া উঠিল—"বদমায়েশরা নবাব সাহেবকে হত্যা করিয়াছে"। বিদ্যুৎগতিতে সে তাহার বেল্ট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া আততায়ীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িয়া তাহাকে আহত করিল এবং পরমুহূর্ত্তে তরবারির তিন আঘাতে আততায়ী নিহত হইয়া হোসেন আলী খাঁর প্রাণহীন দেহের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল কিন্তু বালক তথা হইতে পলায়ণ করার সুযোগ পাইল না। অন্যান্য মোগলেরা তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল।

হোসেন আলী খাঁর ছিন্ন শীর প্রথমে মীর আতশের তাম্বুতে এবং তৎপর বাদশাহর শিবিরে আনীত হইল। সম্রাট জননী সম্রাটের উপর — আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে জানানা মহলের ভিতরে টানিয়া লইয়া গেলেন।

হোসেন আলী খাঁর অধীনস্থ সৈন্যগণ তৎকালে তাহাদের বরাদ্দ রসদ সামগ্রী লইতে ব্যাস্ত ছিল। পিস্তলের ও বন্দুকের যে দুই চারিটি আওয়াজ হইয়াছিল তাহাকে তাহারা সম্রাটের দৈনন্দিন অভ্যর্থনা সূচক শব্দ বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু হোসেন আলী খাঁর নিহত হওয়ার সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র কয়েকজন সৈয়দ প্রধান বাদশাহের শিবির আক্রমণ করিয়া বাদশাহকে ধৃত করার জন্য কয়েক-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই উপলক্ষে যে গোলমালের সূচনা হয়, তাহা প্রায় ৮।১০ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে হোসেন আলী খাঁর অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীত বটেই, তাঁহার শিবির পর্য্যন্ত লুণ্ঠিত হয়। লুণ্ঠনের শেষে এত বিরাট তাম্বুর একটি খুঁটি বা একখণ্ড দড়াদড়িও অবশিষ্ট ছিল না। হয় সেগুলি লুণ্ঠিত হইয়াছিল কিংবা ভস্মীভূত হইয়াছিল। মোহাম্মদ আমীন খাঁ বুদ্ধিমানের মত এই লুণ্ঠন কার্য্যে কোন বাধা নিষেধ আরোপ করেন নাই। এই লুণ্ঠনে শত্রু মিত্র সকলেই যোগ দিয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে গেলে মিত্ররাও বিরুদ্ধাচরণ করিত। সৈয়দ ভ্রাতাদের প্রধান বুদ্ধিদাতা রাজা রতন চাঁদ বানিয়া এই সময় ধৃত হন। কয়েকদিন পর হাসানপুরের যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁহার শিরচ্ছেদ করা হয়।

সৈন্য বাহিনীর সহিত যে সকল নীচ জাতীয় ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিল তাহারা হোসেন আলী খাঁর মৃতদেহের প্রতি নানাভাবে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল। হোসেন আলী খাঁর মত মহাপরাক্রান্ত, পদস্থ ও সম্মানিত প্রধানের এই প্রকার শোচনীয় মৃত্যুতে যে নানাপ্রকার গল্প ও কাহিনীর সৃষ্টি হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? যেমন একজন বলিল, সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যে, হোসেন আলী খাঁ রক্তাক্ত দেহে ও রক্তাক্ত বসনে ইমাম হোসেনের (রাঃ) দরবার গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে মহা সমাদরে দরবার গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। স্বয়ং ইমাম হোসেন তাঁহাকে "বালাগা ওয়াদাকা, ওয়া বালাগা আদাকা" এই বাক্য দ্বারা অভ্যর্থনা জানাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আবজাদের হিসাবে এই শব্দগুলি হোসেন আলী খাঁর মৃত্যুর সাল প্রকাশ করিতেছে।

অব্যবহিত পরবর্ত্তী ঘটনাবলী

হোসেন আলী খাঁর মৃত্যুর ১৮ ঘণ্টার মধ্যেই দ্রুতগামী উষ্ট্রারোহী কাসেদরা তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ বহন করিয়া আবদুল্লাহ খাঁর শিবিরে উপস্থিত হইল। সেই সময় রাত্রি দ্বিপ্রহর এবং আবদুল্লাহ খাঁ তৎকালে দিল্লি হইতে ৬৪ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আবদুল্লাহ খাঁ ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সঙ্গীয় আমীর ওমারা ও প্রধানদের আহ্বান করিয়া তিনি এই শোকাবহ ঘটনা বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার বিপদসঙ্কুল ভাগ্যের সাথী হইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। কেহ বা আন্তরিকতার সহিত, কেহবা মছলেহত—পরস্তির বশীভূত হইয়া সুখে দুঃখে তাঁহার সাথী হইতে স্বীকৃত হইলেন।

কয়েকজন অতি উৎসাহী প্রস্তাব করিলেন যে, মোহাম্মদ শাহ্ তাঁহার শক্তি সমাহিত ও বৃদ্ধি করার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আবদুল্লাহ খাঁ উহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, মোহাম্মদ শাহ এক্ষনে বকায়দা সিংহাসনে আসীন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা রাজনীতির দিক দিয়া অবিবেচনা প্রসূত বলিয়া অভিহিত হইবে; এবং সেক্ষেত্রে তাঁহার সৈন্যগণও যুদ্ধে পরাম্মুখ হইয়া উঠিতে পারে। তাই তিনি প্রথমতঃ রাজধানীতে গিয়া তৈমুর বংশীয় অপর কাহাকেও সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া সেই নব সম্রাটের পতাকা তলে সমবেত হইবার জন্য আমীর ওমারাহ্ ও সামন্ত রাজাদের আহবান জানাইবেন এবং তারপর মোহাম্মদ শাহের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবেন। তদনুযায়ী তিনি রাজধানীতে অবস্থানকারী তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা সৈয়দ নজমুদ্দিন আলী খানের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে বন্দী শাহজাদাদের মধ্য হইতে একজন উপযুক্ত শাহজাদাকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষিক্ত করার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখেন।

সৈয়দ ভ্রাতাদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সূচনা দেখিয়া ইতিমধ্যেই তাঁহাদের জায়গীরের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল। তহসিলদারগণ বিতাড়িত হইল এবং কৃষকেরা হেমন্ত ঋতুর খাজানা প্রদান করিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল।

এদিকে মোহাম্মদ শাহের শিবিরেও কাজকর্মের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। মোহম্মদ আমীন খাঁ চারি দিকে প্রহরী বসাইয়াছিলেন। ফলে যদিও বহু সৈন্য পলায়ন করিয়া আবদুল্লাহ খাঁর নিকট উপস্থিত হইবার বাসনা মনে মনে পোষণ করিয়াছিল তথাপি উহাতে সমর্থ হইল না। সৈয়দ পক্ষীয় প্রধানদের মধ্যে ইনায়েতুল্লাহ খান কাশ্মীরী, মীর মুশরিফ লাক্ষ্ণৌবী, রাজা গোপাল সিংহ ভাদুরীয়াকে অনেক চেষ্টার পর সম্রাট পক্ষে আনয়ন করা হইল। মোহাম্মদ আমীন খাঁ, কোমর উদ্দিন খাঁ, হায়দর কুলী খাঁ ও সা'দত খাঁকে যথাক্রমে ৮০০০, ৭০০০, ৬০০০ ও ৫০০০ মনসবদারীতে উন্নীত করা হইল; তাঁহা ছাড়া তাঁহাদিগকে এবং আরও অন্যান্য অনেককে নানা ভাবে পুরস্কৃত করা হইল। তৎপর সৈয়দ হোসেন আলী খাঁ, সৈয়দ গায়রত খাঁ ও সৈয়দ নূরুল্লাহ খাঁর মৃতদেহ স্বর্ণখচিত বস্ত্রে আবৃত করিয়া আজমীরে প্রেরিত হইল। আজমীরের উপকণ্ঠে আবদুল্লাহগঞ্জ নামক স্থানে তথাকার প্রাক্তন সুবাদার হোসেন আলী খাঁর পিতার সমাধির পার্শ্বে অতঃপর তাঁহাদিগকে সমাধিস্থ করা হয়।

দক্ষিণাপথের দিকে আর অগ্রসর হওয়া নিরর্থক বিবেচিত হইল। তাঁহারা রাজধানী দিল্লী কিম্বা আগ্রায় প্রত্যাবর্তন করিবেন এই লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, তাঁহারা প্রথমতঃ ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া যমুনা তীরে উপস্থিত হইবেন এবং তারপর উপস্থিত পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া গন্তব্য স্থল নির্ণীত হইবে। তাঁহারা "বর্ষানা" নামক স্থানে উপনীত হইলে সৈয়দ পক্ষীয় দুই প্রধান নেতা মোহাম্মদ খান বঙ্গোশ ও আজীজ খান বাহাদুর চাঘতাইকে বহু কষ্টে সম্রাটের পক্ষে যোগদান করিতে সম্মত করা হয়। এই উপলক্ষে কোমর উদ্দিন খাঁ ও মীর আতশ হায়দর কুলী খাঁকে তাহাদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করা ছাড়া মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গোশকে সরকার খয়রাবাদের অন্তর্গত পালী, খয়রা ও বামন পরগণা এবং আজীজ খানকে পরগণা সাণ্ডিলা ও হার্দা প্রদান করা হয়।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের সুবাদারগণের নিকট বাদশাহের আশ্বাসসূচক ফরমান প্রেরণ করিয়া, বাদশাহের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য সৈন্যাদি প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া হইল। যাঁহাদের নিকট পত্র প্রেরিত হইল তাহাদের মধ্যে নিজামুলমুল্ক, রাজা গীরধর বাহাদুর, রাজা জয়সিংহ ও আবদুস সামাদ খানের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইঁহারা সকলেই অবিলম্বে সসৈন্য বাদশাহ সমীপে হাজির হইতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

আবদুল্লাহ খানের অভিযোগ ও মোহাম্মদ শাহের প্রত্যুত্তর

হোসেন আলী খাঁর শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আবদুল্লাহ খাঁ বাদশাহের নিকট একখানি পত্রে ঐ সম্বন্ধে অভিযোগ করেন। পত্রখানি বকায়দা শিষ্টাচার ও আদবকায়দা সম্মত ভাষায় লিখিত ছিল। উহার মর্ম্ম নিম্নরূপ :—

"যদিও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিচ্ছেদ আমার নিকট অসহনীয়, তবুও মহামান্য সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমরা কোন আপত্তি উত্থাপন করি নাই; শাহান শাহের আদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া আমাদের মধ্যে একজন সম্রাটের সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথ যাত্রা করিয়াছিল। আর অন্যজন রাজধানীর দিকে পা বাড়াইয়াছিল। আমি এখনও দিল্লীতে পৌছাই নাই। কিন্তু হায়, এরই মধ্যে আমার ভ্রাতাকে একাকী পাইয়া, ন্যায় ধর্ম্ম ও শরিয়তের বিধান লঙ্ঘন করিয়া নিতান্ত নির্ম্মম ভাবে আমার ভ্রাতাকে, গয়রাত খানকে ও নবাব আউলিয়ার পুত্রকে হত্যা করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের সমস্ত ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং এ সমস্তই করা হইয়াছে শাহান শাহের শিবিরে। যদি এই সমস্তই সম্রাটের নির্দেশে করা হইয়া থাকে, যদি এই রক্তপাত সম্রাটের ইচ্ছা অনুযায়ী সম্পাদিত হইয়া থাকে, যদি এই সমস্ত অনর্থপাত সম্রাটের আদেশেই সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই দাসানুদাস কিই বা বলিবে!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রভুর আদেশের বিরুদ্ধে দাসের কিইবা বলিবার থাকে। কিন্তু যদি এ সমস্ত বাদশাহের ইচ্ছানুযায়ী সম্পাদিত না হইয়া থাকে, যদি দুষ্ট লোকেরা নিজেরাই এই সমস্ত অপকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমার একান্ত আশা যে, মহামান্য সম্রাট আদ্‌ল ও ইনসাফের বশবর্ত্তী হইয়া হত্যাকারীদিগকে কয়েদ করার ব্যবস্থা করিবেন। এই বিশ্বস্ত খাদেম ও নিহতদের ওয়ারিসরা শীঘ্রই আসিতেছে। আমরা এই আশা পোষণ করি যে, আমাদের এই ফরিয়াদের বিচার মহামান্য সম্রাট শরিয়তের পবিত্র বিধান অনুযায়ী করিবেন। এই অজ্ঞাবহ ভৃত্যের প্রার্থনা যে, যত দিন সে হুজুরের নিকট না পৌঁছায় ততদিন যেন ঐ সব লোককে মুক্তি দেওয়া না হয়। আর যদি কেহ তাহাদের মুক্তির জন্য অনুরোধ্য জানায় তাহা হইলে যেন তাহার অনুরোধ রক্ষিত না হয়।"

মোহাম্মদ শাহ উত্তরে জানাইলেন যে, এই শোকাবহ ঘটনার জন্য তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত ও দুঃখিত। খোদাতালার অনুগ্রহে পাপাচারী নরঘাতক হায়দার খান বেগ ঘটনাস্থলেই নিহত হইয়াছে। "খোদার কছম, আমি এই ব্যাপারের কিছুই পূর্ব্বে টের পাই নাই। গোলমালের সূচনা হওয়া মাত্রই সর্ব্ববিধ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু সমস্তই নিরর্থক। কারণ উহার পূর্বেই নরঘাতক তাহার অপকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া বসিয়াছিল। হায়দার বেগ নিহত। অন্য যাহারা ইহাতে জড়িত ছিল তাহাদের নাম জানা যায় নাই, এবং আপনিও তাহা জানান নাই। যদি আপনি ইহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে যথাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। আপনি এই সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান স্তম্ভ; আপনার আনুগত্য ও চিন্তার স্বচ্ছতা সূর্য্য অপেক্ষাও বেশী দেদীপ্যমান; এবং উহা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়া রহিয়াছে। বিশ্বস্তজন আসিতেছেন। আমরাও শীঘ্রই আল্লাহতালার অনুগ্রহে, গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতেছি। যদি মহিমান্বিত আল্লাহতাল'ার মর্জি হয়, তাহা হইলে, আদ্‌ল, ইনসাফ ও শরিয়তের বিধান অনুযায়ী এই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা হইবে।"

কিছু সময় অতিবাহিত হইল; আবদুল্লাহ খাঁর সমর প্রস্তুতির গুজব ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল। তখন সম্রাটের একখানা ফরমান আবদুল্লাহ খাঁর নিকট প্রেরিত হইল। উহাতে লিখিত হইল — "উজিরের বাক্য অনুযায়ী, তাঁহার দরবারে আগমন আমরা প্রতিদিন অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের নিকট সংবাদ আসিয়াছে যে, তিনি ক্ষিপ্রগতিতে দিল্লী গিয়া শাহী জিন্দানখানা হইতে জনৈক শাহজাদাকে — সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং এক বিরাট সৈন্যদল গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। যদি তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর জন্যই এই সমস্ত করা হয়, তাহা হইলে এর প্রতিশোধ শরিয়তের বিধান অনুযায়ীই লওয়া হইবে। কিন্তু খোদাতালার বিধানের মোকাবেলায় মানুষ কত অসহায়! আল্লাহতালার অনুগ্রহে দোষী ব্যক্তি তাহার প্রাপ্য শাস্তি সঙ্গে সঙ্গেই — পাইয়াছে। যদিচ মানবমনের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বশতঃ তাঁহার মনে প্রথমে ক্রোধের উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এক্ষনে খোদাতালার বিধানের সম্মুখে মাথা নত করাই উচিত। ফৌজ ও কামানের উপর নির্ভর করার অর্থই হইতেছে,—এই পৃথিবীতে যিনি আল্লাহতালার প্রতিনিধি তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করা; শুধু তাই নয়, তাঁহার ন্যায় পরাক্রান্ত ও — মহিমান্বিত আমীরের পক্ষে খুবই অশোভন। তিনি এই দরবারে আসুন; তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করা হইবে। অনতিবিলম্বে তিনি আসুন; এবং তিনি যেভাবে ভাল মনে করেন সেই ভাবেই তাঁহার ফরিয়াদ জ্ঞাপন করুন। প্রজাবর্গের কল্যাণ কামনা ছাড়া আমাদের হৃদয়ে অন্য কোন চিন্তা স্থান পায় না। আমাদের একান্ত বাসনা যে, তাঁহার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে লোকে যেন নিন্দাবাদ না করে। সুতরাং এই সব হিতকরী উপদেশে তাঁহার কর্ণপাত করাই উচিত। এবং আমি আশাকরি, ইহাই মর্ম্ম

(অবশিষ্টাংশ ২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম বোখারীর বিখ্যাত শিষ্যগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

আব্দুল কাদ্দেম মোহাম্মদ হোছাইন,—বাসুদেবপুরী

১। ইমাম মোছলেম বিন হাজ্জাজ (*)

এই জগৎবরেণ্য মহাপুরুষের নাম মোছলেম, কুনিয়াত আবুল হোছাইন এবং উপাধি আছাকের উদ্দিন। তাঁহার বংশ পরিচয় এইরূপ : আবুল হোছাইন মোছলেম বিন হাজ্জাজ বিন্ অবাদ বিন্ কোশাজ। ইমাম মোছলেমের বংশসূত্র কোশায়র গোত্রের সহিত মিলিত হয়, সেই হেতু তাঁহাকে কোশায়রী বলা হইয়া থাকে।

খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত বিখ্যাত নিসাপুর জেলার অধীন নছরআবাদ নামক শহরে ২০৪ (†) হিঃ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম ছাহেবের প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সঠিক অবগত হওয়া যায় না বটে কিন্তু অনুমিত হয় যে, তদীয় পিতা শয়খ হাজ্জাজের নিকট কিম্বা অন্য কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি হাদীছ অধ্যয়ন শুরু করেন এবং বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ইয়াহ্ইয়া বিন্ ইয়াহ্ইয়া ও অন্যান্য উলামাগণের নিকট হইতে শিক্ষালাভ সমাপন করিয়া তিনি তাঁহার অত্যধিক জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য বিদেশ পর্য্যটনে বহির্গত হন। বিভিন্ন দেশ ও শহরে অবস্থান পূর্ব্বক হাদীছ শাস্ত্র ও আনুসঙ্গিক ফনুনতগুলিতে বুৎপত্তি অর্জনের জন্য তিনি চেষ্টিত হন।

তিনি ইরাক, হেজাজ, শ্যাম, মিছর, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানে উপস্থিত হইয়া এবং তথাকার বিখ্যাত মনিষীবৃন্দের খেদমতে অবস্থান করিয়া নানাবিধ শিক্ষালাভ পূর্ব্বক উচ্চ সম্মান লাভ করেন। শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাকেন্দ্র বাগদাদ নগরীতে তাঁহার কয়েকবার যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি সেখানে কিছুকাল অবস্থান এবং হাদীছ শাস্ত্র অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। বাগদাদের সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ২৫৯ হিঃ তাঁহার বাগদাদ ভ্রমণের শেষ কাল। ইহার পর তিনি আর বাগদাদ গমনের সুযোগ পান নাই।

তাঁহার উস্তাদ ও শায়খগণের সংখ্যা নিরূপণ এক দুরূহ ব্যাপার। তবে যে সমস্ত মনিষীবৃন্দের শিষ্যত্বলাভ করিয়া ইমাম মোছলেম নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন, তন্মধ্যে ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াহ্ইয়া নিসাপুরী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম ইছ্হাক বিন রাহ্বিয়া, আবদুল্লাহ বিন্ মোছলামা কা'নাবী, ইমাম মোহাম্মদ বিন ইছমাইল বোখারী, ছাঈদ বিন মনছুর, শায়বান বিন ফরুরোখ, আহমদ বিন্ ইউনুছ, ইছমাঈল বিন আবু ওয়াইছ, দাউদ বিন্ আমরুজ্জবী, হাম্মাম বিন খারেজা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইমাম মোছলেম ছাহেবের শিষ্যগণের ছিলছিলাও বহুবিস্তৃত। আবু হাতেম রাযী, আবু ঈছা তিরমিযি, আবু বকর বিন্ খোযায়মা, ইয়াহ্ইয়া বিন ছায়েদ, আবু আওয়ানা প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত শিষ্যগণের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সকলেই এক একজন উচ্চ শ্রেণীর মোহাদ্দেছ ছিলেন।

ইমাম ছাহেব সম্বন্ধে তাঁহার শায়খগণ ও সমসাময়িক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে উচ্চ অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, আমরা অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের উক্তিগুলি পাঠকগণের খেদমতে উপস্থিত করিতেছি।

ইমাম ছাহেবের উস্তাদ মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ফাররা বলিতেছেন,

كان من علماء الناس و واعية العلم ماعلمته الا خيرا

(*) ইমাম মোছলেম ছাহেব সম্বন্ধে তথ্যাবলী হাফেয আবুবকর খতিব সঙ্কলিত তারীখে বাগদাদ, ইমাম জহবীর তাযকেরাতুল হোফ্ফায, ইবনে খোলকান, ইবনে আবি ইয়ালায় তাবাকাতে হানাবোলা, ইবনে হজরের তাহযিবুত্ তাহযিব ও কাশফুয যুনুন হইতে গৃহীত।

(†) ইবনে খলকান ও ইবনে আছির ২০৪ হিঃ সাল ব্যতীত ২০২ সাল এবং ২০৬ সালও লিখিয়াছেন। ইবনে আছির মোকদ্দমা জামেউল উছুলের মধ্যে ২০৬ হিঃ সালকেই প্রাধান্য দিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইমাম মোছলেম বিশিষ্ট আলেম ছিলেন বরং বিদ্যার আকর ছিলেন। আমি তাঁহার ভাল ভিন্ন অন্য কিছু জানি না।

ইব্‌নে আখরম বলিতেছেন :—

انما اخرجت مدينتنا هذه من رجال الحديث ثلثة — محمد بن يحيى وابراهيم بن ابى طالب و مسلم —

আমাদের এই নগরী মাত্র ৩ জন মোহাদ্দেছকে জন্মদান করিয়াছে। মোহাম্মদ বিন্ ইয়াহ্ইয়া, ইব্রাহীম বিন আবি তালেব ও ইমাম মোছলেম।

ইছ্‌হাক বিন কোশাজ বলিতেছেন,

لن نعدم الخير ما ابقاك الله للمسلمين

যতদিন পর্য্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন — আপনাকে মুছলমানদের জন্য জীবিত রাখিবেন ততদিন পর্য্যন্ত আমরা মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইব না।

হাফেয আবু কোরায়শ বলিতেছেন—

حفاظ الدنيا اربعة و منهم مسلم —

দুনিয়ার ভিতর হাদীছ কণ্ঠস্থকারী চারিজন—তন্মধ্যে ইমাম মোছলেম তাঁহাদের অন্যতম।

ইমাম মোছলেম ছাহেবের প্রতিভা ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সর্বজনবিদিত। হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম—বোখারী ও ইমাম মোছলেম শায়খায়ন নামে সুপরিচিত। যেস্থলে অনির্দ্দিষ্টরূপে শায়খায়ন রেওয়ায়ত করিয়াছেন বলা হইয়া থাকে সেখানে এই দুই মহাত্মাই নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন।

ইমাম বোখারীর শিষ্যগণের মধ্যে ইমাম — মোছলেম ছাহেব তাঁহাকে সৈয়েদুল মোহাদ্দেছীন বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তিনি ইমাম বোখারীকে এতদূর সম্মান করিতেন যে, যখন হাদীছ শাস্ত্রের সূক্ষ্মবিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিয়া লইতেন,— তখন অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেন না। তিনি কখনও ইমামুল মোহাদ্দেছীনের ললাটদেশ চুম্বন — করিতেন, আবার কখনও বলিতেন,—

دعنى اقبل رجليك يا امير المؤمنين فى الحديث —

(২১৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

অবগত হইয়া তিনি যথাবিধি কার্য্য করিবেন।"

এই উপদেশ-মূলক ফরমানের উত্তরে আবদুল্লাহ্ খাঁ যে সর্বশেষ পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

মহান আল্লাহতাআলার নিকট প্রার্থনা করিয়া মানব মনে যেরূপ সন্তোষের উদয় হয়, এই ওফাদার বান্দার দরবারে আগমনে শাহানশাহের মনে ঠিক সেইরূপ আনন্দের সঞ্চার করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অধমজনের ভ্রাতা মরহুম আমীরুল উমারার উপর কি অবিচার করা হইয়াছে তাহা নিশ্চয় সম্রাটের অনবিদিত নয়। যদি এই বান্দাও দরবারে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে তাহার উপরও অনুরূপ ব্যবহার করা হইত। না, না, একমাত্র খোদাতাআলাই জানেন তাহার উপর আরও কত প্রকারের বিভৎসতা আচরিত হইত। এই সমস্ত কারণেই এই দাস মহামান্য সম্রাটের দরবার হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র আশ্রয় খুঁজিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশের অধিপতি জগতের বক্ষে আল্লাহতাআলার— প্রতিনিধি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই তাঁহার উপর এই কর্তৃত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। যদি সম্রাটের— দরবার শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান হইত, তাহা হইলে আমা হেন অধমজনের পক্ষে আপনার আদেশ — অমান্য করার স্পর্দ্ধাই থাকিত না। রাজ্যের মহান অভিভাবক! মোহাম্মদ এবরাহিমও আপনারই বংশোদ্ভূত ও আপনার ভ্রাতা এবং তাঁহারই মধ্যবর্ত্তিতায় আমার আশ্রয় ও নিরাপত্তা মিলিয়াছে। যদি মহান আল্লাহতাআলার অভিপ্রায় হয় তাহা হইলে অতি শীঘ্রই তাঁহার রেকাব ধরিয়া শাহী দরবারে উপনীত হইবার সম্মান লাভ করিব এবং প্রকৃত বিষয় আপনার সমীপে আরজ করিব। ইহার— অপেক্ষা অধিক কিছু বলা শিষ্টাচার বহির্ভূত হইবে।"

এই শ্লেষপূর্ণ ভাষায় মোহাম্মদ শাহ ও তাঁহার পক্ষাবলম্বীদের প্রতি যে আবদুল্লাহ্ খাঁ শক্তি পরীক্ষার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

আমাকে অনুমতি দান করুন,—হে হাদীছের — আমীরুল মোমেনিন, আমি আপনার পদযুগল চুম্বন করিয়া ধন্য হই।

নিসাপুরের অন্তর্গত শহর নছরআবাদে ২৬১ হিজরী সালের ২৫শে রজব রবিবার সন্ধ্যার সময় মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুর পর দিবস তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ইমাম মোছলেম বহুগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ছহি মোছলেম ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার অধিকাংশই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

১। কেতাবুল আছমা' ওয়াল কোনা	كتاب الاسماء والكنى
২। কেতুবুত্তামিজ	كتاب التميز
৩। কেতাবুল এ'লাল	كتاب العلل
৪। কেতাবুল অহ্দান	كتاب الوحدان
৫। কেতাবুল এফরাদ	كتاب الافراد
৬। কেতাবুল আক্রান	كتاب الاقران
৭। কেতাব ছওয়ালাত আহমদ বিন্ হাম্বল	كتاب سوالات احمد بن حنبل
৮। কেতাব হাদীছ ওমর বিন শুয়াইব	كتاب حديث عمر بن شعيب
৯। কেতাবুল ইন্‌তেফা বেএহাবিছ্‌ছেবা'	كتاب الانتفاء باهاب السباع
১০। কেতাব মাশায়েখ মালেক	كتاب مشايخ مالك
১১। কেতাব মাশায়েখ ছওরী	كتاب مشائخ ثورى
১২। কেতাব মাশায়েখ শো'বা	كتاب مشائخ شعبة
১৩। কেতাব মান লাইছা লাহু ইল্লা রাদ্দুন ওয়াহেদ	كتاب من ليس له الا راو واحد
১৪। কেতাবুল মখজারামীন	كتاب المخضرمين
১৫। কেতাব আওলাদিছ্ ছাহাবা	كتاب اولاد الصحابة
১৬। কেতাব আওহামিল মোহাদ্দেছীন	كتاب اوهام المحدثين
১৭। কেতাবুত তাবকাত	كتاب الطبقات
১৮। কেতাব এফরাদুশ্ শামিয়ীন	كتاب افراد الشاميين

تحفة الحفاظ এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তালিকা "তোহ্‌ফাতুল হোফ্‌ফাজ' হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। বক্ষমান প্রবন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দানের স্থান নাই। ইমাম ছাহেবের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ছহিহ মোছলেম নামক হাদীছ গ্রন্থখানি ইছলাম জগতে সমধিক প্রচার ও সমাদর লাভ করিয়াছে। হাদীছের ওছুল শাস্ত্রকারগণের উক্তি এই—

اصح الروايات ما اتفق عليه الشيخان ثم انفرد به البخارى ثم انفرد به مسلم –

অর্থাৎ শায়খায়ন (ইমাম বোখারী ও ইমাম মোছলেম) যে সব রেওয়ায়ত সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন, সে সব রেওয়ায়ৎগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত, তারপর ইমাম বোখারী যাহা স্বতন্ত্রভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তারপর ইমাম মোছলেম যাহা স্বতন্ত্রভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

মোহাদ্দেছগণের মধ্যে কেহ কেহ ছহি বোখারীর উপরও ছহিহ মোছলেমকে উচ্চাসন দেওয়ার জন্য তর্কালোচনা করিয়াছেন, ইহা হইতেই 'মোছলেমে'র গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করা যাইতে পারে।

শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী ছাহেব স্বীয় বিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায়' লিখিয়াছেন,

اما الصحيحين فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وانهما متواتران الى مصنفيهما وانه كل من يهون امرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المومنين –

ছহিহ বোখারী ও ছহিহ মোছলেম সম্বন্ধে যাবতীয় মোহাদ্দেছগণের সিদ্ধান্ত এই যে, এই দুই

www.ahlehadeethbd.org

গ্রন্থে যে সমস্ত মোত্তাছাল ও মরফু হাদীছ রহিয়াছে তাহা অকাট্যভাবে প্রামাণ্য ও বিশ্বস্ত এবং উহা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মোছান্নেফ পর্যন্ত সংলগ্নসূত্রে বর্ণিত। যে কোন ব্যক্তি এই গ্রন্থদ্বয়ের সম্মান হানির কারণ হইবে, সে ব্যক্তি বেদ্‌য়াতী এবং তাহার পথ মোমেনের পথ নয়।

ইমাম মোছলেম ছাহেব ছহিহ মোছলেমের এক খণ্ড ভূমিকাও (مقدمة) লিখিয়া গিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় ইমাম ছাহেব গ্রন্থ সঙ্কলনের কারণ ব্যতীত রেওয়ায়েত সম্বন্ধীয় অনেক অত্যাবশ্যক বিষয় ও ওছুলাদিও বর্ণনা করিয়াছেন। হাদীছ শাস্ত্রের জটিল এবং সূক্ষ্ম ওছুলি মছলাসমূহ ইহাতে গবেষণার সহিত লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গমের জন্য বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিও ভাষ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এপর্যন্ত মূল গ্রন্থ এবং মোকদ্দমার বহু ভাষ্য বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

২। ইমাম আবু ইছা তিরমিযি

এই স্বনামখ্যাত মহাপুরুষের নাম মোহাম্মদ, কুনিয়াত আবু ঈছা। তাঁহার বংশ তালিকা নিম্নরূপ: মোহাম্মদ বিন ঈছা বিন ছওরাহ বিন মুছা বিন জাহাক আছছালামী, আযযারীর, আলবাওগী আত্‌তিরমিযি। ২০৯ হিঃ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম তিরমিযির পিতামহ মরওয়াযি বংশ সম্ভূত ছিলেন, তাঁহার বংশ পরম্পরা বণি ছলিম গোত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। পিতামহ ছওরাহ কোন কারণবশতঃ তিরমিযে গিয়া বসবাস আরম্ভ করেন।

ইমাম তিরমিযি জীবনের অধিকাংশ সময় ইমাম বোখারীর খেদমতে শিক্ষালাভের জন্য ব্যয়িত করেন। সেই জন্য কোন কোন মোহাদ্দেছীন তাঁহাকে ইমাম বোখারীর প্রতিনিধি (خليفة) বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা উপযুক্ত হাদীছ শাস্ত্রজ্ঞ ওলামাগণের নিকট জামে তিরমিযি অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারাই তাঁহার প্রতিভা ও গুণাবলীর সম্যক পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

ইমাম তিরমিযির শিক্ষকগণের মধ্যে ইমাম বোখারী, ইমাম মোছলেম, আবুদাউদ, কোতায়বা বিন ছাঈদ, আলী বিন হাজার, মোহাম্মদ বিন বাশ্শার প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম ছাহেবের ফেকাহাত ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্বের বিষয় জামে তিরমিযির তারাজেম আবওয়াব হইতেই অনুমেয়। ইমাম ছাহেব শিক্ষালাভের জন্য বছরা, কুফা, ওয়াছেত, রাইখোরাসান, হেজ্জাজ প্রভৃতি স্থানগুলি পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—ইমাম ছাহেব খোদাওয়ান্দ করিমের ভয়ে অত্যধিক ক্রন্দন করিতেন। সেইজন্য তাঁহার অমূল্য রত্ন—চক্ষুদ্বয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ উক্ত মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ইমাম তিরমিযি মাতৃগর্ভজাত অন্ধ ছিলেন। ২৭৯ হিঃ সালে তিনি পরলোকগমন করেন।

ইমাম তিরমিযির সঙ্কলিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে জামে'তিরমিযি, কেতাবুল এলাল, শামায়েল তিরমিযি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় এগার শত বৎসরাধিক কাল হইতে ইছলামী শিক্ষাগারে হাদীছ শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যরূপে মনোনিত হইয়া আসাই জামে' তিরমিযির সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ছাহাবা, তাবেয়ী ও মোজতাহেদগণের সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করা, রাবীগণের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, হাদীছের ইল্লাত বর্ণনা, ছহিহ, জঈফ, হাছান প্রভৃতি হাদীছগুলি নিরূপণ করিয়া দেওয়া এই হাদীছগ্রন্থের বিশেষত্ব। জামে' তিরমিযির গুরুত্ব সম্বন্ধে মোহাদ্দেছগণের এই উক্তিটি যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়:

كاف للمجتهد مغن للمقلد

উহা (তিরমিযি) যেমন মুজ্‌তাহেদদের প্রয়োজন মিটাইতে যথেষ্ট, মুকাল্লেদদের অভাব পূরণেও তেমনি যথেষ্ট। অর্থাৎ এই কেতাবের বিদ্যমানতায় মুজতাহেদ ও মুকাল্লেদ কাহারও অন্য কেতাবের মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন করে না।

ইমাম তিরমিযি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া হেজ্জাজ, খোরাসান প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত মোহাদ্দেছীনের নিকট উপস্থিত করি,

www.ahlehadeethbd.org

তাঁহারা সকলেই ইহা পছন্দ করেন।

উলামায়ে মোহাদ্দেছীনের সম্মিলিত মতে—ছেহাহ ছেত্তার মধ্যে ছহিহ বোখারী ও মোছলেমের পরই 'জামেতিরমি'যিকে সম্মান দান করা হইয়াছে।

ترمذی گرچه بود رهرو سالار درفضیلة

حدیث صحیحین موخر گیرند

কিন্তু ছুনানে দারেমী, আবুদাউদ, নাছায়ী ও তিরমিযি এই গ্রন্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা দুরূহ ব্যাপার বলিয়াই মনে হয়।

ইমাম তিরমিযির সঙ্কলিত 'কেতাবুল এলাল' নামক হাদীছের দোষাদোষ নির্ণয়সূচক গ্রন্থখানি এক-খানি অতুলনীয় গ্রন্থ। হাদীছ শিক্ষার্থীদের ইহা কণ্ঠস্থ করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। ইহার অধিকাংশ বিষয় ইমাম বোখারীর নিকট হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত।

শামায়েল তিরমিযি সম্বন্ধে স্বয়ং ইমাম তির-মিযি লিখিয়াগিয়াছেন—

'শামায়েল তিরমিযি' নামক গ্রন্থের মধ্যে হযরত নবীয়ে করিমের ব্যবহারিক জীবন—যথা আহার বিহার, ছালাম কালাম, পোষাক পরিচ্ছদ, সাধা-রণের সহিত সদ্ব্যবহার প্রভৃতি তাঁহার আখলাকে হাছানার হাদীছগুলি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। হযরতের পদাঙ্ক অনুসরণকারী ব্যক্তিগণের জন্য গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় ও অনুপম। প্রত্যেক ছুন্নত-প্রিয় ব্যক্তিগণ এই গ্রন্থ পাঠে উন্নত জীবনলাভ করার সুযোগ পাইয়া ধন্য হইবেন।

এ পর্য্যন্ত ইমাম ছাহেবের 'জামে' তিরমিযির' বহু ভাষা বিভিন্ন ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

ইমাম নাছায়ী

যে সমস্ত মনিষী ছেহাহ্‌ছেত্তার সঙ্কলয়িতার গৌরব অর্জন করিয়াছেন, ইমাম নাছায়ী তাঁহাদিগের অন্যতম। ইমাম নাছায়ীর বিখ্যাত গ্রন্থ "ছোনানে নাছায়ী" সমস্ত ইছলামী শিক্ষাগার সমূহে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে এবং সকল দেশের মোহাদ্দেছগণ ইহা নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

ইমাম নাছায়ী খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত মরুরোর নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত নাছা সহরে ২১৫ হিঃ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম আহমদ, কুনিয়ত আবু আবদুর রহমান; নাছায়ী তাঁহার বিখ্যাত উপাধি। তাঁহার বংশ পরিচয় নিম্নরূপ; আহমদ বিন্ শোয়াইব বিন্ আলী বিন্ বাহার বিন্ ছেনান বিন্ দিনার।

ইমাম ছাহেব স্বীয় জন্মভূমিতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া ২৩০ হিঃ সালে ১৫ বৎসর বয়সে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে বহির্গত হন। তিনি সর্ব্বপ্রথম বালাখে যাইয়া ইমাম কোতায়বার খেদমতে উপস্থিত হন। তথায় শিক্ষা সমাপন করিয়া তিনি হেজাজ, শাম, মিছর, জাজিরা প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। ইমাম ছাহেব মিছরে বহুকালাবধি অবস্থান করিয়াছিলেন—এই মিছর হইতেই তাঁহার নাম, তাঁহার বিখ্যাত শিক্ষাগার ও সঙ্কলিত গ্রন্থ সমূহের যশঃপ্রভা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

রেজাল শাস্ত্রে ইমাম নাছয়ীর স্থান অতি উচ্চে, ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। হাকেম বলিতেছেন, "আমি ইমাম দারকুতনীকে পুনঃ পুনঃ বলিতে শুনিয়াছি, ইমাম নাছায়ী তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণ হইতে হাদীছ এবং তৎসংক্রান্ত ও অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আল্লামা আবু ছাঈদ স্বরচিত মূল্যবান গ্রন্থ 'তারীখে মেছেরের' মধ্যে লিখিয়া-ছেন, ইমাম নাছায়ী বহুকাল মিছরে অবস্থান করিয়া-ছেন। তিনি হাদীছ শাস্ত্রের একজন ইমাম এবং ছেক'। ও হাফেজ ছিলেন।

ইমাম নাছায়ী একজন সুশ্রী, বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল গোলাপ পুষ্পের ন্যায় লাবণ্যমণ্ডিত ছিল। তাঁহার প্রত্যেক ধমনীতে অতি মাত্রায় রক্ত প্রবাহিত হইত। তিনি এক দিবসান্তর রোজা রাখিতেন।

কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার স্মৃতিশক্তিকে ইমাম মোছলেমের তুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও এই উক্তিটি প্রামাণ্য নহে, তথাপি ইমাম নাছায়ী যে একজন উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভা সম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছিলেন ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

ইমাম বোখারী, ইমাম আবুদাউদ, সাজাস্‌তানী, কোতায়বা বিন ছাঈদ, ইছহাক বিন রাহ্‌বিয়া, আলী বিন্‌ হাজার, ছোলায়মান বিন্‌ আশ্‌আছ, মোহাম্মদ বিন্‌ বাশ্‌শার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মোহাদ্দেছগণ তাঁহার শায়খ ছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত শিষ্যগণের মধ্যে ইমাম আবু জাফর তাহাবী, ইমাম আবুল কাছেম তাবরানী, আল্লামা আবুল বশর দওলাবী, আবু বকর বিন আস্‌সিন্নি প্রভৃতি আলেমগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পর্য্যটন ব্যাপদেশে তিনি যে সময় তারতুসে গিয়া উপস্থিত হন, সেই সময় হাদীছ কণ্ঠস্থকারীগণের একটি বিরাট সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে ইমাম নাছায়ীর নিকট হইতে তাঁহারা অনেক আবশ্যকীয় বিষয় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। হাদীছের হাফেযবৃন্দের মধ্যে স্বনামখ্যাত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ছাহেবজাদা ইমাম আবদুল্লাহও তথায় বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জীবনের শেষাংশে ৩০২ হিজরী সালে মিছর হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া দামেস্ক নগরীতে উপনীত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তথায় তাঁহাকে খারেজী সম্প্রদায় ভুক্ত লোকগণের এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হযরত আলী ও হযরত মা'বিয়া এই দুইজনের মধ্যে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তদুত্তরে তিনি হযরত আলীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ফলে দামেস্কবাসী নরপিশাচ খারেজীগণ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। তাঁহাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় তথা হইতে রমলা নামক স্থানে লইয়া যাওয়া হয় এবং তিনি সেখানেই ৩০৪ হিজরী সালে শাহাদতের অমৃতসুধা পান করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। সাধারণ মতে রমলাতেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে মক্কা মোয়াযযমার ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থলে সমাধিস্থ করার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইমাম দারকুতনী উভয় মতের সমালোচনা করিয়া রমলায় তাঁহার সমাধিস্থ হওয়ার পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লামা মনজারীও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

ইমাম নাছায়ীর গ্রন্থরাজির মধ্যে "ছুনানে নাছায়ী" একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সঙ্কলিত আরও কতিপয় গ্রন্থ রহিয়াছে।

আল্লামা ছৈয়দ জামাল উদ্দিন বলিতেছেন, ইমাম নাছায়ী প্রথমে একখানি বিরাট গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তাহার নাম আছ্‌ছুনানুল কোব্‌রা السنن الكبرى। সেই যুগের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছুনানে কোব্‌রার যাবতীয় হাদীছ ছহিহ ও বিশুদ্ধ কিনা? তিনি বলিলেন, 'না'। শাসনকর্ত্তা পুনরায় নিবেদন করিলেন, আপনি ইহা হইতে ছহিহ হাদীছগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া স্বতন্ত্রভাবে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করুন। তাঁহার এই অনুরোধ ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া উক্ত গ্রন্থ হইতে ছহিহ্‌ হাদীছগুলি নির্বাচন করতঃ তিনি আলমুজ্‌তবা মেনাছ্‌ ছুনানিল কোবরা المجتبى من السنن الكبرى নামক গ্রন্থখানি সঙ্কলন করেন। এক্ষণে উক্ত গ্রন্থখানি ছেহাহ্‌ ছেত্তার অন্যতম গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়া 'ছুনানে নাছায়ী' নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই হাদীছ গ্রন্থেরও কতিপয় ভাষ্য লিখিত হইয়াছে।

৪। ইমাম ফারাবরী †

এই খ্যাতনামা মোহাদ্দেছের নাম মোহাম্মদ বিন্‌ ইউছুফ বিন্‌ মাত্তার বিন্‌ ছালেহ্‌ বিন্‌ নছর। ২৩১ হিঃ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি সকলের শেষে ইমামুল মোহাদ্দেছীন হইতে ছহিহ্‌ বোখারী রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইনি একজন উচ্চ শ্রেণীর মোহাদ্দেছ ছিলেন। জগতের চতুর্প্রান্ত হইতে তাঁহার নিকট ছহিহ বোখারী অধ্যয়ন করার জন্য অগণিত লোকের সমাগম হইত। ছহিহ্‌ বোখারীর বিভিন্ন স্থানে قال الفربرى ফারাবরী বলিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। সেই সমস্ত স্থানে ইমাম ফারাবরী ইমামুল মোহাদ্দেছীনের রেওয়ায়ত কিম্বা ছনদ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কথা বিবৃত করিয়াছেন। —ক্রমশঃ

† ফারাবর বোখারার নিকটবর্ত্তী জিহুন নদীর উপকূলে অবস্থিত একটি শহর।

www.ahlehadeethbd.org

হিজরী সনের ইতিবৃত্ত

—আবদুল মান্নান এম, এ।

বহুকাল হইতে পৃথিবীতে ২ বিভিন্ন ধারায় বৎসর গণনার প্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে : (১) চান্দ্র ও (২) সৌর। চন্দ্র আমাদের এই বাসভূমি পৃথিবীর উপগ্রহ ; উহা নির্দ্দিষ্ট গতিপথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। তেমনই আবার পৃথিবী সূর্য্যের অন্যতম গ্রহ হিসাবে উহার চতুর্দ্দিকে নির্দ্দিষ্ট গতিপথে পরিভ্রমণ করে। বলা বাহুল্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর এই কক্ষপথের দূরত্ব ও উহাদের গতির বেগ যেমন বিভিন্ন, তেমনই উহাদের কক্ষপথ একবার আবর্ত্তন করিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয়, তাহাও উভয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার জন্যই সৌর ও চান্দ্র বৎসরের সময়েরও বিভিন্নতা। গানিতিক হিসাবে সৌর বর্ষের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা আর চান্দ্র বৎসরের সময়ের পরিমাণ ৩৫৪ দিন কয়েক ঘণ্টা।

এক্ষণে এই উভয় প্রকার বৎসর গণনার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক :—

সৌর বৎসর গণনার প্রথম অসুবিধা এই যে, উহার হিসাব খুব জটিল বিধায় উহা নির্দ্ধারণ করা জনসাধারণের পক্ষে মূলতঃ অসম্ভব। নানাপ্রকার সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবের সাহায্যে উহা স্থির করিতে হয়। উহার দ্বিতীয় অসুবিধা হইতেছে এই যে, যে বিষয়টীর উপর মূলতঃ ভিত্তি করিয়া ঐ বৎসর গণনা করা হয় তাহা মানুষের ঠিক ইন্দ্রিয়গোচর নয়। আমি এখানে নির্দ্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিনের কথাই বলিতেছি। অবশ্য বর্ত্তমানে এই থিয়োরীটী জ্যোতিষ শাস্ত্রে [Astronomy] সর্ব্ববাদীসম্মত মত। কিন্তু তবু বলা যায় যে, ইহা একটী সিদ্ধান্ত (Conclusion) মাত্র, প্রত্যক্ষীভূত বিষয় নয়। সুতরাং জনসাধারণ ইহাকে মিথ্যা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া না দিলেও উহাকে ঠিক প্রত্যক্ষ সত্যের মত বিশ্বাস করে না। সৌর বৎসর গণনার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগিতা হইতেছে এই যে, উহাতে মাস অনুযায়ী ঋতুর [Season] সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

অন্যদিকে চান্দ্রমাস তথা চান্দ্র বৎসর নির্দ্ধারণ করা বহুলাংশে সোজা ব্যাপার। নূতন চন্দ্রের আবির্ভাব, দিনে দিনে উহার বৃদ্ধি, পূর্ণতালাভ এবং তৎপর আবার দিনে দিনে হ্রাস হইতে হইতে উহার — অদৃশ্য হওয়া এ সমস্তই সাধারণ মানুষ চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পায়। এক নূতন চন্দ্রের উদয় হইতে পুনরায় অন্য নূতন চন্দ্রের উদয় হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাই ১ মাস ; এবং এইরূপ ১২টী মাসের সমষ্টি হইতেছে ১ বৎসর। এখানেও সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবের স্থান আছে। কিন্তু উহা আমদানি না করিলেও ক্ষতি নাই। চান্দ্র বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা হইতেছে এই যে, উহাতে মাসের সহিত ঋতুর সামঞ্জস্য থাকে না। কিন্তু আর এক দিক দিয়া চিন্তা করিলে মনে হয়, উহাই আমাদের জীবনের একঘেয়েমী দূর করিয়া বৈচিত্র্য আনয়ন করে। মনে করুন যদি রমজান মাস প্রত্যেক বৎসর গ্রীষ্মকালেই পড়িত, তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে রোজা রাখাটা একটা একঘেয়ে নিয়ম ও অভ্যাসে পরিণত হইত। তাহা না হইয়া রমজানের 'ছিয়াম' পর্য্যায়ক্রমে সকল ঋতুতেই আসিতেছে ; এবং বিভিন্ন ঋতুতে এই 'ছিয়ামের' উপবাস আমাদের দেহে ও মনে কি প্রতিক্রিয়া লইয়া আসে, তাহা আমরা অনুভবের সুযোগ পাইতেছি।

এক্ষণে দেখা যাক, ঐশী বাণী কোরান হইতে আমরা এ সম্বন্ধে কি আলোক লাভ করিতে পারি :

هو الذى جعل الشمس ضياء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب-

"তিনিই (অর্থাৎ আল্লাহতা'লা) সূর্য্যকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে এবং চন্দ্রকে আলোক রূপে সৃষ্টি করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

ছেন; এবং ইহার (অর্থাৎ চন্দ্রের) বিভিন্ন পর্য্যায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; যাহাতে তোমরা বৎসরের হিসাব নির্ণয় ও গণনা করিতে পার।" সুরা ১০; আয়াৎ ৫।

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموت و الارض منها اربعة حرم - ذالك الدين القيم -

"আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আল্লাহর মাস হইতেছে ১২টী, যখন হইতে তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে ৪টী হইতেছে পবিত্র; এবং ইহাই সঠিক ধর্ম্ম।" (সুরা ৯; আয়ৎ ৩৬)

১২ মাস ধরিয়া বৎসর গণনার রীতি আরব দেশে ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। তবে সেই সময় মাসগুলির যে নাম ছিল, তাহা এখনকার নাম হইতে ভিন্ন। তৎকালে বৎসরের ১ম মাসের নাম ছিল 'মুতামর' (এক্ষণে উহার নাম 'মোহর্‌রম'); দ্বিতীয় মাসের নাম ছিল 'নাজিযান' (এক্ষণে উহা 'সফর' নামে পরিচিত)।

আরবী মাসের বর্ত্তমান নামগুলির ধাতুগত অর্থ ও তাৎপর্য্য

ইসলামের আবির্ভাবের ২০০ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই আরবীয় মাসগুলির নামের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পর এই পরিবর্ত্তিত নামগুলিই মোটামুটি ভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হইতেছে।

আরবী ১ম মাসের নাম হইতেছে "মোহর্‌রম"। ঐ মাসকে 'মোহর্‌রম' নামে অভিহিত করার কারণ এই যে, ঐ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ ও আক্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। ইহার পরবর্ত্তী মাসটী 'সফর' নামে পরিচিত। কারণ এ সময় এমেনের অন্তর্গত 'সফরিয়া' মেলা বসিত এবং আরবেরা উহাতে যোগদান করিত। ইহার পরবর্ত্তী ২ মাসের নাম 'রবিউল আউওয়াল' ও 'রবিউস্‌সানী' রাখার তাৎপর্য্য হইতেছে এইযে—যে সময় ঐ নামকরণ করা হইয়াছিল, তখন সময়টা ছিল শরৎকাল। শরৎ ঋতু আরবীতে রবি' নামে পরিচিত। ইহার পরের ২ মাস 'জমাদিয়ল আউওয়াল' ও 'জমাদিয়াস্‌সানী' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ নাম নির্দ্দিষ্ট করার কারণ এই যে, যে বৎসর ঐ নামকরণ করা হইয়াছল, সে বৎসর ঐ সময় শীতঋতু বর্ত্তমান ছিল। আরবীতে 'জমাদ' মানে বরফ। ইহার পরবর্ত্তী মাসটা 'রজব' নামে কথিত। এই নামের কারণ হইতেছে এই যে, এই মাসে অশান্তি উপদ্রব নিষিদ্ধ। 'রজব' মানে বিরত থাকা। তৎপরবর্ত্তী মাসটা 'শাবান' নামে প্রসিদ্ধ। "ইনশিআব" ধাতু হইতে 'শাবান' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এবং "ইনশিআব" এর ধাতুগত অর্থ হইতেছে বিস্তৃত হওয়া। এই মাসে আরবেরা খাদ্যানুসন্ধানে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। ইহার পরের মাস 'রমযান' নামে খ্যাত। আরবীতে 'রময' মানে উত্তাপ। যখন ঐ নামকরণ করা হইয়াছিল, তখন ছিল গ্রীষ্মকাল; প্রচণ্ড গরম অনুভূত হইতেছিল এবং উত্তাপে দেহ জ্বলিয়া যাইতেছিল। তারপর আসে 'শওওয়াল'। আরবী 'শালাৎ' কথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। যখন এই নামকরণ করা হয়, তখন কোন এক অজ্ঞাত কারণ বশতঃ উষ্ট্রগুলি তাহাদের পুচ্ছ উত্তোলন করিত। এবং সেই কারণেই এই নামকরণ। আরবেরা এই মাসকে খুবই অশুভ সময় বলিয়া ধারণা করিত; এবং সেই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ঐ সময়ে বিবাহাদির অনুষ্ঠান করিত না। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজে বিবাহ করিয়া আরবদের এই কুসংস্কার দূরীভূত করেন। এর পরের মাস হইতেছে 'যুলকাদা'। ইহাও অন্যতম নিসিদ্ধ মাস। এই মাসে তাহারা যুদ্ধবিগ্রহ হইতে বিরত থাকিত। আরবী ভাষায় 'কাআদু' শব্দের অর্থ তাহারা বিরত রহিয়াছে এবং সর্ব্বশেষ মাস 'যুলহজ্জ' নামে খ্যাত। এই মাসে লোকে 'হজ্জ' বা তীর্থযাত্রা করিত।

উপরে উল্লিখিত এই ১২টী মাসের মধ্যে ৪টি মাস 'নিসিদ্ধ মাস' বলিয়া পরিচিত। এই মাসগুলি হইতেছে জুলকদ, জুলহজ্জ, মোহর্‌রম ও রজব।

আরবদের বৎসর গণনার পদ্ধতি

আরবেরা যে ১২ মাসে বৎসর ধরিত এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহারা উহার যে নামকরণ করিয়াছিল তাহার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, তাহারা বৎসর গণনা করিত কি হিসাবে? অর্থাৎ কোন্ ঘটনার সংঘটনের দিনকে তাহারা তাহাদের ১ম দিন বলিয়া বিবেচনা করিত?

কথিত হয় যে, আরবের বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া বৎসর গণনা করিত। বনি ইসমাঈল গোত্র হজরত ইব্‌রাহিম ও হজরত ইসমাঈল কর্ত্তৃক কাবা নির্ম্মাণের সময়কে ধরিয়া বৎসর গণনা করিত। পরবর্ত্তী কালে তাহারা মাআদ বিন আদনান এর সময় এবং আরও পরে কাআব বিন লুয়াই এর সময় হইতে বৎসর গণনা করিত। সর্ব্বশেষে তাহারা আব্‌রাহার মক্কা আক্রমণের সময় হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়াছিল। আব্‌রাহা হস্তী লইয়া এই অভিযানে বহির্গত হইয়াছিল। তজ্জন্য এই বৎসরকে 'হস্তীসন' [Year of Elephant] বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে ঐ সনে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জন্মগ্রহণ করেন। হেজাজী লোকেরা এই 'হস্তীসন' ধরিয়াই তাহাদের সাল গণনা করিত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে 'হিজরীসনের' প্রবর্ত্তন হওয়ায় উহার ব্যবহার লুপ্ত হয়।

কথিত আছে যে রছুলুল্লাহ (দঃ) এর আদেশে যে সব পত্রাদি লিখিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কোন কোনটায় তাঁহার হিজরতের সময় ধরিয়া তারিখ দেওয়া হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, নাজরানের খৃষ্টানদের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হয় এবং যাহা হজরত আলী লিপিবদ্ধ করেন উহা হিজরতের পর ৫ম বৎসরে সম্পাদিত হইল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু হজরতের জীবিতকালে এই হিজরী সনের ব্যবহার বিশেষ প্রসারলাভ করে নাই। হিজরতের পর তাঁহার পরলোকগমন পর্য্যন্ত যে ১০টী বৎসর, ইহার প্রত্যেকটী বৎসরকে বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। এই সব নামের প্রত্যেকটীই বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ। হিজরীর ১ম বৎসরের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'আল-ইযন্' (অনুমতি) এর বৎসর। কেননা ঐ বৎসর হিজরত করার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরটীকে বলা হইত 'আমর' (আদেশ) এর বৎসর। কারণ ঐ বর্ষে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তৃতীয় বর্ষটী 'তমহিজ' (পরীক্ষা) এর বৎসর নামে খ্যাত। এই নামকরণের কারণ এই যে, ঐ বর্ষে ওহোদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল এবং যুদ্ধ দ্বারা আল্লাহতালা মুসলমানদিগকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

এই রূপে ৫ম বর্ষের নাম দেওয়া হইয়াছিল—'আল-যিলযাল' (ভূমিকম্প) এর বৎসর। যে হেতু ঐ বৎসরে খন্দকের (পরিখার) যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং ভূমিকম্প প্রভৃতির ফলে শত্রু পক্ষ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। ৬ষ্ঠ সনটী 'আল-ইস্‌তিযান' নামে পরিচিত হইয়াছিল। যেহেতু তিনি ঐ বর্ষে মক্কা প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া তাঁহার সাহাবাদের নিকট হইতে নূতন করিয়া 'বাইয়াত' লইয়াছিলেন। হোদায়বিয়ার সন্ধি ঐ সনেই সংঘটিত হইয়াছিল।

৭ম বর্ষটী 'ইসতিগলাব' এর বর্ষ বলিয়া কথিত হইত। কারণ ঐ বৎসরে খায়বরের যুদ্ধ ঘটে এবং উহাতে ইহুদীরা পরাস্ত হয়। ৮ম বর্ষটী 'আল-ফতহ' (বিজয়) এর বৎসর বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। কেননা ঐ সনেই মক্কা বিজীত হয়। ৯ম বর্ষটী আল-বারা' এর বৎসর বলিয়া পরিচিত। ঐ বৎসরে কোরানের 'সুরা আলবারা' নাজেল হয় এবং উহা সকলকে জ্ঞাপনের জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) নিজের পক্ষ হইতে হজরত আলীকে প্রেরণ করেন। এবং ১০ম বৎসরটী আলবিদা' (বিদায়) এর বর্ষ রূপে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ঐ বৎসরেই তিনি বিদায় হজ্জ উদযাপন করেন। হজরতের তিরোধানের পর লোকেরা হিজরতকে প্রারম্ভ সন ধরিয়া বৎসর গণনা আরম্ভ করিয়াছিল।

হজরত ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক হিজরী সনের শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ

হজরত আবুমুসা আল-আশারী হজরত ওমর কর্ত্তৃক বসরার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আছে, তিনি হজরত ওমরের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "হে আমীরুল মুমেনিন, আমরা আপনার নিকট হইতে অনেক পত্র পাইয়া থাকি। কিন্তু উহার মধ্যে কোন্‌টা অগ্রের কোন্‌টা পশ্চাতের তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে একখানা পত্রে 'শাবান' মাসের উল্লেখ আছে। কিন্তু উহা কোন্ শাবান, এই বৎসরের, না আগামী বৎসরের? অন্যদিকে স্বয়ং হজরত ওমরও ঐ রকম সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। উহার আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাই ঐ সম্বন্ধে পরামর্শ করার জন্য হজরত ওমর গণ্যমান্য ও জ্ঞানী লোকদের একটী বৈঠক বসাইয়াছিলেন। ঐ সভায় হরমুজান নামীয় জনৈক ইরানীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বসরার নিকটবর্ত্তী ভূভাগের ইরানী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যে অভিযান পাঠান হয়, তাহাতে তিনি ধৃত হন। পরে তিনি মুসলমান হন। যাহা-হউক, এই হরমুজান ঐ সভায় ইরান দেশে প্রচলিত বৎসর গণনার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। মদিনাবাসী জনকতক ইহুদী যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হিব্রু পঞ্জিকার প্রণালী ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু উহা খুব জটিল বিধায় গৃহীত হয় না। অনেক আলোচনার পর ইরানী গণনারীতি প্রবর্ত্তনের পক্ষেই সকলে একমত হন। কিন্তু কোন্ নির্দ্দিষ্ট ঘটনাকে নব সাল এর ১ম দিন বলিয়া ধরিয়া লইয়া বৎসর গণনা করিতে হইবে, সে বিষয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। নিম্নলিখিত ৪টী প্রসিদ্ধ ঘটনা সম্বন্ধে এই বিতর্ক হয়:—

(১) হজরতের জন্ম,

(২) হজরতের নবুওয়ত প্রাপ্তি,

(৩) হজরতের হিজরত বা দেশত্যাগ,

(৪) হজরতের ওফাত বা পরলোকগমন।

তাঁহার জন্ম ও নবুওত প্রাপ্তির দিন সম্বন্ধে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। সেইজন্য ঐ দুইটী দিনকে কেন্দ্র করিয়া নব সাল প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। তাঁর পরলোকগমনের শোকাবহ দিনকে কেন্দ্র করিয়া নব সাল প্রবর্ত্তন করিতে সকলেরই হৃদয়ে দারুণ আঘাতের সঞ্চার হয়। কাজেকাজেই ঐ প্রস্তাবও স্বাভাবিকভাবে পরিত্যক্ত হয়। বাকী—থাকিল তাঁর হিজরত এর দিন। শেষ পর্য্যন্ত সকলেই উহা গ্রহণ করা সম্বন্ধে একমত হন। কারণ ঐ দিনটী সম্বন্ধে কোন মতান্তর ছিল না। দ্বিতীয়তঃ হিজরতের পর হইতেই ইসলাম শনৈঃ শনৈঃ শক্তি সঞ্চয় করিয়া পরিশেষে অধর্ম্মের মূল উৎপাটন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

হজরতের হিজরত ও দেশত্যাগ

এক্ষণে হজরতের হিজরত সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। ইহা অবিসম্বাদিতরূপে ঐতিহাসিক সত্য যে, তাঁহার নবুওত প্রাপ্তির ত্রয়োদশ বর্ষের সফর মাসের শেষে হজরত তাঁর প্রিয় সহচর আবুবকরের সমভিব্যাহারে মক্কা হইতে বহির্গত হন। পথে 'ছওর' গিরিগহ্বরে তাঁহারা লুক্কায়িত থাকেন। যেদিন তাঁহারা ঐ গিরিগুহা হইতে বহির্গত হন, সে দিনটা ছিল সোমবার; এবং তারিখ হিসাবে ছিল রবিউল আওয়াল মাসের প্রথম দিন। তৎপর তাঁহারা মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাঁহারা মদিনার উপকণ্ঠে 'কোবা' নামক পল্লীতে উপনীত হন সোমবার ৮ই রবিউল আউওয়াল। শুক্রবার পর্য্যন্ত তাঁহারা কোবায় কুলসুম-বিন-হাজম এর গৃহে অবস্থান করেন। শুক্রবারের প্রত্যূষে তাঁহারা ঐ স্থান হইতে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নে 'রফাতাহ্' উপত্যকায় জুমার নমাজ পড়েন। নমাজ পাঠের পর, হজরত স্বীয় উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া খাস মদিনার দিকে রওয়ানা হন এবং সকলের আহ্বান ও অভ্যর্থনার ভিতর আবুআইউব আনসারীর গৃহে সমাগত হন। এই বর্ণনা হইতে জানা যাইতেছে যে, তিনি মদিনার উপকণ্ঠে ৮ই রবিউল আউওয়াল তারিখে এবং খাস মদিনায় ১২ই রবিউল আউওয়াল তারিখে উপনীত হইয়াছিলেন।

হজরতের হিজরতকে প্রারম্ভ সন ধরিয়া নব সাল প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে সকলে একমত হন, ইহা আমরা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হজরত ওমরের খেলাফতের ৪র্থ বর্ষে এই সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই হিজরী সনের গণনা চলিয়া আসিতেছে।

জনসাধারণের ধারণা যে, হজরতের হিজরতের দিনকে প্রথম দিন ধরিয়া হিজরী সন গণনা করা হয়। কিন্তু পূর্ব্বের আলোচনা হইতে আমরা দেখিলাম যে, এই ধারণা ভুল। ১লা মোহর্‌রমকে বৎসরের ১ম দিনরূপে গণ্য করায় হিজরত এর দিন হইতে ৬৮ দিন আগাইয়া হিজরী সনের ১ম দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হিজরী সন হইতে হিজরতের দিন নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ৬৮ দিন বাদ দিয়া হিসাব করিতে হইবে। *

* Islamic Review, অক্টোবর, ১৯৫২, সংখ্যায় প্রকাশিত "History of the Hejira year" নামক প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত। মূল প্রবন্ধের লেখক—মোহাম্মদ আরনাউস।

—লেখক

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু তখনও ঐ বিষয় লইয়া আরও মতানৈক্যের অবকাশ ছিল। এবং বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। কেহ কেহ এই অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, হিজরত যখন রবিউল আউওয়াল মাসেই সংঘটিত হইয়াছে, তখন রবিউল আউওয়াল মাসকেই বৎসরের ১ম মাস ধরিয়া নব সালের প্রবর্ত্তন করা হউক। কিন্তু অধিকাংশ এই মতে স্থির রহিলেন যে, 'মোহর্‌রম' বৎসরের প্রথম মাস; সুতরাং মোহর্‌রমকে প্রথম মাস ধরিয়া নব সন গণনা করা হউক। অধিকাংশের মতই শেষে গৃহীত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে হিজরী সনের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে তার প্রথম দিন ও হজরতের মদিনার উপকণ্ঠে উপস্থিতির মধ্যে ৬৮ দিনের পার্থক্য রহিয়াছে।

মোবারক ঈদ

—খোন্দকার আবদুর রহিম

শতাব্দীকে চুঁমে চুঁমে মানুষের ছন্দশূন্য দরিয়ার ঢেউ
বজ্রঘন অসাম্যের একটানা ঘায়ে ঘায়ে দীর্ণ করে তীর;
বেদিল হাওয়ার স্রোতে কোটি কোটি মানবাত্মা বাঁচিল না কেউ,
যান্ত্রিক যুগের ঝঞ্ঝা বিদীর্ণ করিয়া দিল মানুষের ভীড়।

ধনী আর গরীবের জামাত ভাংগিয়া গড়ে প্রাচীর পাষাণ,
স্বার্থের সংঘাতে প'চে সাম্য-মৈত্রী, একতার চিহ্ন মুছে যায়;
শাপভ্রষ্ট (?) জামানাতে দুর্গন্ধ উঠিছে জমি,—আর নাহি ত্রাণ,
বৃথাই কাঁদিয়া ফেরে ইথারেরা মিলনের রঙিন নেশায়।

তাই ত ঘুরিয়া আসে মানুষের প্রাণকেন্দ্রে মোবারক ঈদ ঃ
সন্ধানী মানুষ যেন খুঁজে সেথা অন্তঃঝরা আকীদা খুদির।
কোটি প্রাণ জমা হয়ে বলিষ্ঠ করিছে তাই জামাতের ভিত্;
জান্নাতি আশিস নামি' উদ্বেল করিছে কোটি জীবদ-মন্দির।

নহে ঈদ অগণিত মানুষের একসাথে বাঁচার শপথ?
ইক্‌তিদা করি' সেথা পারে নাকি গড়িবার চিরন্তন পথ?

www.ahlehadeethbd.org

আমার প্রভুর বন্দনা গান আকাশ ভুবন গায়। †

—আবুল হাশেম

—:০:—

ও তুই,
দেখিস্‌নিরে হায়?
আমার প্রভুর বন্দনা গান
আকাশ ভুবন গায়!
হাওয়ায় ওড়ে হাওয়ার পাখী
সেও যে তাঁরে যায়রে ডাকি
আল্লা জানে, কোন ছলে কে
বন্দনা তাঁর গায়!
আকাশ ধরা জুড়ে আছে
রাজ্যখানি তাঁর—
তাঁরি কাছে ফিরতে হবে
হবে সবাকার।
চঞ্চলা ঐ মেঘের মালা
আকাশ জুড়ে করছে খেলা
ধীরে ধীরে জমাট হয়ে
ঝরে ধরার গায়।
ও তুই, দেখিসনিরে হায়?

ভেঙে পড়ে আকাশ থেকে
পাহাড় যেনরে,
কালো দেহ শিলায় ভরা
তাহার যেনরে।

যারে খুশী তারে মারে
রক্ষা করে রাখবে যারে,
আঁধার নয়ন, বিজলী যখন
ঝলক মেরে যায়।
ও তুই, দেখিসনিরে হায়?

দিনের পরে রাত্রি আসে
রাতের পরে দিন,
চক্ষুষ্মানে জানে কেবল
তাঁহার ভেদের চিন।
পানি হ'তে পয়দা সবে
জীব জানোয়ার যতই ভবে,
কেউ দু'পায়ে, চার পায়ে কেউ,
কেউবা বুকেই যায়।
ও তুই, দেখিসনিরে হায়?

সিরাজগঞ্জ—২-৭-৫৩

† কোরআন মজিদের সূরা নূরের ৪১ আয়ত হইতে ৪৪ আয়তের অনুসরণে। —লেখক

www.ahlehadeethbd.org

কাশ্মীর সমস্যার আগাগোড়া

(২) —মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি-টি

আযাদী হাছেলের পর থেকে এ পর্যন্ত পাকিস্তানের সম্মুখে বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে কিন্তু—কাশ্মীর সমস্যার ন্যায় অন্য কোন সমস্যাই জনগণের চিন্তাধারাকে এত প্রচণ্ড ভাবে আলোড়িত করে তুলেনি। এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। যে নীতির উপর ভিত্তি ক'রে পাকিস্তান রূপ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই নীতির বলেই পাকিস্তানের সহিত কাশ্মীর সংযুক্ত হওয়া অপরিহার্য। কাশ্মীরের বাসিন্দাগণের শতকরা ৭৭ জনেরও অধিক মুছলমান। তাঁরা ধর্ম, তমদ্দুন, ইতিহাস ব্যবহারিক জীবন, আচার পদ্ধতি সব দিক দিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের মুছলমানগণের সহিত একাত্মিক ভাবে সংশ্লিষ্ট। এসব স্বত্বেও আযাদী হাছেলের দীর্ঘ ছ'বছর পরেও কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হ'ল না অথবা যুক্ত হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা, চিন্তার আসল কারণ এখানেই।

হিন্দু ও মুছলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে নূতন ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। ব্রিটিশ আশ্রিত দেশীয় রাজ্যগুলোর শাসনকর্তাদিগকে সম্রাট পক্ষ হতে জানিয়ে দেওয়া হয় : ব্রিটিশ ভারতের শাসন কর্তৃত্ব হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উপর সম্রাটের দায়িত্বও শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁরা সংলগ্নতা ও জনগণের অভিমত অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রের যে কোন একটিতে যোগদান করতে পারেন। উনিশ শো সাত চল্লিশের ১৫ই আগষ্টের পূর্বে সকল দেশীয় রাজ্যই ভারত কিম্বা পাকিস্তানে যোগ দিল। কিন্তু গোল বাঁধল জুনাগড়, হায়দরাবাদ ও কাশ্মীর—এই ৩টি রাজ্য নিয়ে।

জুনাগড়ের কথা

জুনাগড় সমুদ্রপথে পাকিস্তানের সঙ্গে সংলগ্ন, শাসনকর্তা মুছলমান। জনসংখ্যা ৭৫০,০০০, তন্মধ্যে হিন্দু শতকরা ৮০ জন। উনিশ শো সাতচল্লিশের ১৫ই সেপ্টেম্বর জুনাগড়ের নওয়াব পাকিস্তানে যোগদানের দলিলপত্র সম্পাদন করলেন। অধিবাসীর তরফ থেকে তখন পর্যন্ত কোন আপত্তি উঠিল না। কিন্তু আপত্তি তুললেন ভারত সরকার। ভারতের বড়লাট ও প্রধান মন্ত্রী পাক সরকারের নিকট কড়া তারবার্তা প্রেরণ শুরু করলেন। ২২শে সেপ্টেম্বরের এক তারবার্তায় পাক-সরকারকে এই বলে হুশিয়ার করে দেওয়া হ'ল যে, "পাকিস্তান সরকার এক তরফা ভাবে এমন কাজ করেছেন যা ভারত সরকার কখ্খনো মানতে পারেন না এবং মানেন না। জুনাগড়ের যোগদান পাকিস্তান যদি মেনে নেয় তা হলে ভারত সরকার উহাকে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের উপর হস্তক্ষেপ বলেই মনে করবেন। পাকিস্তানের এই কাজকে ভারতের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাবার সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা ছাড়া ভারত সরকার আর কিছুই মনে করবেন না।" অতঃপর ১৮ই নভেম্বরের এক টেলিগ্রামে পণ্ডিত নেহেরু মিঃ লিয়াকত আলীখানকে জানিয়ে দিলেন, "দুই ডমিনিয়নের মধ্যে শুভ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এই আদর্শ গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয় যে, যদি কোন দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্তা অধিকাংশ অধিবাসীর সম্প্রদায়ভুক্ত না হন, বা কোন দেশীয় রাজ্য এমন ডমিনিয়নে যোগ দেয় যার অধিকাংশ অধিবাসী ও সেই রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসী একই সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, তবে সেই দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের জনমত নেওয়ার পর স্থির হবে যে, সত্যি সত্যিই কোনো ডমিনিয়নে—চূড়ান্তভাবে যোগদান করা হয়েছে কি না।"

অতঃপর ভারতের উপপ্রধান মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের নির্দেশ মোতাবেক একটি সাময়িক জুনাগড়

www.ahlehadeethbd.org

সরকার গঠিত হ'ল এবং এই তথাকথিত সরকার হিন্দু পুঁজিপতিদের অর্থ ও রাজনীতিকদের বুদ্ধি সাহায্যে পাকিস্তানে যোগদানের বিরুদ্ধে রাজ্যময় বিক্ষোভ শুরু করেন। এদিকে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে গণভোট গ্রহণ ও মিটমাটের কথা-বার্তা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে ভারত সরকার জুনাগড়ে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ ক'রে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অবশেষে জুনাগড়কে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। পাকিস্তানে যোগদান স্বত্বেও জুনাগড়কে এভাবে কেড়ে নেয়া হ'ল। পাকিস্তান এর প্রতিকার ও বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে বিষয়টি উত্থাপন করলেন কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ দূরে থাক বিশেষ কোন আলোচনারও প্রয়োজন বোধ করলেন না।

হায়দরাবাদের কাহিনী

বহু বিস্তৃত ভূখণ্ড নিয়ে হায়দরাবাদ রাজ্য গঠিত। আয়তনে হায়দরাবাদ ইটালির প্রায় সমান, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ডের মিলিত আয়তনেরও দ্বিগুণ। জনসংখ্যা দুই কোটিরও উপর, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় উন্নতিশীল দুটি দেশের মিলিত জনসংখ্যার সমান। এ রাজ্যের নিজস্ব রেল লাইন, ডাক ও তারবিভাগ এবং মুদ্রা ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষা দীক্ষা, ইতিহাস চর্চা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রভৃতি ব্যাপারেও বহু স্বাধীন দেশ অপেক্ষা উন্নত। এহেন হায়দরাবাদ সাধারণ বিষয়ে পাকিস্তান ও ভারতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে সাময়িকভাবে স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইলেন, এবং ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য জাতি পুঞ্জের পর্যবেক্ষণাধীনে গণভোট গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভারত হায়দরাবাদের সাময়িক ভাবে স্বাধীন থাকার ইচ্ছাকেও বরদাশ্‌ত করতে পারলেন না। হায়দরাবাদের জনসংখ্যার অধিকাংশ হিন্দু এই যুক্তিতে ভারত সরকার অবিলম্বে উহার ভারতের সহিত যোগদানের দাবী জানালেন এবং তারপর গণভোট গ্রহণরূপ প্রহসনের অনুষ্ঠান করতে বললেন। ভারত সরকার সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন "হায়দরাবাদের অধিকাংশ অধিবাসীর (অর্থাৎ হিন্দুদের) প্রতিনিধিত্ব মূলক এবং বিশ্বাস-ভাজন কোন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পূর্বে গণভোট গ্রহণ জনসাধারণকে প্রতারণা বই আর কিছুই নয়।"

উনিশশো আট চল্লিশের ১০ই আগস্ট হায়দরাবাদ সম্পর্কে প্রচারিত শ্বেত পত্রে বলা হল, "ভারত সরকারের দৃঢ় অভিমত এই যে, মহামান্য সম্রাটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেশীয় রাজ্যে যে ধরণের সার্বভৌম অধিকারই বর্তাক না কেন, তা বর্তিয়েছে দেশের অধিবাসীদের উপর। সুতরাং প্রত্যেক রাজ্যেই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়োজন যাতে করে সেই অধিকারের স্বাধীন ও অবাধ ব্যবহার হ'তে পারে।

এর পর ভারত কিভাবে হায়দরাবাদের সুবৃহৎ রাজ্যটিকে গ্রাস ক'রে ফেললো, তা সংবাদ পত্রের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। আজকে আমাদের তা আলোচ্য নয়।

কাশ্মীরে ভারতের উল্টা নীতি

জুনাগড় ও হায়দরাবাদ দখলের জন্য ভারত যে সব যুক্তি খাড়া করেছিল কাশ্মীরের বেলায় সে নিজেই সেটাকে ভূমিসাৎ ক'রে দিল। জম্মু ও কাশ্মীর ষ্টেটের মোট জনসংখ্যা ৪,০২১,৬১৬, তন্মধ্যে মুছলমান ৩,১০১,২৪৭, অমুছলমান মাত্র ৯২০,৩৬৯ জন। আনুপাতিক হিসেবে মুছলমান শতকরা ৭৭.১১, হিন্দু ২০.১২ ও শিখ ১.৬৭। সুতরাং ধর্মীয় ও তামাদ্দুনিক ঐক্যসূত্র সংস্থাপনের জন্য বিপুল মুছলিম সংখ্যা-গরিষ্ঠ কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গেই যুক্ত হবে যুক্তি দিয়ে বিচার করলে এই যথেষ্ট। কিন্তু কাশ্মীরের পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তির পক্ষে এটাই একমাত্র যুক্তি নয়। অর্থনৈতিক কারণেও কাশ্মীর পাকিস্তানের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত, ব্যবসায় বাণিজ্যের আদান প্রদান ও আমদানি রফ্‌তানি ব্যাপারে কাশ্মীর ও পাকিস্তান পরস্পর নির্ভরশীল। পশ্চিম পাকিস্তানের বিখ্যাত ৩টি নদী—সিন্ধু, ঝিলাম ও চিনাব কাশ্মীরের উপর দিয়ে প্রবাহিত, এই নদী ৩টি পশ্চিম পাকিস্তানের ১ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমিতে পানি সরবরাহ ক'রে থাকে। ভৌগলিক দিক দিয়েও কাশ্মীর পাকিস্তানের

www.ahlehadeethbd.org

সুদীর্ঘ ইলাকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং পাকিস্তান ছাড়া কাশ্মীরের যেমন চলতে পারেনা কাশ্মীর ছাড়া পাকিস্তানেরও তেমন চলতে পারে না। উভয়ের জন্যই উভয়ের একান্ত প্রয়োজন। তাই জাতির জনক কায়েদে আযম একদিন এ সম্বন্ধে এই মন্তব্যই করেছিলেন যে, "কাশ্মীর ছাড়া পাকিস্তান যেমন অর্থহীন, পাকিস্তান ছাড়া কাশ্মীরের অস্তিত্বও তেমনি অসম্ভব।" এতো গেল অসামরিক দিক সমূহের বিবেচনা প্রসঙ্গে। সামরিক দিক দিয়েও পাকিস্তানের পক্ষে কাশ্মীরের গুরুত্ব অপরিসীম। কাশ্মীর হস্তচ্যুত হলে, শুধু পাকিস্তান সীমান্ত নয়, গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষা ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যেতে বাধ্য। কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে সামরিক দিক দিয়ে পাকিস্তানের এত বেশী অসুবিধা দাঁড়াবে যে, যে কোন বিপদের সময় তার অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা ব্যাহত হয়ে পড়বে। উনিশশো সাতচল্লিশের একুশে অক্টোবর এক সাংবাদিক বিবৃতিতে শেখ আবদুল্লাহ একথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে, "জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য এমন সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত যে, সে ভারত ডমিনিয়নে যোগদান করলে পাকিস্তান সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে।" ভারত ঠিক এই অবস্থাই পাকিস্তানের জন্য সৃষ্টি করতে চায়। ভারতের বর্তমান কর্ণধার এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ ও সর্ববিধ ফন্দি এঁটেও যখন ব্যর্থ মনোরথ হন এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে পাকিস্তানের আবির্ভাবকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন তখন তাঁরা শিশু রাষ্ট্র পাকিস্তানকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য ছল বল ও কল কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকেন এবং পাকিস্তানকে দুর্বল, নিস্তেজ ও ধ্বংস করার যে কোন নীতিবিগর্হিত পন্থা অবলম্বন করতে কসুর করেন না। কাশ্মীরের উপর ভারতের কোন নৈতিক দাবিত্ব নেই। ভৌগলিক সংলগ্নতা অতি সামান্য এবং তাও জন্মেছে পক্ষপাতমূলক র‍্যাডক্লিফ রোয়েদারের কল্যাণে গুরুদাসপুর জিলার সামান্য অংশের নামকেওয়াস্তের সংলগ্নতায়। তবু ভারতের যেন কাশ্মীরকে তার চাইই চাই, কারণ পাকিস্তানকে ঘায়েল ও কাবু করার জন্য এটাই হবে উপযুক্ত মাধ্যম।

কাশ্মীরের জনগণ স্বাভাবিক কারণেই পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকতে চায়, পাকিস্তানের বাসিন্দাগণও ন্যায় নীতির খাতেরে, সমধর্মদের প্রতি — প্রাণস্ফূর্ত সহানুভূতিতে এবং নিজেদের প্রয়োজনের তাকীদে কাশ্মীরকে ন্যায়সঙ্গতভাবে পাকিস্তানের— অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখতে চায়। উভয়ের এই যুক্তিযুক্ত 'চাওয়া' কেন সার্থক হয়ে উঠছেনা, ভারতের অন্যায় ও যবরদস্তী দখল কেমন করে কায়েম হ'তে চলেছে, কাশ্মীরবাসী মুছলমানগণ কি ভাবে মরতে বসেছে—এক কথায় কাশ্মীর সমস্যার সন্তোষজনক সুরাহা হওয়ার পরিবর্তে কেন এবং কিভাবে জটিলতার গ্রন্থি কেবলই বেড়ে চলেছে তা সম্যকরূপে বুঝতে এবং বুঝাতে হ'লে কাশ্মীর সমস্যার গোড়ার কথা ও উহার সাম্প্রতিক ইতিহাস অপক্ষপাত দৃষ্টিতে বিচার ক'রে দেখতে হবে।

কাশ্মীরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হিন্দু কিংবদন্তী মতে কাশ্মীর উপত্যকা প্রথমে একটি হ্রদ ছিল। ব্রহ্মের পৌত্র কাশ্যপ মুণি ইহার পানি নিষ্কাষণ করে ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। হিন্দু রাজাগণ দীর্ঘদিন এখানে রাজত্ব করেন।

দশম শতাব্দী থেকে কাশ্মীরে পশ্চিম দেশ — থেকে মুছলমানরা এসে বসবাস, ব্যবসা বাণিজ্য ও ইছলাম প্রচার শুরু করেন।

১৩শ শতাব্দীতে একজন মুছলমান কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ষোড়ষ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশ্মীর মোগলদের অধীনে আসে। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম ও প্রাণমুগ্ধকর। মোগল বাদশাহরা গ্রীষ্ম মৌসুমে লয়লস্করসহ প্রায়ই প্রমোদ ভ্রমণে এখানে আসতেন এবং ভ্রমণ ও শীকার ক'রে অবসর বিনোদন ও আনন্দ আহরণ করতেন। ১৭৫৬ সন হতে ১৮১৯ সন পর্যন্ত কাশ্মীরে আফগানগণ শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন। ১৮১৯ সালে রণজিৎ সিং উহা দখল করেন। ১৮৪৬ খৃঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া

www.ahlehadeethbd.org

কোম্পানী উহা জয় করে লন কিন্তু শাসন কর্তৃত্ব নিজেদের হস্তে না রেখে সিন্ধুনদের পূর্ব ও ইরাবতী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত বিরাট মুছলিম অধ্যুসিত ইলাকা মাত্র ৭৫লক্ষ টাকার বিনিময়ে গোলাপ সিং নামক একরাজপুত ডোগরার নিকট বিক্রি করে দেন। এই ব্যাপারে শুধু এই বিরাট ইলাকাই নয় এর সঙ্গে সঙ্গে ২০ লক্ষ মুছলমান ডোগরা রাজের নিকট বিক্রিত হয়ে গেল।

ডোগরা রাজের চণ্ডনীতি

ডোগরারা ছিল বিদেশী। অর্থের প্রতি তাদের লোভ ছিল প্রচণ্ড। প্রজাদের উপর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালিয়ে এই সর্বগ্রাসী লালসার তারা তৃপ্তি সাধন করত। সামান্যতম আয়ের ব্যক্তি, পর্ণ কুটিরের অধিবাসীও করভার হতে রেহাই পেতনা। শাসন যন্ত্রটি ছিল পুরাপুরি আমলাতান্ত্রিক। বড় বড় চাকুরী বাকুরী, সামরিক বাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের যাবতীয় পদ এবং মন্ত্রী মোসাহেব সমস্তই প্রায় মহারাজার আত্মীয়স্বজনদের মধ্য হতেই নির্বাচিত—হত। সুতরাং দেশের আদায়ী রাজস্বের প্রায় সমস্তটাই ডোগরা রাজ এবং তার আত্মীয় স্বজনরাই আত্মসাৎ করতেন। মহারাজা নিজের জন্য যে টাকা গ্রহণ করতেন অন্যান্য দেশের রাজা সম্রাটদের তুলনায় তার হার বিস্ময়কররূপে কত বেশী তা নিম্নের বিবরণ থেকেই বুঝা যাবে—

"ইংল্যাণ্ডের রাজা দেশের রাজস্বের $\frac{১}{১৬০০}$, বেলজিয়ামের রাজা $\frac{১}{১০০০}$, ইতালির রাজা $\frac{১}{৫০০}$, ডেনমার্কের রাজা $\frac{১}{৩০০}$, জাপানের সম্রাট $\frac{১}{৪০০}$, গ্রহণ করেন কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজা গ্রহণ করেন কাশ্মীরের রাজস্বের $\frac{১}{৫}$ ভাগ। *

মুছলিম নির্যাতন কাহিনী

সাধারণ প্রজাদের প্রতি হিন্দুরাজার উল্লিখিত শোষণনীতি ছাড়াও মুছলমানদের উপর অতিরিক্ত ও বিশেষ রকম নির্যাতন চালান হ'ত। হিন্দুরা লাইসেন্স ছাড়াই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারত, মুছলমানরা পারত না—তাদের লাইসেন্স নিতে হ'ত, তাও অনেক ক্ষেত্রে লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুর হ'ত। গো-কোরবানী—এমন কি গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে গরু জবেহও গুরুতর অপরাধ রূপে বিবেচিত হ'ত এবং এ অপরাধের শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। মাঝে মাঝে অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানও নিষিদ্ধ করে দেয়া হ'ত। হিন্দুরা ইছলাম কবুল করলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ত কিন্তু মুছলমান ধর্মান্তরিত হ'লে এরূপ বঞ্চনার প্রশ্নই উঠতো না। মুছলমানদের এ সব জুলমের প্রতিবাদ করবারও জো ছিল না। কারণ প্রতিবাদের এক-মাত্র প্রতিদান ছিল দেশ থেকে নির্বাসন। উন-বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বহু প্রসিদ্ধ মুছলিম পরিবার এ ধরণের অত্যাচার ও স্বৈরশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পাঞ্জাব প্রভৃতি ব্রিটিশ ভারতীয় প্রদেশে হিজরত করতে বাধ্য হন। পাকিস্তানের জাতীয় কবি আল্লামা মোহাম্মদ ইকবালের পূর্বপুরুষরা এই কারণেই কাশ্মীর থেকে হিজরত ক'রে শিয়ালকোটে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।

মুছলমানদের আযাদী আন্দোলন

কিন্তু এরূপ নির্বিচার অত্যাচার ও নিষ্করুণ ব্যবহার চিরদিন একটানা চলতে পারে না। দু দিন আগে হোক পরে হোক এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবেই। নীরব কান্না এক দিন বুক ফেটে বের হবেই—অসন্তোষের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি এক দিন ধূমা-য়িত হয়ে দাউ দাউ করে জলে উঠবেই—প্রকৃতির এটা অমোঘ নিয়ম। অবশ্য তার জন্য প্রয়োজন হতে পারে এমন একটা উত্তেজনা, এমন একটা আলোড়নের যা ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নিকে হাওয়ার সংযোগ ঘটিয়ে দেবে।

উনিশ শত একত্রিশের মধ্যে এই উত্তেজনা ও আলোড়নের কতকগুলি কারণ পর পর ঘটে গেল। রাজকর্মচারী কর্তৃক মুছলমানদের একটি মছজিদের ধ্বংস-সাধন, কোটলীতে জামাআতে নামাজ ও জম্মুর মছজিদে খোৎবা নিষিদ্ধকরণ এবং এক হিন্দু কনস্টেবল

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে কংগ্রেস নেতা মিঃ এ, আর দেশাই প্রদত্ত হিসাব।

Contents

কর্তৃক কোরআন শরীফের অবমাননা প্রভৃতি ব্যাপার ঘটল। এ সব ব্যাপার মুছলমানদিগকে ভীষণ ভাবে উত্তেজিত এবং প্রতিবাদ সভার আয়োজনে উৎসাহিত করল। সরকারের ধর্মীয় গোড়ামি ও বিভেদমূলক আচরণের প্রতিবাদের 'অপরাধে' বক্তা আবদুল কাদের জেলখানায় আটক হলেন। জেলের বিচারশালায় দর্শন প্রার্থী হাজার হাজার নিরীহ মুছলমানদের উপর গুলি চালিয়ে নিষ্ঠুরভাবে ২০ জনকে নিহত ও ৪০ জনকে আহত করা হ'ল। এর প্রতিবাদে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই দেশব্যাপী সভা হ'ল। ফলে চৌধুরী গোলাম আব্বাছ প্রভৃতি বিখ্যাত মুছলিম নেতাদের কারাবরণ করতে হ'ল।

কিন্তু মুছলিম জনমানসে এ সব ঘটনার সংঘাতে যে আত্মচেতনা ও স্বাধীকার অর্জনস্পৃহা জেগে উঠল তা আর কিছুতেই প্রশমিত হ'ল না। ১৯৩২ সালে জাগ্রত মুছলমান তাদের দুঃখ অমানিশার বিদূরণ ও ন্যায্য দাবী দাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য "নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর মুছলিম সম্মেলন" নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাধীনে সুসংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার শপথ গ্রহণ করল। ভারতীয় মুছলিম নেতৃবৃন্দ কাশ্মীরীদের আযাদী সংগ্রামে নানা ভাবে উৎসাহ দিতে থাকলেন। মাহারাজার কুশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রে ভারতের হাজার হাজার মুসলমান কারাবরণ করতেও দ্বিধাবোধ করল না। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এ ব্যাপারে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করলেন—কতিপয় হিন্দু নেতা মহারাজার এই সব নিষ্ঠুর আচরণের সাফাই গাইতেও দ্বিধাবোধ করলেন না।

মুছলিম সম্মেলনের আন্দোলন এগিয়ে চল্‌ল এবং শক্তিশালী হ'তে লাগল। মহারাজা শাসন সংস্কারের সুফারেশের জন্য 'গ্ল্যান্সি কমিশন' নিয়োগ করলেন। কমিশনের সুফারেশ অনুসারে নূতন আইন পরিষদ গঠিত হল। ১৯৩৪ সালের ১ম সাধারণ নির্বাচনে ২১টি মুছলিম আসনের মধ্যে ১৬টি মুছলিম সম্মেলন লাভ করল। ১৯৩৮ এর নির্বাচনে ২১টি আসনের ২০টিই মুছলিম সম্মেলন দখল করতে সক্ষম হ'ল।

নির্বাচনের ফলাফল দৃষ্টে মহারাজা ও হিন্দু নেতারা আতঙ্কিত হলেন। মুছলমানদের সংহতিতে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য সম্মেলনের অন্যতম সদস্য সেখ আবদুল্লাহকে প্ররোচিত করার চেষ্টা হ'ল। আবদুল্লাহ রাযি হলেন এবং জাতীয় সম্মেলন নামে একটা নূতন পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। তাঁর দল থেকে একজন মন্ত্রী মহারাজার মন্ত্রীসভায় স্থান পেলেন যদিও তাঁর পেছনে মুছলিম নির্বাচিত সদস্য বৃন্দের সমর্থন ছিল না। ভারতীয় কংগ্রেসের আশীর্বাণী এবং কাশ্মীরী হিন্দুদের বাহবাধ্বনি পেয়েও কিন্তু আবদুল্লাহ মুছলমানদিগকে জাতীয় সম্মেলনে সমবেত করতে পারলেন না। অবশেষে কংগ্রেসের উস্কানিতে মহারাজার সাথে দর কষাকষির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের জন্য তিনি তাঁর গুরু গান্ধিজীর "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের অনুকরণে মহারাজার প্রতি "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলন শুরু করলেন। অচীরেই শেখ আবদুল্লাহ রাজদ্রোহের অভিযোগে বন্দী হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর "কাশ্মীর ছাড়ো" আন্দোলন মাঠে মারা গেল।

অন্যদিকে মুছলিম সম্মেলন যথারীতি তাদের আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। ১৯৪৬ সালে দায়িত্বশীল "আযাদ কাশ্মীর" সরকার গঠনের জন্য সম্মেলন এক প্রস্তাব গ্রহণ করল। প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য কাশ্মীরী মুছলমানদের প্রস্তুত করার কাজ এগিয়ে চলল, অবশেষে "প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা" (Direct Action) গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। অক্টোবর মাসে সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রেই সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করায় ডোগরা রাজ নাম-করা সকল নেতাকেই গ্রেফতার ক'রে কারাগারে প্রেরণ করলেন।

এর পরই আইন সভার নির্বাচন হল। নেতারা বাইরে না থাকা স্বত্বেও একুশটির ভিতর পনরটী আসন মুসলিম সম্মেলন দখল করল।

১৯৪৭ সনের ৩রা জুন বড়লাট লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেন হিন্দু মুছলমান সংখ্যাগুরু ইলাকার সংলগ্নতার

www.ahlehadeethbd.org

ভিত্তিতে দেশ বিভাগের ঘোষণা প্রচার করলেন। পচিশে জুলাই বড়লাট দেশীয় রাজ্যসমূহকে যে কোন একটা ডমিনিয়নে যোগদানের পরামর্শ দিলেন।— তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাশ্মীরের মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান — করলেন। এ সম্বন্ধে পরবর্তী ১৯৪৮ সালের জুন মাসে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, " ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আমি চারদিন মহারাজার সাথে কাটিয়েছিলাম এবং এই চারদিনই আমি একটা উপদেশের উপর জোড় দিয়েছি। উপদেশটা এই—" যে প্রকারেই হোক আপনার প্রজাদের ইচ্ছা কি তা' জেনে নিন, এবং তারা যে ডমিনিয়নে যোগ দিতে চায় এ বছরের চৌদ্দই আগষ্টের মধ্যে সেই ডমিনিয়নে যোগ দিন।"

কিন্তু মহারাজা স্যার হরি সিং সে পথে পা বাড়ালেন না। তাঁর ব্যক্তিগত প্রবণতা ভারতের পক্ষে যোগদানের। কিন্তু তিনি জানতেন কাশ্মীরবাসীদের অভিমত ন্যায়নীতি অনুসারে জানতে চাওয়া মানেই পাকিস্তানে যোগদানের পথ পরিষ্কার করা। কাশ্মীরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুছলমানগণ পাকিস্তানের পক্ষে যোগদানের অভিমত ইতিমধ্যেই বহু ভাবে ব্যক্ত করা শুরু করেছিল। ১৯৪৭ এর জুলাই মাসে— নিখিল জম্মু ও কাশ্মীর মুছলিম সম্মেলনের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে স্পষ্ট ভাষায় মত প্রকাশ করল। আগষ্টে শেখ আবদুল্লাহর জাতীয় সম্মেলনের বৈঠকেও উপস্থিত ১৩ জনের ৮ জন পাকিস্তানে যোগদানের স্বপক্ষে অভিমত জ্ঞাপন করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবদুল্লাহর অভিমত জানার অপেক্ষায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রইল।

১৪ই আগস্ট নবজাত পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট নূতন ভারত সরকারের নিকট ব্রিটিশ সরকার দেশ শাসনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করলেন। উভয় দেশে মহাসমারোহে নব লব্ধ আযাদী উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। কাশ্মীরবাসীগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান দিবস পালন করল, ঘরে ঘরে পাকিস্তান পতাকা তুলল—বিচিত্র আলোক সজ্জায় তাদের ঘরবাড়ী প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। আযাদী উৎসবের শত শত সভায় পাকিস্তানে যোগদানের প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কাশ্মীরবাসীরা পাকিস্তান ভুক্তির রায় প্রকাশ করল। মহারাজা কী করবেন ঠিক করতে পারলেন না, তাঁর মন চায় কাশ্মীরকে ভারতের লেজুড় রূপে জুড়ে দিতে, দেশবাসী চায় পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হ'তে। চট করে ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে প্রজারা যদি বিদ্রোহ ক'রে বসে তখন কি হবে, এ সব সাত পাঁচ ভেবে সময় নেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে স্থিতিস্থাপক চুক্তির প্রস্তাব দিলেন। পাকিস্তান তা গ্রহণ করল। ভবিষ্যৎ ব্যবস্থার জন্য রাজ্য-সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের আলাপ আলোচনাও চলল। প্রজাদের সন্দেহ সাময়িক ভাবে চাপা পড়ল।

মহারাজা-কংগ্রেস ষড়যন্ত্র

১৯৪৭ সনে প্রখ্যাত কংগ্রেসী হিন্দু নেতাগণ নানা ওছিলায় কাশ্মীরে এলেন, এবং একদিন যে মহারাজা 'যালেম' শাসক বলে কংগ্রেসওয়ালাদের কণ্ঠে নিন্দিত হয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গে তাঁরা — দহরম মহরম ও খানাপিনা করতে লাগলেন। সে সময়ের কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী এবং স্বয়ং গান্ধিজী পর্যন্ত কাশ্মীরে তশরীফ আনলেন এবং মহারাজাকে গোপন পরামর্শ দিতে লাগলেন। এর ফলে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক পদচ্যুত হলেন, কারণ তিনি নাকি কোন ডোমিনিয়নেই যোগদান না করে কাশ্মীরকে স্বাধীন রাখতে চেয়েছিলেন। গোঁড়া মুছলিম বিদ্বেষী জনক সিং প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন হলেন—তারপর থেকে চাকা পরিষ্কার ঘুরতে লাগল।

তিনি প্রথমেই পাকিস্তানে যোগদানের প্রচারক ও সমর্থক সমস্ত সংবাদ পত্রের প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিলেন, এ উদ্দেশ্যে জনসভার আয়োজনও নিষিদ্ধ করলেন। মুছলমানদের হাত থেকে বন্দুক, গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে শিখ ও হিন্দুদের

www.ahlehadeethbd.org

মধ্যে বিতরিত হ'ল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘী, ডোগরা, গুর্খা এবং শিখ সৈন্যদিগকে মুছলমানদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হ'ল। তারা নির্দয়ভাবে মুছলমানদের উপর নিপীড়ন চালাতে লাগল। ঠিক এ সময় পূর্বপাঞ্জাব এবং কাপুরতলা, পাতিয়ালা, ফরিদকোট, আলওয়ার ও ভরতপুর রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মুছলমানকে নির্দয়ভাবে হয় বধ, নয় পাকিস্তানে বিতাড়িত ক'রে মুছলিম নিধন যজ্ঞ সুসম্পন্ন করা হচ্ছিল। এই হত্যা যজ্ঞের প্রেরণা কাশ্মীরের — মহারাজাকে অনুরূপ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত করল। পরিকল্পনা অনুসারে তিনি কাজ শুরু করলেন। বিভিন্ন ইলাকায় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘী, শিখ ও ডোগরা সৈন্য পরিকল্পনা অনুসারে নারী ধর্ষণ, নারী হরণ, গৃহ ও শষ্যক্ষেত্র সমূহে অগ্নি সংযোগ, গুলি বর্ষণ, বোমা নিক্ষেপ প্রভৃতির সাহায্যে মুছলমানদিগের হত্যাসাধন ক্রিয়া চালাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সর্বস্ব লুঠ ক'রে নেয়া হতে লাগল। এভাবে সহস্র সহস্র নিরীহ মুছলমান নিহত এবং নারীরা ধর্ষিতা ও অপহরিতা হ'ল। কতক প্রাণভয়ে দিবসে জঙ্গলে কিম্বা ভুট্টার ক্ষেতে পালিয়ে থেকে রাত্রিযোগে হেটে অতিকষ্টে পাকিস্তান ইলাকায় এসে উপস্থিত হ'ল। এ ধ্বংস যজ্ঞ ও বর্বরতার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে গেলে এ প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বেড়ে যাবে। মোটকথা কোন কোন ইলাকায়—বিশেষ ক'রে জম্মু প্রদেশের পুঞ্চে এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাবৃন্দ অবশেষে সাহসভরে রুখে দাঁড়াল। পুঞ্চের প্রাক্তন সৈনিকেরা মহারাজার বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের জন্য উত্থিত হ'ল। ইতিমধ্যে বিতাড়িত ও পলায়ত মজলুম পুঞ্চবাসীরা চাঁদা তুলে সীমান্ত প্রদেশের — পাঠান অঞ্চল থেকে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় ক'রে এগিয়ে গেল। মহারাজার সৈন্য ও পুঞ্চবাসীদের মধ্যে সশস্ত্র তুমুল সংঘর্ষ বেধে উঠল। চতুর্দ্দিকের নির্যাতিত মুছলমান-গণ এই বিপ্লবে যোগদান করল। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে মজলুম প্রজাবৃন্দের এই অভ্যুত্থান শুরু হয় এবং মাত্র ৬ সপ্তাহের মধ্যে — পুঞ্চ সহরসহ সমগ্র পুঞ্চ জেলা মুক্তি সেনানীর করতলগত এবং মহারাজের কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হ'ল।

মহারাজা এই সব পরাজয়ে একেবারে খেপে উঠলেন। তিনি সমগ্র প্রদেশ ব্যাপী ধ্বংস যজ্ঞ শুরু করার আদেশ জারি করলেন। গাড়ির পর গাড়ি অস্ত্র শস্ত্র ও সামরিক উপকরণ ধ্বংসবাজ সৈন্যদের সরবরাহ করতে লাগলেন এবং কোন কোন গ্রামে নিজেই গুলি বর্ষণের কাজে লেগে গেলেন। জেল থেকে নাম-করা সব দাঙ্গাবাজদের মুক্তি দিয়ে ধ্বংস ও লুঠ তারাজের কাজে লাগিয়ে দেয়া হ'ল, তারা পরম উৎসাহে হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন কাজে অবতীর্ণ হ'ল। এই নিধনপর্বে অগণিত লোক নিহত ও আহত হ'ল। শীতের প্রচণ্ডতা উপেক্ষা ক'রে বালবাচ্চাসহ কাফেলার পর কাফেলা পাকিস্তান ইলাকার দিকে হিজরত করল। এর অধিকাংশ পথিমধ্যে আক্রান্ত ও নৃশংস ভাবে নিহত হ'ল।

সীমান্তের সমধর্মী পাঠানরা স্থির থাকতে পারলেন না। অস্ত্র শস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে অক্টোবরের শেষের দিকে তারা এগিয়ে এলেন এবং মজলুম ভ্রাতাদের উদ্ধার সাধনের জন্য সমর ক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়লেন। পাকিস্তানের স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দও তাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অবতরণ করলেন। মহারাজা ভারতের সঙ্গে ইতিপূর্বেই গোপন সলাপরামর্শ চালিয়ে— যাচ্ছিলেন। অবস্থা সঙ্গীন দেখে তিনি রাজধানী শ্রীনগর থেকে জম্মুতে পলায়ন করলেন। সেখান থেকে কাশ্মীরকে ভারতের হাতে তুলে দিয়ে অবিলম্বে সশস্ত্র সাহায্যের আবেদন জানালেন।

লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন তখনও ভারতের বড়লাট। যে মাউন্টব্যাটেন মহারাজাকে তাঁর প্রজাদের স্বাধীন ইচ্ছাটা জেনে নেয়ার জন্য বারবার তাকীদ দিয়েছিলেন, তিনিই এখন প্রজাদের গণবিপ্লবের ভিতর দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার পরিচয় পেয়েও— কাশ্মীরের ভারত যোগদান স্বীকার ক'রে নিলেন। যে কংগ্রেস প্রজা উৎপীড়ক মহারাজাকে 'কাশ্মীর ছাড়' আওয়াজ তুলে বিদায় করে দেয়ার প্ররোচনা জুগিয়ে ছিলেন—সেই কংগ্রেসে সরকার এই যোগদানকে অভিনন্দন জানালেন। শুধু তাই নয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জালেম রাজার স্বৈরশাসন পুনর্প্রতিষ্ঠাকল্পে অনতি-বিলম্বে বিপুল রণ বাহিনী, অস্ত্র সম্ভার, ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান প্রেরণ করলেন— বস্তুতঃ ভারত সরকার পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা সহকারে — সামরিক অভিযান প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন—শুধু মহারাজার সুযোগ মাফিক আনুষ্ঠানিক যোগদানের অপেক্ষায় ওঁত পেতে বসে ছিলেন। লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, ১৯৪৭ এর ২৬শে অক্টোবর মহারাজা কাশ্মীর থেকে পলায়ণ এবং ভারতের সঙ্গে কাশ্মীররের যোগদানের ঘোষণা প্রচার করলেন আর ২৭শে অক্টোবর ২৪ ঘণ্টা পরই বিমানযোগে ভারতীয় সৈন্য শ্রীনগরে অবতরণ করল।

অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা অধ্যাপক ও পার্লামেণ্ট সদস্য মিঃ কে, ই বিজলীর মতে ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত সরকারের বক্তব্য ছিল এই রকম :— "জুনাগড়ের শতকরা ৮০ জন হিন্দু। এর মুছলিম নওয়াব পাকিস্তানে যোগদান করতে চাইলেও তার কোন মূল্য নেই। শতকরা ৮০ জন হিন্দুই আসল কথা।"

ঠিক একমাস পরে ভারতের বক্তব্য দাঁড়াল :— "কাশ্মীরের শতকরা ৮০ জন মুসলমান হলেও হিন্দু রাজা ভারতে যোগদান করেছেন। অতএব আমরা কাশ্মীরে প্রবেশ করছি।"

ভারত জুনাগড়ের পাকিস্তান যোগদান বলপূর্বক পণ্ড করে দিল, হায়দরাবাদের নিজামের স্বাধীন থাকার অধিকার অস্বীকার করল শুধু এই অজুহাতে যে এই দুই দেশের অধিকাংশ অধিবাসী শাসনকর্তার সঙ্গে একমত নয়; কিন্তু কাশ্মীরের বেলায় এ নীতিকে তারা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিল। কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী যে মহারাজার শাসনকে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিল এবং নির্মম নির্যাতনের দরুণ যে মহারাজা রাজ্যশাসনের অধিকার হারিয়ে পলায়ণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের যোগসাজসে যোগদানপত্রে দস্তখত করেছিলেন সেই মহারাজার যোগদানকে ভারত আইন সঙ্গত বলে ঘোষণা করলেন এবং এই অজুহাতে কাশ্মীরে আক্রমণাত্মক অভিযান প্রেরণ করে — বসলেন।

ভারত অজস্র অর্থ এ অভিযানের জন্য ব্যয় করল। বহু নগর ও জনপদ বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত হ'ল, শষ্য-ক্ষেত্র পুড়ে ছাই হ'ল, ভারতীয় সৈন্য ধ্বংস, নিষ্ঠুর আচরণ ও নারীর প্রতি বিভৎসতায় ডোগরা ও শিখদেরও ছাড়িয়ে গেল। জম্মুর লক্ষ লক্ষ মুছলিম অধিবাসী নিহত হল কিম্বা সর্বস্ব খুইয়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করল। অনেক কাফেলা শিখ ও স্বয়ং সেবকসঙ্ঘীদের অতর্কিত আক্রমণে ও নৃশংস আচরণে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

অবশেষে কাশ্মীরের নির্যাতিত মুছলমান আল্লাহর নামে মরণ পণ ক'রে এর প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে গেল, আযাদী রক্ষা ও পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য এই লড়াইকে ধর্মীয়জেহাদ রূপে গ্রহণ করল। সীমান্তের উপজাতীয় এবং পাকিস্তানী স্বেচ্ছাসেবক ও সৈন্যবাহিনীও তাঁদের সহায়তাকে বর্ধিত করল। কাশ্মীরের উত্তর ও পশ্চিম অংশের বিস্তৃত ইলাকা মুক্তিফৌজের করায়ত্ব হল এবং আযাদ কাশ্মীর সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

অস্ত্রবলে সমগ্র কাশ্মীর ও জম্মু দখলের দুর্নিবার ইচ্ছা ও স্বৈরশাসন পুনর্প্রতিষ্ঠার দুরভিসন্ধি এভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় অবশেষে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী বিষয়টি জাতিসঙ্ঘের নিরপত্তা পরিষদে প্রেরণ করলেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আদর্শের প্রেরণা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত

(২৭ হিজরীর একটি ঘটনা)

—মুজিবুর রহমান

খলিফাতুল মোছলেমীন হজরত ওসমান কর্তৃক তদীয় বৈপিত্রেয় ভ্রাতা আবদুল্লাহ বিন্ সারাহ্ আমর বিন্নুল আসের স্থলে মিসরের শাসনকর্তার পদে অভিষিক্ত হইলেন। আমর মিসর অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সমগ্র আফ্রিকা মুছলমানদের সম্মুখেই পড়িয়াছিল। আবদুল্লাহ আমরের কীর্তিমালাকে মলিন করিয়া দিয়া ইছলামের মহিমা প্রচারে ব্রতী হইলেন এবং যথাযথরূপে নিজে সেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করিয়া উত্তর আফ্রিকায় অভিযান চালাইতে মনস্থ করিলেন।

তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া চল্লিশ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ আরব সেনাকে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির মধ্যে পরিচালিত করিলেন। দুর্গম গিরি কান্তার মরু পার হইয়া আরবগণ বহু কষ্টে রোমান উপনিবেশ—ত্রিপলিতে উপনীত হইলেন। এ দিকে রোমান শাসনকর্তা গ্রেগরিয়াস দেড় লক্ষ সৈন্য লইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। যথাসময়ে দিগঞ্চল মুখরিত করিয়া মহাঝংকারে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। গ্রেগরিয়াস ছিলেন শৌর্য-বীর্যের একজন মূর্তিমান প্রতীক; তাঁহার বীরত্বপনার কথা আফ্রিকা মহাদেশে কাহারও অবিদিত ছিল না। তিনি অসামান্য বাহুবল দ্বারা বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। বাদ্‌শাহ হওয়া সত্ত্বেও বিলাস ব্যসনের প্রতি তাঁহার আদৌ ঝোঁক ছিলনা। তিনি লক্ষাধিক খৃষ্টান পাদ্রিকে মজহাবের দোহাই দিয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র কাজ ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে খৃষ্টান সৈন্যদের মধ্যে মজহাবী উত্তেজনার সৃষ্টি করা। গ্রেগরিয়াস তাঁহার সঙ্গে আনিয়াছিলেন এক রণপারদর্শীনি অনিন্দ্যসুন্দরী কুমারী কন্যাকে যিনি যুদ্ধ কালে সর্ব্বদা রণাঙ্গিনী বেশে পিতৃপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার মোহন বেশ, সুমধুর কান্তি ও অদ্ভুত বীরত্বপনা দ্বারা শত্রু মিত্র উভয় পক্ষের চিত্ত হরণ করিতেন।

যুদ্ধ সমান তালে চলিতে লাগিল। সৈন্যদিগের রণ হুঙ্কার ও অস্ত্র শস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে রণ প্রান্তর প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। কেহ কাহারও অপেক্ষা কম নহে—এক দিকে যেমন আবদুল্লাহ অন্য দিকে তেমনি গ্রেগরিয়াস। উভয়েই সমতুল্য সাহসী বীর এবং সমান রণপটু। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু যুদ্ধের কোন মীমাংসা হইল না। এতদ্দর্শনে গ্রেগরিয়াস অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন এবং পরিশেষে ইহাকে একটা আশু পরিসমাপ্তির দিকে আগাইয়া নিবার মানসে ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যক্তি আবদুল্লাহর ছিন্ন মস্তক আনিয়া দিতে পারিবে তাহাকে তিনি স্বীয় কন্যা ও এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা উপহার প্রদান করিবেন। এই ঘোষণা বাণী খৃষ্টান সৈন্যদের মধ্যে এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। আবদুল্লাহর শিরশ্ছেদ করিবার জন্য সর্ব্বত্রই এক বিপুল চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গেল। সকলেই মনে করিল যে, আবদুল্লাহর হত্যা দ্বারা এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা এবং তৎসঙ্গে এই অনুপম রূপ লাবণ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিকে হস্তগত করিয়া ভাগ্যের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিবে। পক্ষান্তরে আরব সৈন্য দলে নৈরাশ্যের এক কৃষ্ণ ছায়া নামিয়া আসিল।

একেত তাঁহারা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, কোথায়—চল্লিশ সহস্র আর কোথায় দেড়লক্ষ! তদুপরি আবার পুরস্কারের এই ঘোষণাবাণী। সেনাপতির জীবন আশঙ্কায় তাঁহারা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে রণক্ষেত্রে গমনে বাধাপ্রদান করিলেন।—সেনাপতিবিহীন আরববাহিনী অধ্যক্ষহীন পোতের ন্যায় নিরুপায় হইয়া পড়িল এবং যুদ্ধ জয়ের আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবার উপক্রম হইল। দুর্যোগের এই ঘনঘটায়, এই কঠিন সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে যদি হজরত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ওছমান গণির (রাঃ) নির্দ্দেশানুযায়ী আবদুল্লা বিন জোবায়ের নামক কোরেশ বংশীয় এক প্রথিতনামা সম্ভ্রান্ত বীর একদল নবীন সৈন্যসামন্তসহ যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে হয়ত মুসলিম সৈন্যদের একটি প্রাণীও আফ্রিকার সেই মরুবালুকা হইতে জীবন্ত ফিরিতে পারিতেন না।

ইব্‌নে জোবায়ের যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়, আমাদের সেনাপতি কোথায়?" আরবগণ উত্তর দিল, "তিনি স্বীয় শিবিরে উপবিষ্ট আছেন।" "শিবির কি মুস্‌লিম সেনাপতির যুদ্ধক্ষেত্র?" আবদুল্লাহ যথাসময়ে তাঁহার নিকট সমস্ত বিষয় সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। ইব্‌নে জোবায়ের উত্তর দিলেন, "আপনিও কাপুরুষগণের দুরভিসন্ধির প্রত্যুত্তর দিন। ঘোষণা করুন যে, যে ব্যক্তি গ্রেগরিয়াসের ছিন্ন মস্তক আনিয়া দিবে, আপনি তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার কন্যা, এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা এবং আফ্রিকার হুকুমাত প্রদান করিবেন।"

পরদিন ইব্‌নে জোবায়েরের পরামর্শমত যুদ্ধ-ব্যবস্থার আয়োজন হইল। মধ্যাহ্নে উভয়পক্ষ রণে ক্ষান্ত দিয়াছেন, এমন সময় স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন জোবায়ের নবীন সৈন্যসামন্ত লইয়া তাহাদিগকে অতর্কিত আক্রমণ করিলেন। তাহা ছাড়া ইব্‌নে জোবায়েরের প্রত্যুত্তর ঘোষণাই আফ্রিকাধিপতির জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। কেননা তাহার সৈন্যগণের মধ্যেই এমন অগণিত বিশ্বাসঘাতক বিদ্যমান ছিল যাহারা নারী, অর্থ এবং রাজত্বের লোভে তাঁহাকে হত্যা করিতে একটুকুও কুণ্ঠিত ছিলনা। বলাবাহুল্য, মুহূর্ত্তের মধ্যে যুদ্ধের রোখ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ইব্‌নে জোবায়ের ছিলেন একজন খ্যাতনামা সুদক্ষ বীর সেনাপতি। তিনি স্বহস্তে যুদ্ধ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার উদ্দীপনাময় নেতৃত্বাধীনে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই দুর্দ্দান্ত মরুসন্তানগণ আবার রণদুর্ম্মদ ও রক্তমাতাল হইয়া উঠিল। সকলে মিলিয়া ব্যূহবেষ্টিত শত্রুসেনার উপর ভীমবিক্রমে আপতিত হইল। এবার আর খৃষ্টান সৈন্যগণ তাঁহাদের অপ্রতিহত দুর্ব্বার গতিকে রোধ করিতে পারিল না। ফলে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সফেতুলা শহরে পশ্চাদ্বর্ত্তন করিল। মুছলমানগণও তড়িৎগতিতে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উহা অধিকার করিয়া লইল।

এই যুদ্ধে স্বয়ং গ্রেগরিয়াস ইব্‌নে জোবায়েরের হস্তে নিহত হইলেন। বহু অস্ত্র শস্ত্র ও রসদ সম্ভার মুসলমানদের হস্তগত হইল। অসংখ্য লোক বন্দী হইল; বন্দীদিগের মধ্যে সেই পরমা সুন্দরী রাজকুমারীও ছিল যাহাকে মুসলিম সেনানায়ক আবদুল্লা বিন সাবুরাহর মস্তকের বিনিময় মূল্য নিরূপিত করা হইয়াছিল। আফ্রিকার এই মহাবিজয় হিজরীর ২৭ সনে সংঘটিত হয়।

বিজয়ের পর অঙ্গীকৃত পুরস্কার প্রদানের জন্য গ্রেগরিয়াস-হন্তাকে অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু একটি প্রাণীও সেই নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার লইতে আসিলনা দেখিয়া আবদুল্লাহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে গ্রেগরিয়াস-দুহিতা যখন পিতৃহন্তা ইব্‌নে জোবায়েরকে দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল তখন আরববীরের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও বিনীত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। তারপর ইব্‌নে জোবায়েরের হস্তে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, আফ্রিকার হুকুমাত এবং সেই অসামান্যা সুন্দরী ললনাকে অর্পণ করিতে গেলে তিনি প্রশান্ত চিত্তে উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মের সেবা ও আল্লাহ্-নামের মহিমা প্রচারার্থে আমার অসি নিষ্কোষিত হইয়াছে, পার্থিব সৌন্দর্য্য এবং নশ্বর ধনৈশ্বর্য্যের লালসায় আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইনাই।" ইব্‌নে জোবায়েরকে আর কোন রূপে পরিতুষ্ট করিবার উপায় না দেখিয়া অবশেষে আবদুল্লাহ তাঁহার উপর মদিনার বিজয় সংবাদ ঘোষণা স্বরূপ সম্মানজনক ভার অর্পণ করিয়া গুণীর গুণের কথঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিলেন। ত্যাগ, মহিমা ও সত্যনিষ্ঠার কী অত্যুজ্জ্বল আদর্শই না তিনি এইখানে রাখিয়া গিয়াছেন! জগতের ইতিহাসে বাস্তবিকই ইহা বিরল। ইসলামের বিশ্ব বিজয় এত সহজে হয় নাই। ইহার পশ্চাতে ছিল একটা জীবনব্যাপী বিরাট কৃচ্ছ্রসাধনা, এক বিপুল আত্মত্যাগ, এক সুমহান আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রেরণা। এই রূপে তাঁহারা আখেরাতের সেই অবিনশ্বর সুখশান্তির অনুসন্ধান করিতে গিয়া পার্থিব ধন ঐশ্বর্য্যকে চিরদিন একান্ত হেলার ভরে পদদলিত করিয়া জগতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব মহত্ত্ব, ধর্ম্মানুরাগ ও ন্যায়ানুবর্ত্তিতার পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ

মোহাম্মদ আবদুল গণি জামালী
[এম, এ, দ্বিতীয় বর্ষ, ইছলামিক হিষ্ট্রী এণ্ড কালচার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]

আধুনিক যুগে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য ও পরস্পর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের উন্নতি সমাজের উন্নতি ছাড়া কল্পনার অতীত। সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকদের ভিতর সৌহার্দস্থাপন ও শৃংখলা বিধান এবং সকলের সর্ববিধ উন্নতির পথ প্রদর্শন ও সকলের জন্য সমভাবে সহায়তার হস্ত সম্প্রসারণ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের প্রাথমিক ও প্রধান কর্তব্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আদর্শবাদী রাষ্ট্রকে ইহার উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যভার বহন করার প্রয়োজন ঘটে। তাদের সামনে থাকে একটা আদর্শ রাষ্ট্রবিধান ও সমাজব্যবস্থা এবং একটা নির্দিষ্ট জীবনপদ্ধতির প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামকে কার্যকরী করার জন্য চাই একটি সুপরিকল্পিত কার্য-সূচী এবং ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবৃন্দ কর্তৃক বাস্তব পন্থা অবলম্বন, বিরামহীন চেষ্টা ও কৃচ্ছ্রসাধনার আশ্রয় গ্রহণ এবং কঠোরতম শৃংখলার অনুসরণ। অপর পক্ষে চাই সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোকদের অন্তরের ভিতর আদর্শ-প্রীতি, উহার রূপায়ণের জন্য আগ্রহ বোধ এবং অটল বিশ্বাস ও একনিষ্ঠ কর্মস্পৃহা।

পাকিস্তান একটী আদর্শবাদী রাষ্ট্র। ১৪০০ শত বৎসর পূর্বে আল্লাহর প্রেরিত ও নির্বাচিত রছুল মানবত্রাণ মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) রাষ্ট্র পরিচালনা, সমাজ ব্যবস্থা এবং জীবনপদ্ধতির যে সুনির্দিষ্ট — বিধান রেখে গিয়েছেন এবং যা তিনি এবং তাঁর পরবর্তী সত্যপথ অনুসারী খলিফা চতুষ্টয় রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে রূপায়িত করে দেখিয়ে গেছেন—সেই বিধান ও জীবনদর্শনকে পাকিস্তান আপন আদর্শ-রূপে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু তাকে রূপায়িত করার জন্য যে বাস্তব পন্থা অবলম্বন করা দরকার পাক সরকার তা করেছেন কি? তারপর সমাজের বিভিন্নস্তরের লোকদের ভিতর এ সম্পর্কে যে উৎসাহ থাকা আবশ্যক, যে দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন স্পৃহা থাকা প্রয়োজন তার কোন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি? পাকিস্তানকে আদর্শ ইছলামী রাষ্ট্ররূপে গ'ড়ে তুলতে হলে রাষ্ট্র পরিচালকদের বর্তমান কর্তব্য কি? সমাজের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্ব কি?

বক্ষমান প্রবন্ধে আমার ক্ষুদ্র বিবেচনা অনুসারে উপরের প্রশ্নসমূহের জওয়াব দান এবং আলোচনার চেষ্টা করব। এ সম্বন্ধে সত্যকার সমাজ দরদী নেতা এবং বিশেষ ক'রে শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

পাকিস্তানের (এবং আধুনিক সব দেশের সব রাষ্ট্রের) শাসন কর্তৃপক্ষীয়দের মোটামুটি ৩ ভাগে বিভক্ত ক'রা যেতে পারে। **১ম, আইন পরিষদ ও মন্ত্রী মণ্ডলী।** এঁরা শাসনের নীতি (Policy) ঠিক করে দেবেন এবং আইন পাশ করবেন। ন্যায় নীতি অনুসারে নিজেদের কার্যকলাপে তাঁরা তাদের প্রচারিত আদর্শের জীবন্ত প্রতীক হবেন।

২য়, বিভাগীয় কর্মকর্তা: এঁরা শাসনের নীতি ও আদর্শকে কার্যকরী করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন, মন্ত্রী মণ্ডলী ও আইন পরিষদ যে আইন পাশ করবেন সেটাকে কার্যকরী করার পথ ঠিক ক'রে দেবেন এবং অধঃস্তন কর্মচারীদের আদর্শস্থানীয় হবেন।

৩য়, আমলাবৃন্দ: এঁরা শাসন যন্ত্রটিকে চালু রাখবেন। পরিগৃহীত নীতিকে মঞ্জুরীকৃত পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবে রূপায়িত করবেন। ন্যায় নীতির হবেন তারা অকুণ্ঠ পূজারী, লোভ লালসা ও দুর্নীতির উর্ধে তাঁরা সদা বিরাজ করবেন। ব্যবহারিক জীবনে তাঁরা রাষ্ট্রাদর্শকে কখনও ক্ষুন্ন হ'তে দেবেন না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত লোকদের বাদ দিলে যে বৃহত্তর সমাজ অবশিষ্ট থাকে তাদেরকে মোটামুটি ৫ ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১। **রাজনীতির চর্চাকারী এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।** এঁদের অধিকাংশই আইন ব্যবসায়ী। এঁরা তাদের ব্যবসায়ের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের এক বড় অংশের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পান। অবসর সময় তাঁরা রাজনীতির চর্চা করেন এবং মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির সোপান উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে আইন পরিষদে প্রবেশ ও ক্ষমতা দখলের লড়াই এর ময়দানে অবতীর্ণ হন। জনসেবার প্রচুর সুযোগ তাঁরা এর ভিতর প্রাপ্ত হন এবং ইচ্ছা করলে সমাজের সমূহ কল্যাণ তাঁরা সাধন করতে পারেন।

২। **শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কৃষক ও কুটীরশিল্পী সম্প্রদায়।** এঁরাই সমাজ দেহের বৃহত্তর অংশ। বর্তমান সমাজের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এদের অল্প সংখক ভাগ্যবান—শোষকের ভূমিকায় অভিনয় ক'রছেন, বাকী গুলো শোষতের শ্রেণীভুক্ত হয়ে আছেন। ইছলামের শ্রেণীহীন, ভেদহীন আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায়—এঁদেরকে ন্যায়পরায়ণ, স্বার্থত্যাগী ও কর্তব্যসজাগ ক'রে তুলতে না পারলে সাফল্যের আশা সুদূর পরাহত।

৩। **শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মণ্ডলী।** ছাত্র সমাজ, শিক্ষিত জনমণ্ডলী এবং জনসাধারণের উপর এঁদের বিপুল প্রভাব। শিক্ষক ও অধ্যাপকবৃন্দের উপরই ছাত্র সমাজের ভাবধারার নিয়ন্ত্রণ এবং সুপথে পরিচালনার পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত। সাহিত্যিকগণ ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজের সামনে মিল্লতের আদর্শকে যেমন উঁচু ক'রে এবং লোভনীয় আকারে তুলে ধরতে পারেন এমন আর কাউকে দিয়ে হ'তে পারেনা। ন্যায় এবং নীতির স্বপক্ষে জনমত গঠন এবং অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমণ্ডলীকে সুসংবদ্ধ করতে সংবাদ পত্র শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র। জনসমক্ষে রাষ্ট্রাদর্শের প্রচারেও এর ক্ষমতা অশেষ, কোন জুড়ি নেই বললেও চলে।

৪। **ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়।** এঁরা সমাজ দেহের প্রাণবান অংশ, দেশের ও মিল্লতের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসার স্থল। অফুরন্ত তাঁদের উৎসাহ, দুর্মদ তাদের কর্মশক্তি, ঘুমন্ত তাঁদের প্রাণপ্রবাহ, সম্ভাবনা সমুজ্জ্বল তাঁদের সৃজনীশক্তি। গতি চঞ্চল তাদের প্রকৃতি আর কর্মই তাঁদের ধর্ম। এঁদের সুপরিচালিত করতে পারলে এবং ইছলামী আদর্শের বীজ এঁদের অন্তরক্ষেত্রে ঠিকমত রোপিত করতে পারলে ফলের আশা সুনিশ্চিত। কিন্তু বিরোধী ভাবধারা যদি তাঁদের অন্তরের ইছলামী আদর্শের ক্ষীণ ধারণাকে ছেয়ে ফেলার সুযোগ পায় তা হ'লে তার কুফল সুদূর প্রসারী হ'তে বাধ্য।

৫। **পীর ও উলামা সম্প্রদায়**—ইছলামের শিক্ষা তথা কোরআন হাদীছের মূর্তিমান তর্জুমান এঁরা। ইছলামী রাষ্ট্রে এঁদের আদর্শবান ও অপরের দৃষ্টান্ত স্থল হওয়ার প্রয়োজন সমধিক। জনসমাজে এখনও এঁদের প্রভাব অপ্রতিহত যদিও পূর্বের চেয়ে এখন অনেক কম। ইছলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনে, ইছলামী জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা প্রদানে এঁদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ দায়িত্ব সম্পাদনে অপারগতা, কর্তব্যকর্মে অবহেলা এবং দৃষ্টান্ত স্থাপনে অসামর্থতার ফল জনসমাজে এবং বিশেষ ক'রে শিক্ষিত মহলে মোটেই শুভ নহে।

... ...

এখন শাসক ও শাসক-বহির্ভূত উপর-উল্লিখিত বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকবৃন্দ কি রূপে তাঁদের কর্তব্য কাজের আঞ্জাম দিচ্ছেন ধারাবাহিক ভাবে তার আলোচনার চেষ্টা করব।

প্রথম, কেন্দ্রীয় সরকারের গবর্ণর জেনারেল ও তাঁর মন্ত্রীমণ্ডলী এবং আইন পরিষদ, প্রাদেশিক সরকারের গবর্ণর, মন্ত্রীমণ্ডলী ও আইন মজলিসের কথা। রাষ্ট্রতরণী পরিচালনার দায়িত্ব এঁদেরই উপর ন্যস্ত। ইছলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান। ইছলামের দোহাই দিয়েই হ'ল এ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন। এঁদের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কর্তব্য ছিল—ইছলামী ছাঁচে দেশের

www.ahlehadeethbd.org

শাসনতন্ত্রের কাঠামো তৈয়ার করা। সুদীর্ঘ ছ বৎসরেও এরা সে কাজ সুসম্পন্ন করা ত দূরের কথা প্রাথমিক ব্যবস্থা— অর্থাৎ শাসনতন্ত্রের মূল্য নীতি গুলোকেই ঠিক করতে পারলেন না। নানা রূপ গড়িমসি এবং দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নিয়ে এই নিতান্ত জরুরী কাজকে তাঁরা পিছিয়ে দিয়েছেন এবং আরও দিতে চাচ্ছেন। তাঁরা অন্যান্য কাজে প্রয়োজনবোধে বহু অর্ডিনান্স জারি করেছেন—সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের নামে কত কালাকানুন তৈয়ার করেছেন এবং তা বলবৎ করতে গিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপে জুলুমের ষ্টীম রোলার চালিয়ে কত নিরীহ জীবকে যে পিষে মেরেছেন তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু এই রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তা আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের নির্দেশিত এই প্রাথমিক কর্তব্যটিকে তাঁরা বিস্মৃতির অতল তলেই ডুবিয়ে রেখেছেন,—

الذين ان مكنهم فى الارض اقاموا الصلوٰة واتوا الزكوٰة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر—

"তাঁদিগকে এই পৃথিবীর বুকে যদি আমরা ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করি, তারা তখন নামাযকে — প্রতিষ্ঠিত করে, যাকাত আদা করে, কল্যাণের জন্য লোকদেরকে আদেশ করে এবং অমঙ্গলের কাজ করতে নিষেধ করে।

আল্লাহর বিধানকে বলবৎ করার জন্যই আমরা পাকিস্তান রূপ একটি রাষ্ট্র কামনা করেছিলাম। আল্লাহ আমাদের কামনাকে পূর্ণ করেছেন, তিনি পাকিস্তান নামক একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি দেখতে চান: আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করি কি না। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাই আমাদের শাসকবর্গের সর্বপ্রথম কর্তব্য ছিল নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করা, যাকাত আদায় ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করা এবং কল্যাণের জন্য আদেশ ও অকল্যাণের জন্য নিষেধ বাণী প্রচারের সুবন্দোবস্ত করা। দুঃখের বিষয় তাঁরা এর একটির দিকেও মনোযোগপ্রদান প্রয়োজনবোধ করেননি। অথচ এ কাজে আইনগত বাধা, শাসনতান্ত্রিক বিপত্তি বা সাময়িক অসুবিধা বোধ হয় কিছুই ছিল না। অতি অনায়াসে এই আদেশ বাণীগুলোকে কার্যকরী করে দেশের চেহারাকে বিলকুল বদলিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল, যদি তা করা হ'ত তা'হলে অনাচার ও দুর্নীতি এবং কলুষিত আবহাওয়ার পরিবর্তে আজ হয়ত আমরা একটা সুন্দর ও মনোরম অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হতাম।

এখন শুধু নমাযের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এখানে দু একটা কথা বলছি। পূর্ণ ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রণীত ও বলবৎ হওয়ার পূর্বে নামাযের হুকুমকে সর্বসাধারণ মুছলমানদের মধ্যে আইনতঃ অবশ্যপাল্য এবং না-পড়ার অপরাধের জন্য শাস্তিভোগের ব্যবস্থাপ্রদান যদি সম্ভবপর নাও হ'ত, তা হলে তাঁরা দুটো কাজ আপাততঃ অনায়াসে করতে পারতেন। প্রথম গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী সকলকে সকল ক্ষেত্রে নমাযের আদেশ প্রদান, দ্বিতীয়—বিভিন্ন স্তরের শাসনকর্তাগণ কর্তৃক তাঁদের কর্মকেন্দ্রের জামে মছজিদের এমামতি গ্রহণ। এ'তে তাঁরা নিজেরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকার যা পাবার পেতেন, অধিকন্তু এর নৈতিক প্রভাবে সাধারণ্যে আশ্চর্য ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যেতো।

কথাগুলোর বাস্তব উদাহরণ এবং তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। ইছলামের সমস্ত বিধি বিধানের মধ্যে নমাযের স্থান সর্বোচ্চে। নমাযের দ্বারা একদিকে যেমন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অন্যদিকে ব্যক্তির শারীরিক পবিত্রতা ও আত্মিক উন্নতির পথও প্রশস্ত হয়, অধিকন্তু মুছলমান মুছলমানে ভ্রাতৃভাব বর্ধিত হয় এবং ঐক্য ও নিয়ম শৃঙ্খলার সুমহান শিক্ষায় তাকে অভ্যস্থ ক'রে তোলা হয়। নমাযের গুরুত্ব এবং উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এটা নয়। প্রাথমিক যুগে মুছলমানগণ কোন অবস্থাতেই নমায পরিত্যাগ করতেন না— এমন কি, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু আক্রমণের সম্মুখে নিষ্ঠার সঙ্গে একদল নামায আদা করতেন অন্যদল যুদ্ধ করতেন ফের নামাযরতদল যুদ্ধ করতেন, যুদ্ধরতদল

www.ahlehadeethbd.org

এসে নামায আদা করতেন। মোটের উপর — নামাযকে তখন ইছলামের অপরিহার্য অঙ্গ এবং শক্তি স্তম্ভরূপেই বিশ্বাস করা হ'ত। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং বলেছেন,—

الصلوة عماد الدين فمن اقامها اقام الدين و من تركها فقد هدم الدين -

"নামায দ্বীনের স্তম্ভস্বরূপ, যে ব্যক্তি নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করল সে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করল এবং যে উহা পরিত্যাগ করল সে দ্বীনকে বিধ্বস্ত করল।"

দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থার এই শক্তি স্তম্ভের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন শাসকমণ্ডলীর অমার্জনীয় অপরাধ। আইন ক'রে নমায পড়াকে সকল বয়স্ক মুছলমানের জন্য অবশ্য পাল্য এবং না পড়াকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ রূপে ঘোষণার পিছনে আইনগত অসুবিধে আছে কিনা আমরা অবগত নই। কিন্তু গবর্ণর জেনারেল থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত অধঃস্তন কর্মচারীর জন্য অন্ততঃ অফিস টাইমে যোহর ও আছরের নামাযকে সরকার অবশ্যপাঠ্য করতে পারতেন। এবং — তার জন্য প্রয়োজনীয় এন্তেজাম করাও খুব দুঃসাধ্য বোধ হয় হ'ত না। এর ফলে বিদেশে আমাদের রাষ্ট্রীয় দূত এবং দূতাবাসের কর্মচারীবৃন্দ যে যেখানেই থাকুন নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়তেন। এতে করে আমাদের রাষ্ট্রাদর্শের ইছলামীয়ত্ব এবং বাস্তবক্ষেত্রে আদর্শের প্রতি কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা সম্বন্ধে বিদেশীদেরও একটা সুউচ্চ ধারণার সৃষ্টি হ'ত। দেশে সমস্ত অফিস আদালতের ভিতর এরূপ নামাযের পাবন্দী দেখে বাইরের অন্য লোকও নামাযের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে উঠত। দ্বিতীয় কথা, আমাদের গবর্ণর জেনারেল যদি করাচীর জামে মছজিদে, পূর্ববঙ্গের গবর্ণর যদি ঢাকার জামে মছজিদে এবং এরূপ ভাবে বিভাগীয় কমিশনার, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা হাকিম, থানার দারোগা, ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট স্ব স্ব কেন্দ্রের জামে মছজিদগুলোতে অন্ততঃ শুক্রবার দিবস খোৎবা পাঠ এবং নামাযের ইমামতি করতেন তা হ'লে এর প্রতিক্রিয়া জনসমাজে কিরূপ দাঁড়াত, তা সহজেই অনুমেয়।

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر -

"নমায নিশ্চিতভাবে ফাহেশা ও অপছন্দনীয়-খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে।" নামাযকে কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ সরকারী কর্মচারীবৃন্দ যদি ঠিক ঠিকমত প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন, তা' হলে কোরআনের — বিঘোষিত বাণী অনুসারে দেশ আজিকার বহু প্রচলিত দুর্নীতি, অনাচার, স্বজনপ্রীতি ঘুষ রেশাওয়াৎ (যা পাকিস্তানকে ছেয়ে নিয়েছে) হ'তে মুক্ত হ'তে পারত। সরকার দুর্নীতি দমনের জন্য দুর্নীতি দমন বিভাগ [Anti corruption Dept.] খুলেছেন। কিন্তু যে শর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ান হ'বে তাতেই যদি ভূত থেকে যায়, তা হলে ফল কি দাঁড়াবে তা বুঝতে কষ্ট হ'বার কথা নয়। ঘুষ যে অন্যায় এবং এ অন্যায়ের জন্য দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় স্থানেই চরম শাস্তিভোগ করতে হ'বে এ বিশ্বাস এবং প্রত্যয় বোধ যে পর্যন্ত ঘুষ গ্রহণকারীর অন্তরে বদ্ধমূল না হবে সে পর্যন্ত এ দোষ কস্মিনকালে দূর হ'তে পারে না।

বিভাগীয় কিম্বা আঞ্চলিক কর্মকর্তার কথাই বলুন অথবা সাধারণ আমলাদের কথাই ধরুন এরা সকলেই একটা নির্দিষ্ট সুবৃহৎ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মাত্র। আর এ যন্ত্রের অংশগুলো সম্পূর্ণ ব্রিটিশেরই হাতে গড়া, খাস তাঁদেরই প্রয়োজনে তাঁদেরই ছাচে— নির্মিত। তাই এ যন্ত্র ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যই বহন ক'রে নির্দিষ্ট নিয়মে ঘুরে চল্‌ছে। কিন্তু তবু এরা ক্রিয়াশীল ও ক্রিয়াগ্রহী মানুষ। ব্রিটিশ আমলের পুরাতন কুফরী পরিবেশের পরিবর্তে যদি রাষ্ট্র পরিচালকগণ ইছলামী পরিবেশ সৃষ্টির সত্যকার কোন প্রয়াস পেতেন তাহলে পুরাপুরি না হলেও আংশিক সফল কাম তাঁরা নিশ্চিত ভাবে হ'তে পারতেন। কিন্তু তাঁরা তা করেন নাই। ফলে দেশের নাগরিকবৃন্দের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের রাজ কর্মচারীদের যেমন— প্রভুভৃত্য সম্পর্কের মনোভাব গড়ে উঠেছিল আজও তাই কায়েম রয়েছে। এখনও কিছুতেই তাঁরা ভাবতে পারেন না, তাঁরা জনসাধারণের প্রভু নন, সেবক ও খাদেম মাত্র, জনগণের অন্যায় শোষণ নয়, সনিষ্ঠ খেদমতই তাঁদের একমাত্র কর্তব্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২। এখন আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। পূর্বেই বলেছি এদের অধিকাংশই আইনজীবী শ্রেণী থেকে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সোপান অতিক্রম ক'রে অবশেষে আইন পরিষদের চরম লক্ষে পৌছবার চেষ্টা করেন। আর কেউ বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠানের চেয়ার গুলোকে গরম ক'রে ক'রে আর জনসমক্ষে বক্তৃতার তুবড়ি ফুটিয়ে অথবা নবীন পথচারীদের ক্ষেপিয়ে তুলে নিজেদের পথ পরিষ্কার করে নেন। বলতে কি বর্তমানে আমাদের ঘুণে ধরা সমাজ ব্যবস্থাই এঁদের এই নেতৃত্ব গ্রহণের অনুকূল পরিবেশ এবং ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দিচ্ছে। সমাজ জীবনে যারা জন বল ও অর্থের অধিকারী এবং কৌশল ও ফন্দি ফিকির, ফাঁকি ও চালবাজিতে যে যত বেশী উস্তাদ ও পটু তিনি তত শীঘ্র এই নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হন এবং গণ আন্দোলন বা স্বায়ত্ব শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভাগ্য বিধাতা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর থেকে আরম্ভ করে— সর্বোচ্চ আইন পরিষদের সদস্য পর্যন্ত, ক্ষুদ্র ও আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা গ্রাম্য সমাজের মোড়লের পদ থেকে শুরু করে বৃহৎগণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান নেতৃত্বের আসন পর্যন্ত ঐ একই খেলা চলছে। অবশ্য এর ভিতর যে দু চারজন ভাল লোক নেই—যারা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি নির্লিপ্ত থেকেও দেশ ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ চিন্তায় মশগুল থাকেন—এমন কথা জোর করে— বলা চলে না। দেশ ও সমাজের খালেছ খেদমতের উদ্দেশ্যে হয়ত দু একটা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে—কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য, কার্য সূচি সীমাবদ্ধ এবং পারস্পরিক সংযোগিতার অভাবে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথও ব্যাহত।

এতো গেল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতা ও পরিচালকদের কথা। প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভ্য ও সমর্থকবৃন্দেরও একটা দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাধারণ সভ্যরা মোটেই তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ ও সচেতন নয়। প্রায়ই দেখা যায় উর্ধতন মহল থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সাধারণ সভ্যরা বিনা দ্বিধায় নির্বিচারে তা মেনে নেয়। সিদ্ধান্তের — সম্ভাব্য ত্রুটী বিচ্যুতির সংশোধন বা নূতন পন্থা অনুসরণের দাবী উত্থাপন ও তাকীদ সম্বন্ধে তাদের দায়িত্ব তারা অনায়াসে পালন করতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কিছুই করা হয় না। যাদের উপর আস্থা স্থাপন করা হয়েছে তাঁরা মেহেরবানী ক'রে যা করবেন তাতেই তারা পরম সন্তুষ্ট।

যে দেশে ইছলামের সুষ্ঠু, সুন্দর ও শাশ্বত আদর্শকে প্রতিষ্ঠা এবং উহার নির্খুত সমাজ ব্যবস্থাকে বলবৎ করার প্রতিজ্ঞায় আজাদি হাছেল করা হয়েছে, সে দেশ আজও কেন দুর্নীতিমুক্ত হ'তে পারলনা, ক্ষমতার অধিকারী, সমাজ পতি, নেতৃবৃন্দ এবং জনপ্রতিনিধি গণ প্রায় সকলেই কেন দেশ, সমাজ ও মিল্লতের সাধারণ স্বার্থকে ব্যক্তি, শ্রেণী ও দলীয় স্বার্থের উপরে স্থান দিতে পারছেন না, সকলেই মুখে লম্বা লম্বা বুলি আওড়িয়ে কার্যতঃ জনগণকে কেন ইচ্ছাক্রমে ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়েই চলেছেন এবং জনগণও কেন নীরবে এসব অনাচার মুখ বুজে সয়ে যাচ্ছে এবং সেগুলোকে গা-সহা চিরাভ্যস্ত কাজ বলে মেনে নিচ্ছে চিন্তাবিদ্দের এখন এ বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার প্রয়োজন ঘটেছে।

২। এখন শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক ও কুটীরশিল্পীর কথা। জাতির বৃহত্তর এবং প্রধানতর অংশই এরা। এই কয় শ্রেণীর উন্নতির উপরই দেশ ও সমাজের আর্থিক মেরুদণ্ডের বলিষ্ঠতা নির্ভর করে। এই কয়েক শ্রেণীকে আবার আর্থিক অবস্থা হিসেবে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম বিত্তহীন,—সামান্য মূলধন ওয়ালা ব্যবসায়ী, কুটীরশিল্পী অল্প জমির অধিকারী বা জমিহীন কৃষক এবং সাধারণ শ্রমিক এই শ্রেণীতে পড়ে, দ্বিতীয় বিত্তবান, বৃহৎ শিল্পপতি, বড় বড় বণিক এবং জোতদারগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রথম দল চিরদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ক'রে স্ত্রী পুত্র নিয়ে কোন মতে দিন গুজরান ক'রে যাচ্ছে, দ্বিতীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দলের গোলার ধান, সিন্দুকের টাকা, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই টাকা ও সম্পত্তির জোরে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ক্রমেই বর্ধিত হচ্ছে। এরই বলে তাঁরা দুর্বলচরিত্রের রাজনীতিক ও সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রভাব—বিস্তার ক'রে এই কণ্ট্রোল ও পারমিটের যুগে উচ্চ লাভের বখরা ভাগাভাগি করে নেয়ার নীতিকে বেশ ভাল ভাবে আয়ত্ত করে নিয়েছে। এদের দুরন্ত লোভের পিপাসা মিটাতে জনসাধারণ হয়রান, পেরেশান এবং অবশেষে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে।

এ অবস্থা ক্যাপিট্যালিষ্টিক অর্থ ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবি পরিণতি। এর প্রতিকার-উপায় কম্যুনিজম নয়, ইছলাম। ইছলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ প্রবর্তন দ্বারাই এই অব্যবস্থার প্রতিকার সম্ভব, অন্য কোন উপায়ে নহে। দুঃখের বিষয় আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালক, রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজপতিগণের যথাযোগ্য দৃষ্টি এবং প্রতিবিধানের সত্যকার আগ্রহ এদিকে নেই বললেই চলে।

৩। এখন জাতিগঠনে ও সামাজিক উন্নতি বিধানে শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণের কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা আলোচনা করা যাক। এ বিষয়ে শিক্ষকদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায় এবং নিয়মিত ব্যবস্থাপনায় তাঁদেরদ্বারা যে কাজ গ্রহণের সুযোগ ছিল সেদিকে সরকার চরম ঔদাসিন্য দেখিয়েছেন, এ ব্যাপারে তাদের সত্যকার তৎপরতার কোন লক্ষণই আমাদের চোখে পড়েনা। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার, পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের সৃষ্টির মহান দায়িত্ব শিক্ষকদের উপরই ন্যস্ত। — অন্ততঃ আর্থিক চিন্তা থেকে যদি সরকার সম্পূর্ণরূপে তাঁদের মুক্ত রাখবার ব্যবস্থা করতেন, তাহলেও হয়ত তাঁরা তাঁদের পূর্ণশক্তি ছাত্রদের প্রকৃত মানুষ তৈয়ারীর কাজে নিয়োজিত করতে পারতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ ৬ বছর পরও সরকার শিক্ষকদের প্রতি ব্রিটিশের চির-উপেক্ষার নীতির এতটুকু পরিবর্তন সাধন করলেন না। তবু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দ সাধ্যমত তাঁদের কর্তব্য চালিয়ে যাচ্ছেন নানা রূপ অসুবিধে এবং দারিদ্রের কষ্ট যন্ত্রণা মাথা পেতে নিয়ে। জীবন যুদ্ধের সংগ্রাম চালাতে গিয়ে তাঁদের পক্ষে ক্লাসগৃহের পাঠন ব্যতিরেকে আর কিছু করা প্রায়ই সম্ভব হয়ে উঠে না। তবে এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যাপকগণ বেশ কিছুটা সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাঁদের সংসার খরচ নির্বাহের জন্য অন্য কোন ফন্দি ফিকিরের পথে প্রায়শঃ হাঁটতে হয় না। তাঁরা সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও বেশ খানিকটা অবদান দিতে পারেন এবং ছাত্রদেরকে পাঠ্যাতিরিক্ত কার্যাবলীতে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারেন। জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিও তাঁদের গবেষণামূলক অবদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নগণ্য সংখ্যক অধ্যাপক ছাড়া এই শ্রম ও কার্যতৎপরতার পথে অধিকাংশই বড় বেশী এগিয়ে আসেন না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, ইছলামকে বুঝবার এবং বুঝাবার আগ্রহ তাঁদের অন্তরে জাগ্রত হয় না বললেই চলে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যাঁরা কিছুটা মনোযোগ দিয়েছেন বলে মনে হয় তাঁদের সংখ্যা নেহায়েতই অকিঞ্চিৎকর।

সাহিত্যিক ও সাংবাদিকগণ তাঁদের সাহিত্য ও সংবাদপত্রে নূতন পথের ইঙ্গিতদান এবং সমাজ ও সরকারের গঠনমূলক সমালোচনাদ্বারা যথেষ্ট কাজ করতে পারেন। কিন্তু আফছোছ যে, আমাদের সাহিত্যিক ও সাংবাদিকবৃন্দের একটা বড় অংশের মন ও মস্তিষ্ককে অধিকার করে বসে আছে বিদেশীয়, বিজাতীয় এবং ইছলামের বিপরীত আদর্শের বৈচিত্রময় রঙ্গীন ছবি। আবার অল্প সংখ্যক উদার নৈতিকের দৃষ্টিতে লেগে আছে বাঙ্গালী জাতীয়তার উন্মাদ নেশা। আজ তাই আমাদের সাহিত্যে ইছলামের বলিষ্ঠ আদর্শের কোন প্রেরণা আমরা খুঁজে পাইনা, পাই এ আদর্শ থেকে ভ্রান্তপথে টেনে নেওয়ার অশুভ ইঙ্গিত আর আদর্শকে ভুল বুঝার বিচিত্র উপাদান। প্রতিষ্ঠাবান সংবাদ পত্র গুলোরও প্রায় ঐ একই অবস্থা। আজপর্যন্ত পূর্ণ ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যক্তি, শ্রেণী ও দলীয় স্বার্থের উর্ধে উঠে

www.ahlehadeethbd.org

একখানা দৈনিক বা সাপ্তাহিককেও দৃপ্তকণ্ঠে আহ্বান জানাতে দেখিনা। অনেক সময় হয়ত ব্যবস্থাপক ও লেখকবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মালিক পক্ষের অর্থোপার্জনের দুর্দমনীয় আকাঙ্খা আদর্শবিরোধী প্রচারকার্যের ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য করে থাকে।

৪। এখন বাকী থাকছে সমাজের আর দুটি গুরুত্ব পূর্ণ অংশের কথা। এরা ছাত্র ও যুব সমাজ এবং উল্যমা সম্প্রদায়। আমাদ পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের বর্তমান অবস্থা যখন এমন নৈরাশ্যজনক, তখন এই দু শ্রেণীর উপরেই অনেকে এখনও কিছুটা আশা ভরসা পোষণ করে থাকেন। ছাত্র ও যুব সমাজের প্রাণ প্রাচুর্য এবং উৎসাহ উদ্দীপনার ইঙ্গিত পূর্বেই করা হয়েছে। এরা করতে পারেন না এমন কাজ নেই, কিন্তু এখন প্রয়োজন: এদের আদর্শ মাফিক শিক্ষাদান এবং সুষ্ঠু নেতৃত্বপ্রদান। এ দুটো কাজ করতে পারা গেলে তাঁদের দ্বারা দেশ ও সমাজের উন্নয়নমূলক বহু মূল্যবান কাজ পাওয়া যেতো। পাকিস্তান আন্দোলনে এরা মিলিত ভাবে যে খেদমতের আঞ্জাম দিয়েছিলেন তা সত্যই অপূর্ব। কিন্তু পাকিস্তান হাছেলের পর তাঁদের অবস্থাটা কি? শিক্ষার পুরাতন আদর্শ ও পদ্ধতির অনুসরণ এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, এই দুই প্রধান কারণে ছাত্রদের অধিকাংশই আজ দিশেহারা ও বিভ্রান্ত দৃষ্টি। কোথাও তাঁরা জনসেবার নামে কম্যুনিজমের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন—কোথাও টকি সিনেমা আর যৌন সাহিত্যের অন্ধ আকর্ষণে তাঁদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে আঁধারে ঢেকে দিচ্ছেন। অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রের মনে ইছলাম-প্রীতি আজও বজায় রয়েছে কিন্তু যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিক পথ প্রদর্শনের অভাবে তাঁরা—কেবল প্রাণের আবেগে হয়ত কিছুটা এগিয়ে যাবার ও জনগণের কিঞ্চিৎ সেবা করার প্রয়াস পাচ্ছেন। কিন্তু উৎসাহ ও সক্রিয় সমর্থনের অভাবে একাজও অত্যন্ত মন্থর গতিতে এগোচ্ছে।

৫। উপেক্ষিত ইছলাম এবং নির্যাতিত মুছলিম জন সমাজের সামনে আশার বাণী শুনাতে পারেন একমাত্র সত্যকার আলেম সমাজ। ইছলামের শিক্ষা-কোরআন ও হাদীছের বাণী মুছলমানদের জন্য চিরকাল আবেহায়াত—মৃতসঞ্জীবনী সুধা। শ্রদ্ধেয় আলেম সমাজই এই সুধার ধারক ও বাহক। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরাও সমাজের সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারছেন না। কিন্তু কেন? অনুসন্ধানে এর দুটো কারণ বের হ'তে পারে। ১ম, আরবী শিক্ষা-ব্যবস্থার গলৎ, ২য়, শিক্ষা সমাপ্তির পর সংসার সমরক্ষেত্রে আজীবন সংগ্রাম। প্রাচীন আরবী শিক্ষা-ব্যবস্থা আজিকার আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের এই চরমোৎকর্ষতার যুগে কিছুতেই তাল ঠিক রাখতে পারছেনা আর ব্রিটীশের তৈরী জীবনক্ষেত্রে আর্থিক উপার্জনের দিক দিয়েও আরবী শিক্ষার্থীরা অনুকূল পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। সুতরাং জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত হয়ে শুধু জীবন রক্ষা ও পারিবারিক ভরণ পোষণের তাকীদে তাঁদের অনেককে অপরের দ্বারে—যে পদ্ধতিতেই হোক—হাত পাততে হয়। এই খানেই তাঁদের মর্যাদার সুউচ্চ আসন অবনমিত হয়ে যায়। সাধারণ মানুষও এ ব্যাপার থেকে তাঁদেরকে কৃপার দৃষ্টিতে দেখতে শিখে। তারপর পীর ছাহেবানের কথা। তাঁদের পূর্বপুরুষরা বিভিন্ন অঞ্চলে ইছলামের বাতি জ্বালিয়েছিলেন। আজ তাঁদের বংশধরদের মধ্যে হয়ত কেউ কেউ সত্যই যোগ্য এবং ইছলামের একনিষ্ঠ খাদেম থাকতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশের বেলাতেই একথা খাটে না। এঁরা ইছলামে নূতন ক'রে পাদ্রিতন্ত্র বা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচলন করছেন। পিরগিরিকে তাঁরা একটা পেশা হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। কোন কোন স্থলে অবলীলা ক্রমে পীরের আখড়া এবং তাদের যোগ্য খলিফাবৃন্দের খানকাসমূহ শের্ক বেদ্আতের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে।

উপরে বর্ণিত এই নিরাশব্যঞ্জক অবস্থা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে যে, আলেম সমাজের প্রচার প্রপাগাণ্ডা এবং বিরামহীন সাধনা ও চেষ্টার ফলেই ইছলাম আজও যিন্দা রয়েছে। শত অসুবিধা এবং উপহাস উপেক্ষা ক'রে তারা এ কাজে ব্রতী না থাকলে আজ ইছলামের নাম নিশানা দুনিয়ার বুকে কতটুকু অবশিষ্ট থাকতো

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলা যায় না। আজও যদি তাঁরা তাদের ত্রুটী-বিচ্যুতি সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হয়ে তার সংশোধনে মনোনিবেশ করেন এবং নিস্বার্থ ভাবে কোরআন হাদীছের বাণীকে যুগের উপযোগী ক'রে প্রচার করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে অনায়াসে এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যেতে পারে যে, তারা কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও যুব সমাজ সকলকেই যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

বর্তমানের মুখোসধারী নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত আদর্শবাদী নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠাই আজিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সামনে অসুবিধা রয়েছে বিস্তর, বাধা পর্বত প্রমাণ; কিন্তু তা অলঙ্ঘনীয় নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আধুনিক গণতান্ত্রিকতার যুগে নেতৃত্বের নির্বাচক জনসাধারণ। উপযুক্ত চালক ও পথ-প্রদর্শক যদি জনসাধারণের একান্তই কাম্য হয় এবং তারা যদি তাদের কামনা সম্বন্ধে আন্তরিক ভাবে সচেতন হয় তা হলে সফলকাম না হওয়ার কোন কারণ নেই।

কিন্তু আলেম সমাজ ও আদর্শবাদী কর্মীদেরও এ ব্যাপারে দায়িত্ব কম নয়। আজ তাঁদেরকে কর্মতৎপর হ'তে হবে, জনগণের সামনে যেমন উপযোগী ক'রে আদর্শের ব্যাখ্যা দিতে হবে তেমনি তাদের পার্থিব সুবিধা অসুবিধার দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে, তার প্রতিকারের চেষ্টায় যত্নবানও হতে হ'বে। সর্বোপরি আলেম ও আদর্শবাদী কর্মীবৃন্দের ছোট খাট মতভেদগুলোকে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে দিয়ে শক্ত ভাবে ইটগ্রথিত দেয়ালের ন্যায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে, তাঁদের সহায়তার জন্য ছাত্র ও যুব সমাজকে আহ্বান করতে হবে। তার পর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিচালনার শপথ গ্রহণ ক'রে কার্যক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়তে হবে।

সমাজ-দরদী নেতা, আদর্শবাদী কর্মী এবং সমঝদার আলেমবৃন্দ যদি নিষ্ঠার সঙ্গে এই পথ অনুসরণ করতে পারেন, তা হলে পাশ্চাত্যের পূজারী এবং আধুনিকতার অন্ধ অনুসারীবৃন্দ ইছলামকে উপেক্ষা ও উপহাস ক'রে যত লম্ফ ঝম্ফই করুন, আর লাল ঝাণ্ডার প্রতিষ্ঠাকামী ইছলামী আদর্শবাদের প্রকাশ্য দুশমনের দল সমাজের অভাব, দারিদ্র, দুঃখ ও দৈন্যরূপ অসন্তোষের উর্বরক্ষেত্রে বিদ্রোহের—যত রকম বীজই নিক্ষেপ করতে থাকুন, সমস্তই নিস্ফল ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'বে একথা ষোল আনা জোর দিয়েই বলা যেতে পারে। কিন্তু এজন্য চাই ঈমানের তেজ, বিশ্বাসের গভীরতা, একতার বল, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং সর্বোপরি অনুসৃত পন্থার বৈজ্ঞানিকতা।

আজিকার এ সময় এক মহাযুগ সন্ধিক্ষণ। ইছলামপন্থী এবং ইছলাম বিরোধীদের সামনে প্রবল সংঘর্ষের স্পষ্ট স্বাক্ষর আজ দিকে দিকে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। হয় ইছলামের প্রতিষ্ঠা, নতুবা উহার চরম পরাজয়! দেয়ালের এই স্পষ্ট লিখন দেখতে পেয়ে ইছলামপন্থীরা যত শীঘ্র সম্যকরূপে ও সঠিক পন্থায় প্রস্তুত হবেন এবং দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসবেন, ইছলাম এবং পাকিস্তানের পক্ষে তত শীঘ্রই মঙ্গল।

www.ahlehadeethbd.org

কায়েদে আজম স্মরণে

—সৈয়দ রেজা কাদের

স্মৃতি-সৌধ গড়বনা মোরা মর্মর প্রস্তরে,
তব কালজয়ী ভাস্বর স্মৃতি আমাদের অন্তরে
চির অম্লান, চির জীবন্ত বাস্তবতার টানে,
আরিও আছে স্মৃতি পঙ্গু ডানার সজীব কম্পমানে।

*　　*　　*

কি হবে তাই মণি ও মুক্তা দিয়ে,
কি হবে আজ পাথরেতে খাঁজ কেটে,
গড়ে গেছ স্মৃতি মহা আদর্শ দিয়ে,
সেই স্মৃতি পথে আমরা চলেছি হেঁটে।

*　　*　　*

তোমার আজানে স্তম্ভিত হোলো ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ-রাত,
রাত শেষে হোল মুক্ত দিনের নতুন রশ্মিপাত।
কওমেরে ভুলে বিভোর ছিলাম মৃত্যু-শীতল-ঘুমে,
সোনালীয়া ভোরে উঠিলাম জেগে রওশনী-নূর-চুমে।
আল্-আহাদের তক্‌বীর্ নিয়ে গর্জিল সাইমুম,
অনাবাদী মাঠে ফিরে ফিরে এল জীবনের মৌসুম।
এ-সকল ঘিরে, ফসলের শিষে তব স্মৃতি-সুঘ্রাণ,
সিপাহ-সালার! তুমিইতো এর আনিয়াঁছ সন্ধান।

*　　*　　*

কি হবে তাই মণি ও মুক্তা দিয়ে,
কি হবে আজ পাথরেতে খাঁজ কেটে,
গড়ে গেছ স্মৃতি মহা আদর্শ দিয়ে,
সেই স্মৃতি-পথে আমরা চলেছি হেঁটে।

*　　*　　*

সিপাহ-সালার! আবার খুলেছ শাহী-দরজার খিল্,
দিনের দাওয়াতে নিশান উড়ায়ে ডাকিতেছে মঞ্জিল।
রক্ত-উষার দিগন্ত-নীলে আজকে সমর সাজ,
তৌহিদী সেই মশাল জ্বালিয়া করছি কুচ্‌কাওয়াজ।

*　　*　　*

কি হবে তাই মণি ও মুক্তা দিয়ে,
কি হবে আজ পাথরেতে খাঁজ কেটে,
গড়ে গেছ স্মৃতি মহা আদর্শ দিয়ে,
সেই স্মৃতি-পথে আমরা চলেছি হেঁটে।

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানে ইছলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের অভিযান

ভারতীয় মুছলমানগণ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটি স্বতন্ত্র জাতি। তাঁহাদের ধর্ম, তমদ্দুন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ব্যবহারিক জীবন, আচার প্রথা সম্পূর্ণ পৃথক এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত। সুতরাং এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ ও উহাকে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে পূর্ণভাবে রূপায়িত করা এবং উহার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তাহাদের একটি পৃথক আবাসভূমির একান্ত প্রয়োজন। ইহাই ছিল পাকিস্তান দাবীর ভিত্তিমূল।

মুছলমানগণের ঐশিগ্রন্থ কোরআন মজীদ এবং উহার ব্যাখ্যাস্বরূপ হাদীছের গ্রন্থাবলী শুধু প্রচলিত অর্থে ধর্মগ্রন্থ নয়। ধর্মের আনুষ্ঠানিক আদেশ নিষেধ ছাড়াও উহাতে আছে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন-দর্শন, আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবন পরিচালনার শাশ্বত বিধিবিধান। মুছলমানগণ তাহাদের প্রস্তাবিত পাকিস্তানে—নিজস্ব আবাসভূমিতে অন্যের বাধাবিমুক্ত অবস্থায় ও অনুকূল আবহাওয়ায় কোরআন ও হাদীছের উক্ত জীবন-দর্শন, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতিকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বলবৎ করিবেন, প্রতিফলিত করিবেন, রূপায়িত করিয়া তুলিবেন—মুছলিম নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করিয়া কায়েদে আযমের এই প্রতিশ্রুতিতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া আবালবৃদ্ধবণিতা সমস্ত মুছলমান পাকিস্তান আন্দোলনে ঝাপাইয়া পড়েন এবং খোদার মর্যিতে অতি অল্প সময়ে পাকিস্তান কায়েম করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নেতৃবৃন্দের একদল পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক খাঁটি ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার ওয়াদায় স্থির থাকেন কিন্তু অন্য একটিদল এই ওয়াদাকে বানচাল করিয়া দেওয়ার কুমতলবে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা যে প্রচারকার্য চালান তাহার সার নির্যাস এই: ইছলামী শাসনতন্ত্র বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। চতুর্থ খলিফা হযরত আলীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইছলামী শাসন ব্যবস্থার সমাধি রচিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের এই চরমোৎকর্ষতার যুগে ১৪০০ শত বৎসরের প্রাচীন ইছলামী বিধান রাজ্যশাসন ও সমাজ ব্যবস্থার নীতিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। যুগের হাওয়ার সহিত ডানা মেলিয়া আমাদিগকে উড়িতে হইবে—সুতরাং আধুনিক উন্নতির লীলাক্ষেত্র পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধানগুলিকে অনুকরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কেহ কেহ বলিতে থাকেন, ইছলামী শাসন-ব্যবস্থাই আমরা বলবৎ করিব কিন্তু সে ইছলাম মোল্লাদের ইছলাম নয়, মোল্লারা তাঁহাদের জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা, দৃষ্টির অস্বচ্ছতা এবং পরিবেশের কূপ-মণ্ডুকতার জন্য উদার ইছলামকে সঠিক বুঝিতে পারেন নাই, ১৪০০ বৎসর পর্যন্ত তাঁহারা মুছলিম জনমণ্ডলীকে ইছলাম এবং ইছলামী বিধানসমূহের ভুল ব্যাখ্যাই শুনাইয়া আসিয়াছেন, তাহাদের অগ্রগতিকে পিছনের দিকে টানিয়া রাখিয়াছেন! — আমরা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান এবং মার্জিত বুদ্ধির সাহায্যে ইছলামের যে নূতন ব্যাখ্যা প্রদান করিব তাহাই হইবে খাঁটি ও পূর্ণব্যাখ্যা। আমাদের — ব্যাখ্যাকৃত যে ইছলামী বিধান অনুসারে রাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করিব তাহারই বলে পাকিস্তান হইবে একটি ইছলামী রাষ্ট্র!

আমাদের পাশ্চাত্যপন্থী জ্ঞানবুদ্ধ যুক্তিবাদীগণের এই দাবী ও প্রচারণা খাঁটি ইছলামপন্থীদের নিকট একটি চ্যালেঞ্জ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মোহাম্মদীয় (দঃ) ইছলামের প্রতিষ্ঠাকামী এবং ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবীদার—ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর এই চ্যালেঞ্জের সমুচিত জওয়াবদানের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুরূহ দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। ইছলামী শাসনতন্ত্র বলিয়া সত্যই কোন জিনিস আছে কিনা, থাকিলে উহার সূত্র ও মূলনীতিগুলি কি? ইছলামী রাষ্ট্র-বিধানসমূহ শাশ্বত কিনা অর্থাৎ ১৪০০ শত বৎসর পর আজিকার এবং ভবিষ্যতের পরিবর্তিত অবস্থায় উহা প্রযোজ্য হইতে পারে কি না—রাষ্ট্র নেতা এবং জনসাধারণকে উহা বুঝাইয়া বলা এবং উহার—স্বপক্ষে জনমত গঠন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িল। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হইল ইছলামী শাসন সম্বন্ধে পুস্তক পুস্তিকার রচনা ও উহার প্রচারের ব্যবস্থা করা। পূর্বপাকিস্তানে এই দুরূহ অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজের পথ প্রদর্শনের জন্য যখন কেহই আগাইয়া আসিলেন না তখন নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের সভাপতি জনাব হযরত আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছাহেবই শারীরিক অসুস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট হিসাবে "ইছলামী শাসনতন্ত্রের সূত্র" নামক একখানা মূলবান পুস্তক রচনা করিয়া উহা রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ এবং সাধারণ্যে প্রচার করিলেন। অতঃপর জমঈয়তের মাসিক মুখপত্র তর্জুমানুল—হাদীছে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ও ইছলামী শাসনতন্ত্রের পার্থক্য এবং শেষোক্ত শাসননীতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ রচনা করিলেন এবং অবশেষে ইছলামী শাস্ত্র ও ইতিহাসের মহাসমুদ্র মন্থন করিয়া "পাকিস্তানের শাসন সংবিধান" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে উহা জমঈয়ত কর্তৃক প্রচারিত হইল। এই দুই পুস্তকে ইছলামী শাসনের মূলনীতি ও উহার ব্যাখ্যা এবং কিভাবে উহা পাকিস্তানের শাসন-সংবিধানে প্রযোজ্য হইতে পারে তাহা তিনি দেখাইয়া দেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের আশঙ্কা ও সংখ্যালঘুগণের সন্দেহ অপনোদনের চেষ্টা করেন।

জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ শুধু পুস্তক রচনা ও উহা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার শুরু হইতেই ইছলামী শাসনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব এবং উহার কল্যাণের প্রতি শাসন কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য সভা, সম্মেলন ও কনফারেন্স সমূহের প্লাটফরম ব্যবহার করিতে থাকে। বিগত ছয় বৎসরে জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, মুবাল্লিগ ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ শত শত সভা ও সম্মেলনের ভাষণ ও বক্তৃতায় এবং জুম্‌আর খোৎবা সমূহে পাকিস্তানের জন্য খাঁটি ইছলামী শাসনের যুক্তিসঙ্গত দাবীর বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলিয়াছেন। আমরা এ স্থলে সে সমস্ত প্রচারণার কথা বাদ দিয়া শুধু কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সভার প্রস্তাবাদির বিষয় নিম্নে উল্লেখ করিতেছি—

১৯৪৮ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র ৬ মাস পর কলিকাতায় মিছরিগন্ধ আহ্‌লেহাদীছ মছজিদে নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের জেনারেল কমিটীর যে বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় উহার গৃহীত একটি প্রস্তাবে হিন্দুস্থানের বুকে বসিয়াই ঘোষণা করা হয়ঃ—

"নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের বাঙ্গলা ও আসামের ১৩টি জিলার প্রতিনিধিবৃন্দের এই মহতী সভার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে, ইছলামী শরিঅতের শাসন বিধি তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দোষ-বিবর্জিত। শরীঅতি শাসন বিধিতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ন্যায্য অধিকার, কৃষ্টি, সভ্যতা ও ধর্মীয় দাবী যে ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে ইউরোপ ও মার্কিন তথাকথিত গণতান্ত্রিক ও লা-দীনী (Secular state) লৌকিক রাষ্ট্র সমূহে তাহা স্বীকৃত হয় নাই। নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের সভাপতি ছাহেব ইছলামী শাসনতন্ত্রের যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিয়া দেখিবার জন্য পাকিস্তান গণ পরিষদের সভ্যবৃন্দের নিকট এই সভা সুফারেশ করিতেছে।"

পাশ্চাত্যপন্থিদের প্ররোচনায় জাতির জনক কায়েদে আযমের মৃত্যুর পর গণপরিষদের কোন কোন মহল হইতে ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে মাঝে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাঝে বিভ্রান্তিকর ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হইতে থাকে। এই সময় পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে উলামায়ে ইছলামের সভাপতি মরহুম মওলানা শাব্বীর আহমদ ওছমানী শর্‌য়ী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের কার্যকরী সংসদের সদস্য মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবও এই প্রচেষ্টায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ করিয়া প্রধান মন্ত্রী মরহুম কায়েদে মিল্লৎ লিয়াকত আলী খানের উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন। ফলে পাশ্চাত্য পন্থীদের ষড়যন্ত্র সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয় এবং বহুবিশ্রুত উদ্দেশ্য মূলক প্রস্তাব (Objective Resolution) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাব দেশের সর্বপ্রান্তের ইছলামপন্থীদের নিকট হইতে সমর্থন লাভ করে। নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ উহাকে মন্দের ভাল রূপে সমর্থন করিলেও উহার অন্তর্নিহিত ত্রুটী বিচ্যুতির প্রতি আইন প্রণেতা ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন বোধ করেন। জম্‌ঈয়তের সভাপতি মহোদয় রাজসাহীর উপকণ্ঠ নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত বিরাট নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্সের প্রায় অর্ধলক্ষ জন সমাবেশের সম্মুখে ১৩৫৫ সনের ২৮শে ফাল্গুন সভাপতির অভিভাষণে উক্ত ত্রুটী বিচ্যুতিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দেন। কনফারেন্সে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নিম্নলিখিত দুইটী প্রস্তাবও গৃহীত হয়:—

প্রথম প্রস্তাব:

যেহেতু পাকিস্তানের অধিবাসীবর্গ অধিকাংশ মুছলমান এবং যেহেতু ইছলামের স্বার্থ সংরক্ষণের দাবীকে ভিত্তি করিয়া পাকিস্তান আন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল এবং যেহেতু ইছলামি শাসনতন্ত্র বর্ত্তমানে জগতের প্রচলিত সমুদয় শাসনপদ্ধতি—অপেক্ষা উত্তম এবং বিশ্ববাসীর পক্ষে কল্যাণকর ও শান্তিদায়ক, অতএব নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌লে হাদীছ কন্‌ফারেন্সের এই সভা পাকিস্তান গণপরিষদের নিকট দাবী করিতেছেন যে, পাকিস্তানে ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রযোজ্য হইবে বলিয়া অবিলম্বে ঘোষণা করা হউক অর্থাৎ—

(ক) ইহা ঘোষণা করা হউক যে, পাকিস্তান রাজ্যের সার্বভৌম প্রভুত্বের (Supreme Authority) অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌, এবং পাকিস্তান গবর্ণমেণ্ট ইলাহী আইনের প্রতিষ্ঠাতা মাত্র।

(খ) পাকিস্তান গণপরিষদ ও পার্লামেণ্ট কর্তৃক কোর্‌আন ও ছহিহ্‌ হাদীছের প্রতিকূল কোন আইন পরিগৃহীত হইবে না।

(গ) সকলপ্রকার আইন কোর্‌আন, ছহিহ্‌ হাদীছ ও ছহিহ্‌ ইজতেহাদের ভিত্তির উপর বিরচিত হইবে।

(ঘ) ইছলামের সর্বসম্মত হারাম কার্য্যগুলি অবিলম্বে রহিত করা হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব:

পাকিস্তানে শরাঈ শাসনের প্রতিষ্ঠাকল্পে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ও জম্‌ঈয়তে উলামায়ে ইছলামের সভাপতি আলী জনাব আল্লামা শাব্বির আহমদ—ওছমানী ছাহেব যে আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন, নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহ্‌লে হাদীছ কন্‌ফারেন্সের এই সভা তাহা মোটামুটিভাবে সমর্থন করিতেছেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুছলমান সভ্যমণ্ডলিকে উক্ত আন্দোলন সমর্থন করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছেন।

ইং ১৯৫০ সনের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার নির্ধারণ কমিটী দ্বয়ের বিরচিত খসড়া সংবিধান সম্পর্কে যখন দেশব্যাপী তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয় তখন নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ আলোচনা ও প্রতিবাদের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া না দিয়া ওয়ার্কিং কমিটীর ৬ই নভেম্বরের জরুরী অধিবেশনে অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে বিচার বিবেচনার পর ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। বিষয়ের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ করিয়া এই সভায় পাবনা টাউনের সকল দলের প্রায় ২ শত জন বিশিষ্ট ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমন্ত্রিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়া যোগদান করেন এবং প্রস্তাব সমূহ সমর্থন করেন। বাংলা এবং উর্দুতে প্রস্তাব সমূহ মুদ্রিত হইয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র বিতরিত হয় এবং তর্জুমানুল হাদীছের ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যায়ও উহা প্রকাশ লাভ করে। অনাবশ্যক বিবেচনায় এখানে উহার পুনরুল্লেখ হইতে বিরত রহিলাম। গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হয়। উহার কতকাংশ পাক গণপরিষদ কর্তৃক মুদ্রিত সংশোধনী প্রস্তাব সমূহের তালিকায়ও স্থান লাভ করে।

১৩৫১ সনের ২৯শে মার্চ মোতাবেক ১৩৫৭ সনের ১৫ই চৈত্রে অনুষ্ঠিত জেনারেল কমিটীর বার্ষিক সভায় উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব সমূহ মঞ্জুরীকৃত ও পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়। প্রদেশের বিভিন্ন ইলাকায় জামা'তের বিভিন্ন কেন্দ্রস্থলে অনুষ্ঠিত সভাসমূহেও উক্ত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ সমর্থিত হয়।

ইংরাজী ১৯৫১ সনের জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের ও বিভিন্ন দলের ৩৫ জন আলেম করাচীতে সমবেত হইয়া ইছলামী রাষ্ট্র শাসনের ২২টি মূলনীতি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেন। পূর্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীছ কোন্ রহস্যজনক কারণে উহাতে আহূত হন নাই তাহা আমরা অবগত নই। যাহাহোক উলামা সম্মেলের গৃহীত ধারাগুলির অধিকাংশের সহিত নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছের কয়েক মাস পূর্বে গৃহীত ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবের মোটামুটি সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু দুইটি বিষয় জমঈয়তে আহলে হাদীছের নিকট দুর্বোধ্য বিবেচিত হওয়ায় তর্জুমানুল হাদীছের ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় উহার গঠনমূলক সমালোচনা করা হয়। বিষয় দুইটি হইতেছে—রাষ্ট্রাধিনায়কের সর্বময় কতৃত্ব এবং ভৌগলিক ইউনিট সমূহের—আভ্যন্তরীন শাসন সৌকর্যে স্বাধীকারের প্রশ্ন।

... ...

পাকিস্তানের জন্য একটি ইছলামী শাসন সংবিধান প্রস্তুত করার যে গুরু দায়িত্ব গণপরিষদের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল নানারূপ গড়িমসি ও দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় লইয়া উহাকে তাঁহারা কেবলই পিছাইয়া দিতে লাগিলেন ফলে জনগণের মনে তাহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কৃষ্ণচ্ছায়া ঘনাইয়া আসিল। এই সময় নূতন করিয়া আইন প্রণেতা ও শাসন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ এবং শাসন সংবিধান সম্বন্ধে জনগণের চরম বক্তব্য পেশ করা একান্তভাবে আবশ্যক হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সনের ৩০শে জুলাই নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীছের কার্যকরী সংসদের এক অধিবেশনে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত তারীখেই জমঈয়তের উদ্যোগে পাবনায় এক সর্বদলীয় জনসম্মেলনে উহা হুবহু সমর্থিত হয়। প্রস্তাবদ্বয় অনতিবিলম্বে শাসনসংবিধান রচনার কার্য সমাপ্ত করার অনুরোধ জ্ঞাপন, কোরআন ও ছুন্নাহর পূর্ণ ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং কোরআন ও ছহিহ হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক দেশের প্রচলিত বিধিনিষেধ ও আইন কানুনগুলির সংশোধনের উপর তাকীদ দেওয়া হয়। উভয় সভার বিবরণী ও প্রস্তাব সমূহের অনুলিপি **পাকিস্তানের জন্য ইছলামী রাষ্ট্র বিধানের দাবী** নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। এতদ্দৃষ্টে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জিলায় বহু সভা সমিতির মারফত অনুরূপ দাবী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে।

১৯৫২ সনের ডিসেম্বর মাসে নূতন করিয়া যে মূলনীতি কমিটীর রিপোর্ট গণপরিষদে পেশ করা হয় উহা ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে দোষশূন্য না হইলেও এবং উহাতে আমাদের এবং অন্যান্য ইছলামী প্রতিষ্ঠান সমূহের দাবীর পুরাপুরী স্বীকৃতি প্রদত্ত না হইলেও পূর্বতন রিপোর্টের অনেক মারাত্মক দোষত্রুটীর—সংশোধন করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই রিপোর্টে কোরআন ও হাদীছকে যতটুকু আমল দেওয়া হইয়াছে উহার অনেকখানি কৃতিত্বই জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী ছাহেবের প্রাপ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আইন সভায় প্রাদেশিক আসন সংখ্যা এবং অন্যান্য কতিপয় প্রশ্নে বিভিন্ন প্রদেশে এই রিপোর্ট সম্বন্ধে তুমুল বাগবিতণ্ডা শুরু হইয়া যায়। পাঞ্জাব হইতেই প্রতিবাদের ঝড় প্রবলভাবে উত্থিত হয়। অবশেষে আপোষ আলোচনায় মীমাংসার সাপেক্ষে গণপরিষদে উহার আলোচনা স্থগিত রাখা হয়।

কিন্তু ইহার কিছুকাল পরই নাজিম মন্ত্রীমণ্ডলী অতর্কিতভাবে ক্ষমতার আসন হইতে অপসারিত হন এবং অধিকতর 'প্রগতিপন্থী' মোহাম্মদ আলী মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর কার্যভার ন্যস্ত করা হয়। নূতন মন্ত্রীসভার কার্যাবলী, আচরণ ও বক্তৃতাদির ভিতর মুছলিম জনগণ ভাবী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে নূতন করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠে। মোহাম্মদ আলী মন্ত্রীমণ্ডলী পূর্ণশাসনতন্ত্র প্রণয়নের কার্য স্থগিত রাখিয়া অন্তর্বর্তীকালীন আঙ্গিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের তোড়জোড় — করিতে থাকেন। খাঁটি ইছলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পাশ্চাত্যমার্কা রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্রী ষ্টেট প্রতিষ্ঠাপূর্বক উহার প্রেসিডেন্টের হস্তে গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার না-হক কর্তৃত্ব অর্পণের গুজবও চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইতে থাকে।

এই নূতন ষড়যন্ত্র পাকিস্তানের জন্য ইছলামী শাসনতন্ত্রের প্রণয়নকার্যই শুধু অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছাইয়া দিবে তাই নয়, খাঁটি ইছলামী শাসনের মূল দাবীকেও নস্যাৎ করিয়া দিতে পারে বলিয়া ইছলামপন্থীদের মনে দৃঢ়প্রতীতি জন্মিয়া যায়। সুতরাং ইহার বিরুদ্ধে নূতন করিয়া জনগণকে মিলিতভাবে রুখিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন ঘটে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পৃথক পৃথক ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিতে শুরু করেন। কিন্তু বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদে ক্ষমতাসীন বিরুদ্ধবাদীর টনক নড়ান সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন সম্মিলিত প্রতিরোধ ও ঐক্যবদ্ধ যুক্ত ফ্রন্ট গঠন। নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ উহার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে এই পথে ইছলামের প্রতিষ্ঠাকামীদিগকে আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নঃ

এই উদ্দেশ্যে বিগত ৩১শে জুলাই নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীছের প্রেসিডেন্ট হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী ছাহেবের সভাপতিত্বে পাবনা তল্লকারী বাজারে ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে এক সর্বদলীয় আজিমুশ্‌শান জল্‌সার অধিবেশন হয়। পাবনা ও — পার্শ্ববর্তী ইলাকার বিপুলসংখ্যক লোক এই সভায় যোগদান করে। জনাব প্রেসিডেন্ট ছাহেব এবং পূর্বপাক জমঈয়তে উলামায়ে ইছলামের সেক্রেটারী জনাব মওলানা সৈয়েদ মুছলেহ উদ্দীন ছাহেব উহাতে ভাষণ প্রদান করেন। মুছলিম লীগ, আওয়ামী লীগ জমঈয়তে উলামায়ে ইছলাম, জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ, আঞ্জুমানে মুহাজেরীন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিম্নোল্লিখিত প্রস্তাবের সমর্থন ও অনুমোদনে বক্তৃতা প্রদান করেন। মুহুর্মুহু তকবীর ধ্বনির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবসমূহ মঞ্জুরীকৃত হয়। জনাব সভাপতি ছাহেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় পাকিস্তানের দাবীর ভিত্তি, কায়েদে আযম, কায়েদে মিল্লৎ ও অন্যান্য নেতৃবর্গের প্রতিশ্রুতি এবং পাক গণপরিষদে জনাব মরহুম লিয়াকত আলি খাঁ ছাহেবের বক্তৃতার উদ্ধৃতিদ্বারা প্রমাণ করেন যে, জাতির নিকট নেতৃবর্গ এবং সরকার কোরআন ও ছুন্নাহর ভিত্তিতে রাজ্যশাসন বিধান প্রবর্তনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং জনগণ ঐ প্রতিশ্রুতির ফলেই পাকিস্তান দাবীর পিছনে সারিবদ্ধ হইয়া উহাকে জয়যুক্ত করিয়াছে। আজ ক্ষমতাসীন কোন কোন নেতার উক্তি ও ভাষণে ইছলামী শাসন পদ্ধতির প্রতিকূল যে মনোভাব দৃষ্ট হইতেছে উহা জাতির সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি দলমত-মযহব-শ্রেণী নির্বিশেষে অবিলম্বে সকলকে সংঘবদ্ধভাবে ইছলামী শাসন বিধান প্রবর্তনের জন্য বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলিতে আবেদন জানান এবং বিশেষ করিয়া আলেম সমাজকে তুচ্ছ দলাদলী ও খুঁটিনাটী বিষয়ে মত-পার্থক্যের রেষারেষির ভাব পরিহার করিতে অনুরোধ করিয়া কোরআন ও হাদীছের কেন্দ্রমূলে সকলকে সমবেত হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

www.ahlehadeethbd.org

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

১। "হুকুমতে খোদাদাদ পাকিস্তানে কোরআন ও ছুন্নাহর বুনিয়াদে শরয়ী শাসন প্রবর্তন করার যে প্রতিশ্রুতি পাকিস্তান দাবীর সূচনা হইতে পাক রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পন্ন অধিনায়কগণ, নেতৃমণ্ডলী ও গণপরিষদ জনসাধারণকে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিয়া আসিয়াছেন এবং যে প্রতিশ্রুতির মূলে পাকিস্তান সংগ্রাম জয় করা হইয়াছে, পাবনা শহর ও পার্শ্ববর্তী জনপদ সমূহের সর্বশ্রেণী ও সকল মতাবলম্বী মুছলমানগণের এই মহতী সভা তাহাকে অবিলম্বে রূপায়িত ও কার্যে পরিণত করার দাবী জ্ঞাপন করিতেছে।

২। এই সভা শরয়ী শাসন সংবিধানকে বহু বিলম্বিত করার রীতি এবং শরয়ী পদ্ধতির প্রতিকূল আধুনিক বিভিন্ন নেতার উক্তি ও ভাষণকে বিশেষ উৎকণ্ঠা ও সন্দেহের দৃষ্টিতে লক্ষ করিতেছে এবং কর্তৃপক্ষদিগকে সতর্ক করিতেছে যে, ইছলামী শাসন সংবিধান ব্যতীত অন্য কোন আইন-কানুন পাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দ বরদাশ্‌ত করিতে প্রস্তুত হইবেনা।

৩। এই সভার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে,—যে সকল নেতা রিপাবলিক বা ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির আভাষ তাঁহাদের বক্তৃতাসমূহে প্রদান করিতেছেন পাকিস্তানের নাগরিক মণ্ডলীর সহিত সে সকল উক্তির কোন সম্পর্ক নাই। পক্ষান্তরে এই উক্তিগুলি বিশ্বাসঘাতকতামূলক, কারণ স্বয়ং পাকিস্তান গণপরিষদ, কায়েদে আযম, কায়েদে মিল্লৎ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জাতির সহিত যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ রহিয়াছেন, তদনুসারে পাকিস্তানে ইছলামী শাসন ব্যতীত অন্যকোন শাসন ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইতে পারেনা।

৪। এই সভার ইহাও সুস্পষ্ট অভিমত যে, ইছলামী শাসন বিধানের বুনিয়াদ কোরআন ও ছুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং যাঁহারা কোরআন ও ছুন্নাহর বিদ্যায় বুৎপন্ন নহেন বরং সমস্ত জীবন কেবল পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির জ্ঞান আহরণ করিয়া কাটাইয়াছেন ইছলাম সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করার অধিকার নাই। এই ধরণের দার্শনিকতাকে মুছলিম সমাজ ভুঁইফোড় ব্যাখ্যা বলিয়াই বিশ্বাস করে।"

অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সপক্ষে জনগণের বিরামহীন দাবীর প্রতি বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া নূতন মন্ত্রীসভা অন্তরবর্তীকালীন শাসনতন্ত্রের নামে ইছলাম বিরোধী এক পাশ্চাত্য মার্কা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন করিতে থাকেন এবং উহা গণপরিষদের শরৎকালীন অধিবেশনেই উত্থাপিত ও গৃহীত করিয়া লওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে পূর্ণাঙ্গ ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবী শুধু অনির্দিষ্ট কালের জন্য নহে, অনন্ত কালের জন্যই স্তব্ধ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে বলিয়া পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ আশঙ্কা প্রকাশ করেন। আমাদের বর্তমান প্রগতিবাদী গবর্ণর জেনারেল প্রস্তাবিত রিপাবলিকের ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেসিডেন্টরূপে শাসনের দণ্ডসহকারে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ লাভ করিয়া ইছলামী শাসনতন্ত্রের দাবীর মূলে কুঠারাঘাত হানিতে পারেন বলিয়াও জনগণের মনে সন্দেহ দানা বাধিতে থাকে। জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ পুনঃ স্পষ্টতর ভাষায় এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পূর্ণাঙ্গ ইছলামী শাসনের চরম দাবীর পুনর্জ্ঞাপন অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেন। তাই বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ পূর্বক উহার প্রতি জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী এবং গণপরিষদের প্রেসিডেন্টের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

"পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের ওয়ার্কিং কমিটীর এই সভা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও গণপরিষদ গঠনের দীর্ঘ ৬ বৎসর পর বিশেষ মেহনত ও সাধ্যসাধনার ফলস্বরূপ প্রস্তুতকৃত ও জনসমক্ষে উপস্থাপিত মূলনীতি কমিটীর রিপোর্টকে ধামাচাপা

www.ahlehadeethbd.org

দিয়া নূতন ভাবে অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং পাকিস্তানকে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রস্তাবকে গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে এবং প্রস্তাবিত প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের হাতে পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পূর্ব্বেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী গণপরিষদকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকার প্রদানের ইঙ্গিতকে গভীর দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করিতেছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং বিশেষ করিয়া জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ উক্ত দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবে চরম বিরক্তিবোধ ও আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে। ওয়ার্কিং কমিটীর এই সভা পাকিস্তান সরকারকে সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিতে চায় যে, এই অবাঞ্ছিত, ক্রটীপূর্ণ, ইছলাম ও গণতন্ত্র-বিরোধী আঙ্গিক শাসনতন্ত্র দেশবাসীর উপর বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দিলে তাহারা উহা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করিবেনা। এই সভা আদর্শ প্রস্তাব ও মূলনীতির ভিত্তিতে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ ইছলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ ও পূর্ণ শক্তি সহকারে কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য পাকিস্তান সরকার ও গণপরিষদের নিকট জোর দাবী জানাইতেছে।"

জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ এবং অন্যান্য ইছলামী প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্তরবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র—বিরোধী প্রচেষ্টা আপাততঃ সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। পূর্ব ঘোষণা মত ২৩শে সেপ্টেম্বর গণপরিষদের অধিবেশনে উহা উত্থাপিত হয় নাই এবং এ সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্যও শুনা যায় নাই। সপ্তাহপর পরিষদের পুনর্বৈঠকে এ সম্বন্ধে কি করা হইবে তাহা কর্তৃপক্ষই বলিতে পারেন। অন্য পক্ষে জানা গিয়াছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খাওয়াজা নাজিমুদ্দীন মূলনীতি কমিটীর রিপোর্ট বিবেচনার জন্য উহা পরিষদে উত্থাপনের অনুমতি পাইয়াছেন, পরিষদের সদস্যবৃন্দ উক্ত রিপোর্টের আলোচনার জন্য উদগ্রীব বলিয়াও জানা গিয়াছে।

জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ এবং অন্যান্য ইছলামী প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং উহাদের কর্মীবৃন্দের কর্তব্য হইবে পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি ইছলামী শাসন সংবিধান প্রণয়নের কার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ইছলামী শাসনের জন্য সম্মিলিত ভাবে জোরদাবী জানাইয়া যাওয়া, জনমানসে উহার প্রয়োজনীতার পূর্ণ উপলব্ধির ভাব সৃষ্টি করা এবং এই দাবীর সপক্ষে দেশের সর্বপ্রান্ত হইতে বিরামহীন নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া।

ইছলামী শাসন কায়েম করার জন্যই পাকিস্তান রূপ উপলক্ষের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। পূর্বপাক জম্‌ঈয়তে আহ্‌লে হাদীছ পাকিস্তানকে তাহার চরম লক্ষ স্থলে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য অতীতে যেরূপ গভীর সাধনার আশ্রয় গ্রহণ ও বিরামহীন অভিযান চালাইয়া আসিয়াছেন, ইনশা আল্লাহ ভবিষ্যতেও তাহা অব্যাহত গতিতে চালাইয়া যাইবেন।

الجمعية العالية لأهل الحديث في بنجالة وآسام

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ

কার্যনির্বাহক সমিতির জরুরী সভা

বিগত ১৬ই ও ১৭ই মে মুতাবিক ৩০শে ও ৩১শে ভাদ্র বুধ ও বৃহস্পতিবার নিখিল বঙ্গ ও আসাম জম্‌ঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের কার্যনির্বাহক সমিতির এক জরুরী অধিবেশন পাবনায় জম্‌ঈয়তের সভাপতি হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সভায় কার্যনির্বাহক সমিতির নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেনঃ জনাব মওলানা মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী, জনাব মওলানা মোহাম্মদ হুছইন বাসুদেবপুরী, জনাব মওলানা আবদুল আযিম আযিমুদ্দীন আযহারী, জনাব মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী, জনাব মওলানা আবদুল হক হক্কানি, জনাব আলহজ্জ আফযল হুছইন, জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী (প্রেসিডেন্ট), মোহাম্মদ আবদুর রহমান (সেক্রেটারী)। বিশেষ আমন্ত্রণে জম্‌ঈয়তের মুবাল্লিগ জনাব মওলানা আবদুল ওয়াহেদ ছলফী ও জনাব মওলবী রহীম বখ্‌শ ছাহেবানও সভায় যোগদান করেন।

www.ahlehadeethbd.org

সভার প্রারম্ভে সেক্রেটারী ছাহেব নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীছ নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপনার মূল উদ্দেশ্য এবং উহার পরিকল্পিত কার্য-সূচির উল্লেখ করিয়া বিগত ছয় বৎসরে উহার কি পরিমাণ কাজ কার্যকরী করা সম্ভব হইয়াছে এবং কোন কোন কার্য আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই তাহা উল্লেখ করেন। আরব্ধ কার্যসমূহ সুষ্ঠু ভাবে সুসম্পন্ন—করার পথে আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে এবং উপযুক্ত কর্মীর অভাবজনিত কারণে জমঈয়তকে যে সব বাধা ও অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করিয়া তিনি উহার অপসারণের পন্থা নির্ধারণ এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ নির্দেশের জন্য ওয়ার্কিং কমিটীর নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর প্রেসিডেন্ট জনাব হযরত মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী ছাহেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চিত্তস্পর্শী বর্ণনা ভঙ্গীতে সেক্রেটারী ছাহেবের রিপোর্টের উপর বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করিয়া ৩টি জিনিসের উপর বিশেষ জোর প্রদান করেন। তিনি বলেন, ১। জমঈয়তের বাহিরের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, ২। আভ্যন্তরীণ কার্যে সুশৃঙ্খলা আনয়নপূর্বক জমঈয়ত ও প্রেসের পরিচালনা ও তর্জুমানের প্রকাশনার অব্যবস্থাগুলিকে দূরিভূত করিতে হইবে এবং (৩) তর্জুমানের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। তিনি বলেন, আমাদের কর্মসূচি এবং পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে পরিণত করার কাজে অর্থের অভাব অন্যতম অন্তরায় হইলেও কর্মীর অভাবই সবচেয়ে বড় অসুবিধা। জমঈয়তে আহলে হাদীছের আদর্শ শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরার জন্য শুধু তর্জুমানুল হাদীছ এর মত একটি মাসিকই যথেষ্ট নয়, জন সাধারণ ও শিক্ষিত সমাজের নিকট উক্ত আদর্শের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রত্যক্ষ পরিচিতি সাধনের জন্য আধুনিক রুচিসম্মত সুশিক্ষিত আলেমেরও একান্ত প্রয়োজন। তর্জুমানুল হাদীছ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রধানতঃ লেখকের অভাবের জন্যই তর্জুমানের প্রকাশনায় বিলম্ব এবং উপযুক্ত লোকের অভাবেই জমঈয়তও প্রেসের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার কিছু কিঞ্চিৎ ত্রুটী বিচ্যুতি ঘটিতেছে। সুতরাং লেখক, প্রচারক ও উপযুক্ত কর্মীর এই অভাবগুলি বিদূরিত করিতে পারিলেই আভ্যন্তরীণ কার্যের সুশৃঙ্খলা এবং জমঈয়তের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এখন এই অভাব কি ভাবে দূর করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি সদস্যবৃন্দকে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে এবং বাস্তব পরামর্শদানের জন্য আবেদন জানান।

জমঈয়ত ও উহার মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছের পরিচালনা সংক্রান্ত উপরিউক্ত সমস্যা এবং উহার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় খোলা মন লইয়া ২ দিনে ৩টি বৈঠকে প্রায় ১৩ ঘণ্টা কাল সুদীর্ঘ আলোচনা চলে। আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে। মোট কথা এই যে, আলোচনান্তে কয়েটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আর কয়েকটি বিষয়ের ফয়ছলা আগামী জেনারেল কমিটীর সভার আলোচনা—সাপেক্ষে স্থগিত রাখা হয়। সকলেই এ বিষয়ে এক মত হন যে, জমঈয়তের বাহিরের কর্মতৎপরতা অবশ্য বৃদ্ধি করিতে হইবে। সভা, সম্মেলন, কনফারেন্স প্রভৃতির অনুষ্ঠান এই তৎপরতা বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। এই জন্য সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আগামী কার্তিক মাসের শেষের দিকে পাবনায় জমঈয়তের জেনারেল কমিটীর একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। ২। আগামী ফাল্গুন মাসে একটি নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলে হাদীছ কনফারেন্সের — আয়োজন করিতে হইবে। কনফান্সের স্থান সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনার পর একটি মোটামুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট স্থানের জামা'তী ভ্রাতৃবৃন্দ ও কর্মীদের সহিত পরামর্শের পর এ সম্বন্ধে শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবে। ৩। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জিলায় নেতৃস্থানীয় উলামাবৃন্দের সমবায়ে গঠিত ডেপুটেশন প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা এবং উহারসম্ভাব্য উপকারিতা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনার পর বর্তমান সময় উক্ত কাজের অনুকূল বিবেচিত না হওয়ায় প্রস্তাবিত কনফারেন্সের কিছু পূর্বে এবং বিশেষ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভাবে উহার অব্যবহিত পরে উক্ত ডেপুটেশন প্রেরণের কথা স্থির হয়। অতঃপর যোগ্য মুবাল্লেগ, ইমাম ও খতিব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সদর দফতরের সংলগ্ন একটি ট্রেণিং সেন্টার খোলার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। উহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থায় উক্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বাস্তব অসুবিধার কথা বিবেচনার পর এসম্বন্ধে এবং অন্যান্য কতিপয় জরুরী বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আগামী জেনারেল কমিটীর সভার আলোচনা সাপেক্ষে স্থগিত রাখা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্যবৃন্দ স্বস্ব ক্ষমতানুসারে জমঈয়তের প্রচার, তর্জুমানের গ্রাহক বৃদ্ধি এবং কেহ কেহ রচনা প্রভৃতি দ্বারা তর্জুমানকে সহায়তা—করিতে নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

সর্বশেষ আলোচনায় স্থির হয়, অর্থনীতি ও রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না রাখিলেও, জমঈয়ত এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতে — পারে না। পাকিস্তান খাঁটি ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত হউক, ইহার অধিবাসীবৃন্দ সুখ-সমৃদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করুক, পাকিস্তানসহ বিশ্বের সমস্ত মুছলমান শোষণ ও নিপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন সত্তা বজায় রাখিতে অথবা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনে সমর্থ হোক, জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ ইহা মনে প্রাণে কামনা করে। দলীয় রাজনীতির উর্ধে অবস্থান করিয়া এবং পারস্পরিক রেষারেষি, হিংসাবিদ্বেষ ও গালিগালাজের কলুষ হইতে নিজদিগকে মুক্ত রাখিয়াই জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ দেশের আর্থিক সমস্যা ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত ব্যক্ত এবং জনমতগঠনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিবে। আগামী প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন সম্বন্ধে স্থির হয় যে, জমঈয়তে আহলেহাদীছ নির্বাচনে কোন প্রার্থী দাঁড় করাইবে না। ওয়ার্কিং কমিটীর মতে দেশের বর্তমান অধঃপতিত নৈতিক অবস্থায় এবং কলুষিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ইছলামী প্রতিষ্ঠান সমূহের এক মাত্র কর্তব্য হওয়া উচিত পরিবেশ পরিবর্তন ও উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টির বিরামহীন চেষ্টা চালাইয়া যাওয়া।

সর্বশেষে অন্তরবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র, কাশ্মীর সমস্যা এবং কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে ধৃত আলেমবৃন্দের মুক্তি সম্বন্ধে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ পূর্বক সভার কার্য সমাপ্ত করা হয়।

১ম প্রস্তাব এই সংখ্যার ২৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

২। এই সভা পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের নায়েমে আ'লা মওলানা ইছমাইল গুজরানওয়ালা, করাচী জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রেসিডেন্ট মওলানা মোঃ ইউছুফ কলকাত্তাবী এবং কারারুদ্ধ অন্যান্য আহ্‌লেহাদীছ নেতৃবৃন্দ, জামাতে ইছলামের নেতা আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদী, মওলানা শাহ আতাউল্লাহ বোখারী, মওলানা আবদুল হামিদ বদায়ুনী প্রভৃতি সাম্প্রতিক কাদীয়ানী বিরোধী আন্দোলনে ধৃত আলেমবৃন্দকে অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি প্রদান করিয়া এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও কাশ্মীর সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধানে ইঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ দিয়া সর্বশ্রেণীর নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা সমঝোতা ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে।

৩। এই সভা ভারত পদানত কাশ্মীরের মুছলীম অধিবাসীদের উপর অনুষ্ঠিত কাশ্মীরের জালেম বখশী সরকারের অমানুষিক অত্যাচার ও আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে এবং মজলুম ভ্রাতৃবৃন্দের শোক ও বেদনায় গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া এই আশ্বাস প্রদান করিতেছে যে, তাহাদের ত্যাগ ও কষ্ট কখনই বিফলে যাইবে না। পূর্ব পাকিস্তানের মুছলমানগণ কাশ্মীরকে পাকিস্তানের একটী অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে এবং উভয়ের মঙ্গলের জন্যই এই বিচ্ছিন্ন অংশের সম্মিলন একান্ত ভাবে প্রয়োজন মনে করে। একমাত্র অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের সাহায্যেই কাশ্মীরিগণ তাহাদের ইচ্ছাকে রূপায়িত এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলেহাদীছ অতিশীঘ্র এই গণভোটের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যবস্থা কল্পে পাক সরকারকে সত্যকারভাবে তৎপর হওয়ার জন্য জোর দাবী জানাইতেছে। কিন্তু বখশী সরকারের কুচক্রে গণভোট যদি প্রহসনে পরিণত হয় এবং কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করিয়া রাখার ভারতীয় ষড়যন্ত্রকে সফল করিয়া তোলার উদ্দেশ্যেই এই প্রহসন যদি প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে উহার প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজন মুহূর্তে সাধ্য শক্তি অনুসারে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে জম্‌ঈয়ত প্রস্তুত থাকিবে।

৪। পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর সহিত সম্প্রতিক দিল্লী চুক্তিতে ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে গণভোট পরিচালকের নির্বাচক রূপে স্বীকার করিয়া লওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহলেহাদীছের বিবেচনায় আযাদ কাশ্মীর সরকারের প্রতি পাকিস্তানের নৈতিক দায়িত্বের অমর্যাদা ঘটিয়াছে এবং কাশ্মীরবাসীগণের প্রতি পাক সরকারের বহু বিঘোষিত প্রতিশ্রুতিকে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, অধিকন্তু পাকিস্তানের মূল দাবীকে নস্যাৎ ও ভবিষ্যৎ প্রচারণার ক্ষেত্রকে দুর্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান জম্‌ঈয়তে আহলে হাদীছের ওয়ার্কিং কমিটী এই—স্বীকৃতিকে অত্যন্ত অশুভ এবং উহার পরিণামকে মারাত্মক বলিয়া মনে করিতেছে।

সমস্যা ও সমাধান পদ্ধতি

(২১৪ পৃষ্ঠার পর)

লইলেন কিন্তু বিখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু ছঈদ খুদরী তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, আমি মুআবীয়ার এই নির্দেশ মান্য করিবনা, রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে যে ভাবে ফিতরা আদা করিতাম ঠিক সেই ভাবেই যাবজ্জীবন দিতে থাকিব এবং এক ছাঅ'র কম কোন খাদ্য বস্তুরই ফিতরা কদাচ বাহির করিবনা—বুখারী ফতহসহ, (৬) ৬৪ পৃঃ।

এই ঘটনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, শাসনকর্তাদের শরয়ী মছআলা সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত জনমণ্ডলীর জন্য অবশ্য প্রতিপালনীয় নয় এবং কাহারও ইজ্‌তিহাদ আইনের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেনা।

তাবেয়ীগণের যুগে

আমর বিনে দীনার তাবেয়ী-কুলগৌরব ছালিম বিনে আবদুল্লাহ বিনে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, হযরত উমর হজ্জের সময়ে জমরার পর বয়তুল্লাহর যিয়ারতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ তওয়াফে ইফাযার পূর্বে সুগন্ধির ব্যবহার নিষেধ করিতেন। জননী আয়েশা বলিলেন, আমি স্বহস্তে—রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র দেহে ইহ্‌রামের প্রাক্কালে ও হালাল হইবার সময় তওয়াফে ইফাযার পূর্বে সুগন্ধি মাখাইয়াছি।

ছালিম বলিতেছেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত অনুসরণের অধিকতর যোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী বলিতেছেন, ছালিম হযরত আয়েশার প্রমুখাৎ বর্ণিত রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছের দরুণ স্বীয় পিতামহ ও ইছলাম জগতের সর্বাধিনায়ক উমর ফারুকের ফত্‌ওয়া বর্জন করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে হাফিয ইবনে আবদুলবর ও ইমাম ইবনে তয়মিয়াহ্ মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহাই প্রত্যেক মুছলিমের উপযোগী আচরণ। তকলীদপন্থীরা যে ভাবে স্বীয় মান্যাস্পদগণের খাতিরে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ বর্জন করিয়া থাকেন তাহা একজন মুছলিমের উপযোগী আচরণ নয়—ঈকায ১১ পৃঃ।

তাবেয়ী কুলভূষণ আবু ছল্‌মা বছরায় পদার্পণ করিলে আবুন্নছর ইয়াহ্‌য়া বিনে আবি কছীর ও ইমাম হাছান বছরী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহার নিকট গমন করেন। আবু ছল্‌মা হাছান বছরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, তুমিই হাছান বছরী? এই নগরীতে তোমার অপেক্ষা অধিক অন্য কাহারও সাক্ষাৎকার আমার বাঞ্ছনীয় ছিলনা। আমি শুনিয়াছি তুমি নাকি নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া ফত্‌ওয়া দিয়া থাক? সাবধান! রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত এবং অবতীর্ণ কোরআন ব্যতিরেকে কখনই ফত্‌ওয়া দিওনা —দারমী, ৩৩ পৃঃ।

ইমাম আওযায়ী বলিতেছেন যে, পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ স্বনামধন্য তাবেয়ী—ফক্বীহ উমর বিনে আবদুল আযীয ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, আল্লাহর গ্রন্থের সমকক্ষতায় অন্য কাহারও অভিমতের কোন মূল্য নাই। কিন্তু যে বিষয়ে কোরআনে কিছু অবতীর্ণ হয় নাই এবং যে বিষয়ে রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছেও কোন নির্দেশ বিদ্যমান নাই, কেবল মাত্র সেই সকল বিষয়ে ইমামগণের অভিমত মূল্যবান। যে ছুন্নত স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) বলবৎ করিয়া গিয়াছেন তাহার মুকাবিলায় যে কেহই হউক না কেন কাহারও অভিমত কার্যকরী নয়—হুজ্জতুল্লাহেল বালেগা, ১৫৫ পৃঃ।

তাবেয়ী কুল-শ্রেষ্ঠ ইব্‌রাহীম নখ্‌য়ী এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, দুই ব্যক্তি নমাযের জামাআতে দাঁড়াইলে মুক্তাদীকে ইমামের বাম পার্শ্বে দাঁড়াইতে হইবে। আ'মশ বলেন যে, আমি ছনদ সহকারে ইব্‌নেআব্বাছের হাদীছ তাঁহাকে শুনাইলাম যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ইব্‌নেআব্বাছকে তাঁহার দক্ষিন পার্শ্বে দাঁড় করাইয়াছিলেন। ইবরাহীম নখ্‌য়ী এই হাদীছ শ্রবণ করা মাত্র স্বীয় অভিমত পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন—দারমী ৬২ পৃঃ।

স্বনামধন্য তাবেয়ী আমের বিনে আবদুল্লাহ শাবী বলিতেছেন, বিদ্বানগণ যাহা রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়া শুনাইবেন, তোমরা তাহা গ্রহণ কর। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের খেয়ালমত যে ব্যবস্থা প্রদান করিবেন তাহা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ কর।

আমরা এযাবত যে সকল উধৃতি পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, কোরআন ও হাদীছের অনুসরণ সম্পর্কে বিদ্বানগণের অভিমত ও আচরণের তাহা সামান্য মাত্র নিদর্শন। এই সকল উধৃতির সাহায্যে দ্ব্যর্থহীন ভাবে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, সুবর্ণ যুগে মুছলমানদের সম্মুখে যে কোন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার উদ্ভব হইত কোরআন ও হাদীছের সাহায্যেই সেই সকল সমস্যার সমাধান করিয়া লওয়া মুছলমানগণের চিরন্তন রীতি ছিল। বিদ্বানগণের গবেষণা ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বহুমূল্য হইলেও উহার প্রত্যেকটি কথা চিরন্তন ও সার্বকালিক নয়। যে দিবস হইতে মুছলমানরা তাঁহাদের ধর্মগুরু ও রাষ্ট্র-নেতাদের ব্যক্তিগত মতামত ও—সিদ্ধান্তকে আল্লাহর গ্রন্থ ও রছুলের (দঃ) ছুন্নতের তুল্য আসন প্রদান করিতে শুরু করিয়াছেন সেইদিন হইতেই মুছলমানগণের জাতীয় জীবনের বিধ্বস্তি এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর অসামঞ্জস্য আরব্ধ হইয়াছে। সেই দিন হইতেই মুছলমানরা এত দলে এবং পথে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে আজ তাহাদিগকে কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্রে সমবেত করার প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হইতে পারিতেছেনা। ব্যক্তিগত ও দলীয় খোদাওন্দীর প্রভাব হইতে উদ্ধার করিয়া মুছলিম সমাজকে কোরআন ও হাদীছের সনাতন ও শাশ্বত কেন্দ্রে ফিরাইয়া আনাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের মুখ্যতম লক্ষ। وبالله التوفيق

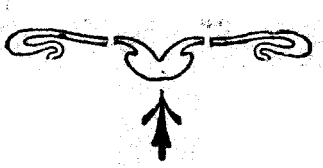

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله العظيم ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

মোহাম্মদ ইলাহী বখ্‌শ খন্দকার

জোতগৌর সরকার, গাইবান্দা, রংপুর।

১। জোতগৌর সরকার ও উহার সন্নিহিত নসরৎপুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটী মছ্‌জিদকে সম্মিলিত করিয়া একটী বৃহদায়তন জামে মছ্‌জিদ গঠন করা উত্তম এবং ছওয়াবের কার্য হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে দূরবর্তী অঞ্চলগুলির সমবায়ে এক একটী জামে-মছ্‌জিদ কায়েম করা হইত, আধুনিক যুগের মত গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় এমনকি একই নগরে ও পল্লীতে একাধিক জুমা—মছ্‌জিদ কায়েম করার রীতি সুবর্ণ যুগে প্রচলিত ছিলনা। বুখারী ও মুছলিম জননী আয়েশার বাচনিক মদীনার মছ্‌জিদুন্নবী সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে ছাহাবাগণের আচরণ বর্ণনা করিয়াছেন যে,

كان الناس ينتابون من منازلهم و من العوالى

জনগণ স্ব স্ব বাসভবন এবং মদীনার পূর্বাংশে অবস্থিত অন্ততঃ চারিমাইল দূরবর্তী উচ্চ সমতল জনপদ ও ভূভাগ হইতে প্রত্যেক জুমা'য় বারম্বার মদীনার মছ্‌জিদুন্নবীতে সমবেত হইতেন—ফত্‌হুলবারী ও কছ্‌তল্লানী। তিব্‌মিযী রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, কুবার অধিবাসীবৃন্দ মদীনার মছ্‌জিদে আসিয়া জুমা পড়ার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক আদিষ্ট ছিলেন—তিব্‌মিযী, ৭৭ পৃঃ; ইব্‌নেমাজা, ৮০ পৃঃ। প্রকাশ থাকে যে, কুবা মদীনার দক্ষিণ দিকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। বয়হকী ও আবুদাউদ লিখিয়াছেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে মদীনায় ৯টী ওয়াক্তিয়া মছ্‌জিদ ছিল। ঐ সকল ওয়াক্তিয়া মছজিদের মুছল্লীগণ স্ব স্ব মছজিদ হইতে রছুলুল্লাহর (দঃ) মুওয়ায্‌যিন হযরত বিলালের আযান শুনিতে পাইতেন অথচ তাঁহারা স্ব স্ব ওয়াক্তিয়া মছজিদেই পঞ্জগানা নমায আদা করিতেন কিন্তু জুমা'র দিবস সমাগত হইলে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব মছজিদ পরিত্যাগ করিয়া জুমা' আদা করার জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) মছজিদে সমবেত হইতেন—আওনুলমা'বুদ (১) ৪০৮ পৃঃ।

উপরিউক্ত দলীল সমূহের সাহায্যে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, জোতগৌর সরকার ও নসরৎপুর গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মছজিদগুলিকে একটী জামেমছজিদে পরিণত করার প্রচেষ্টা হাদীছের বিধান মত ছওয়াবের কার্য হইয়াছে এবং যাঁহারা ছুন্নতের এই পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হইয়াছেন, ইন্‌শাআল্লাহ—তাঁহারা আল্লাহর নিকট বহুল ভাবে পুরস্কৃত হইবেন।

যে সকল ব্যক্তি মছজিদ একত্রিত করার পর পুনরায় পৃথক মছজিদ কায়েম করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বিবিধ অপরাধে দোষী হইয়াছেন:—প্রথমতঃ, জামাআতে তফরীক বা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার গোনাহ্, দ্বিতীয়তঃ সম্মিলিত জামেমছজেদকে ক্ষতিগ্রস্ত করার গোনাহ্। এতদ্ব্যতীত প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ভংগকরারও অপরাধ ঘটিয়াছে। অবশ্য কি কারণে তাঁহারা চুক্তি ভংগ করিয়া নূতন ভাবে পুরাতন বা নূতন জায়গায় জুমা কায়েম করিয়াছেন, তাহা সম্যকরূপে অবগত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের অপরাধের সঠিক গুরুত্ব নির্ণয় করার উপায় নাই।

জিজ্ঞাসায় উল্লিখিত মওলবী ছাহেবের পক্ষে নূতন মছজিদের মুছল্লীদের সহিত ছালাম কালাম

www.ahlehadeethbd.org

বন্ধ করার ফত্‌ওয়া জারী করার পর জামাআতের সহিত কোনরূপ পরামর্শ ব্যতিরেকেই স্বয়ং অপরাধীদের সহিত ছালাম কালাম করার কার্যে অগ্রণী হওয়া এবং তাহাদের ফিৎরা ইত্যাদি গ্রহণ করা অন্যায় হইয়াছে এবং তাঁহার এই কার্য সামাজিক সংহতির পক্ষে ক্ষতিকারক হইয়াছে। কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি এরূপ করিয়াছেন তাহা জিজ্ঞাসায় উল্লিখিত হয়নাই। যদি জামাআতের সংহতি ধ্বংসকরা বা নিজের বিশিষ্ট কোন দল খাড়া করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি এই আচরণ দ্বারা কবীরা গোনাহর অপরাধে দোষী হইয়াছেন। আল্লাহ তাঁহাকে তওবার তওফীক দান করুন।

২। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার উত্তর এই যে, মিথ্যা সাক্ষ্যদ্বারা আদালত হইতে বিবাহ রদ করাইয়া লইলে তাহা শরার দৃষ্টিতে সিদ্ধ হইবেনা। আহলেহাদীছ অছুল অনুসারে কাযীর বিচার প্রকাশ্যের মত বাস্তবাকারেও বলবৎ হয়না। শরার দৃষ্টিতে যাহা স্পষ্ট হারাম, তাহাকে হালাল সাব্যস্ত করার ক্ষমতা কোন বিচারকের নাই। অবশ্য অস্পষ্ট ও অপ্রকাশ্য ইজ্‌তিহাদী মছআলার কথা স্বতন্ত্র। ভ্রান্তিমূলক বিচারের জন্য আইন-সংগত প্রতিকারের পথ কেন অবলম্বিত হয় নাই, জিজ্ঞাসার ভিতর তাহার উল্লেখ নাই। কথিত মওলবী ছাহেব বিচারের ভ্রান্তি—অবগত হওয়া সত্বেও যদি বিবাহ পড়াইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি কবীরা গোনাহর অপরাধী হইয়াছেন এবং না জানিয়া ভুল বশতঃ বিবাহ পড়াইয়া থাকিলে সে বিবাহ অসিদ্ধ হইয়াছে। তিনি তাঁহার আচরণের বৈধতার প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিলে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

একই বৈঠকে তিন তালাক

মওলবী শিহাবুদ্দীন মোল্লা—হেড মওঃ, রছুলপুর সিনিয়র মাদ্‌রাছা, সাতগ্রাম—ঢাকা।

একই বৈঠকে তিন তালাক দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে বিদ্‌আত ও নাজায়েয, কিন্তু এই বিদ্‌আত তালাক প্রদান করিলে তাহার ফল কি হইবে, সে সম্বন্ধে প্রাথমিক যুগ হইতে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন। এক দল বিদ্বানের অভিমত অনুসারে এক সংগে তিন তালাক উচ্চারণ করা অবৈধ হইলেও উহা এক তালাক রূপে পরিগণিত হইবে, কারণ একই সময়ে একাদিক্রমে তিন তালাক সংঘটিত করার অনুমতি কোরআন ও ছুন্নতে প্রদত্ত হয় নাই, বরং—ছুরত-আত্‌তালাকে তালাক প্রদান করার পদ্ধতি নিম্নরূপ নির্ধারিত হইয়াছে: আল্লাহ আদেশ করিয়াছেন, হে নবী (দঃ) يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن আপনি মুছলমানদিগকে বলুন, তোমরা (স্বীয়) স্ত্রীকে তালাক দিতে চাহিলে তাহাদিগকে তাহাদের ইদ্দতে তালাক প্রদান কর। এই আয়তের ব্যাখ্যায় বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, নারী ঋতু হইতে পবিত্রতা লাভ করার পর বিভিন্ন সময়ে তালাক—প্রদান করিতে হইবে। ইমাম জছ্‌ছাছ রাযী হানাফী তদীয় আহ্‌কামুল-কোরআনে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও তদীয় সহচরবৃন্দের উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, ان طلاق السنة واحدة وان من طلاق السنة ايضا اذا اراد ان يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر تطليقة — ছুন্নৎ তালাক মাত্র একবার আর ইহাও ছুন্নৎ যে, তিন তালাক দিতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক তোহরে (ঋতু হইতে পবিত্রতা লাভ করার পরবর্তী সময়) একবার করিয়া তালাক দিতে হইবে—(৩) ৫৫৬ পৃঃ। তিন তালাকের অন্তরবর্তীকালীন অবসর স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদকে—মিলনে পরিণত করার উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ এই অবসরের তাৎপর্য সম্পর্কে স্বয়ং আদেশ করিয়াছেন—হইতে পারে আল্লাহ অতঃপর নূতন কোন ব্যাপার لعل الله يحدث بعد ذلك امرا (অর্থাৎ বিচ্ছেদের পর মিলন) ঘটাইয়া দেন। একই বৈঠকে তিন তালাককে বিভিন্ন সময়ের তিন তালাকের ন্যায় বলবৎ করিয়া দিলে শুধু যে আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত তালাকের নিয়ম ভংগ করা হয়, তাহা নয়, অধিকন্তু

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহ প্রদত্ত অবসরের তাৎপর্যও পণ্ড হইয়া যায়। এক বৈঠকে একাদিক্রমে তিন তালাক প্রদান করিলে উহা যে এক তালাকের পর্যায়ভুক্ত, এ কথার প্রমাণ ছিহাহ ও ছুননের গ্রন্থ সমূহেও মওজুদ রহিয়াছে। ইমাম মুছলিম স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে,—

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وسنتين من خلافة عمر رضى الله عنهما طلاق الثلاث واحدة فلما كان فى عهد عمر بن الخطاب تتابع الناس فى الطلاق فاجازه عليهم —

রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে এবং আবুবকর ছিদ্দীকের খিলাফতে ও উমর ফারুকের খিলাফতের প্রথম ভাগে তিন তালাককে এক তালাক বলিয়াই গণ্য করা হইত। অতঃপর উমর ফারুকের সময়ে একাদিক্রমে তিন তালাক প্রদানের রীতি ব্যাপক হইয়া পড়ায় তিনি উহাই তাহাদের জন্য বলবৎ করিয়া দিলেন— (২) ২৭৮ পৃঃ। এই হাদীছের ছনদের প্রত্যেক বর্ণনাদাতা মহাবিদ্বান ইমাম ও বিশ্বস্ত এবং ইহা বিভিন্ন শব্দে ও ছনদে বর্ণিত হইয়াছে। এই ছহীহ মুছলিমেই আবুছ্ছহবার বাচনিক ইহাও রেওয়ায়ত করা হইয়াছে যে, তিনি ইবনেআব্বাছকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ইহা অবগত আছেন যে,—

ان ابا الصهباء قال لابن عباس اتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وابى بكر وثلاثا من امارة عمر فقال ابن عباس نعم !

রছুলুল্লাহর (দঃ) ও আবুবকর ছিদ্দীকের যুগে এবং উমরের শাসনকালের তিন বৎসরে এক বৈঠকের তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া গণ্য করা হইত? ইবনেআব্বাছ বলিলেন, হাঁ! ২য় খণ্ড, ২৭৮ পৃঃ। বয়হকী ইবনেআব্বাছের প্রমুখাৎ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রুকানা নামক জনৈক ছাহাবী তাঁহার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করিয়া বসেন, কিন্তু তজ্জন্য অত্যন্ত কাঁদাকাটি আরম্ভ— করিয়া দেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাকে— জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে কি ভাবে তালাক—

فحزن عليها حزنا شديدا فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها ؟ قال طلقتها ثلاثا فقال فى مجلس واحد ؟ قال نعم ! قال فانما تلك واحدة —

দিয়াছ? রুকানা বলিলেন, তিন তালাক! হযরত (দঃ) পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, একই বৈঠকে? রুকানা বলিলেন, জী হাঁ! রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন উহা এক তালাকেরই পর্যায়ভুক্ত, যদি তুমি ইচ্ছা কর তোমার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে পার। ইবনেআব্বাছ বলেন যে, অতঃপর রুকানা স্বীয় স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইলেন—ছুননে বয়হকী (৭) ৩৩৯ পৃঃ।

এই হাদীছের ছনদে কোন গোলযোগ নাই এবং ইহার পোষকতায় আবু দাউদ ও আবদুররযযাকের হাদীছ বিদ্যমান রহিয়াছে।

রছুলুল্লাহর (দঃ) ফতওয়া ছাড়াও উমরের— ত্রিবার্ষিক শাসনকাল পর্যন্ত একই বৈঠকে তিন তালাককে এক তালাকের পর্যায় ভুক্ত করা সম্পর্কে কোন কোন বিদ্বান ইজ্‌মার দাবী করিয়াছেন— দেখ— ইলামুল মুওয়াক্কেয়ীন।

আর হযরত উমরের পরও ছাহাবাগণের মধ্যে হযরত আলী তদীয় দ্বিবিধ রেওয়ায়তের অন্যতম রেওয়ায়ত সূত্রে এক বৈঠকে তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করার ফতওয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আবদুল্লাহ বিনে মছউদ, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ, আবদুররহমান বিনে আওফ, যুবয়র বিনুল আওয়াম, আবুমুছা আশ্‌আরী এবং আরও বহু ছাহাবীর সিদ্ধান্ত ইহাই। তাবেয়ীগণের মধ্যে ইকরিমা, আতা বিনে আবি রিবাহ তাউছ, আমর বিনে-দীনার, ইবরাহীম নখয়ী, জাবির বিনে যয়েদ, ইমাম যয়েনুল আবেদীন, ইমাম বাকের, প্রভৃতির প্রমুখাৎ এক বৈঠকে তিন তালাককে এক তালাক রূপে গ্রাহ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার ফতওয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে ইমাম জা'ফর ছাদিক, খল্লাছ বিনে আম্‌র বছ্‌রী, হারিছ বিনে ইয়াযীদ প্রভৃতি উপরিউক্ত অভিমত সমর্থন করিয়াছেন।

অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যে এই বিষয়ে ইমাম মালেকের দুই প্রকার রেওয়ায়ত সুরক্ষিত রহিয়াছে। এক প্রকার রেওয়ায়ত অনুসারে এক বৈঠকের তিন তালাককে তিনি এক তালাক গণ্য করার নির্দেশ দিয়াছেন। শয়খ খলীল তিলমছানীর প্রমুখাৎ তওযীহ গ্রন্থে এবং ইব্‌নে আবিযয়েদ ইমামের এই রেওয়ায়ত উধৃত করিয়াছেন—ইর্‌শাদুছ্‌ছারী ও উম্‌দাতুর্ —রিআয়া। ইমামে আ'যম আবুহানীফার অন্যতম ময্‌হব রূপেও এই উক্তি কথিত হইয়াছে, মাযেরী মু'লিম নামক মুছ্‌লিমের টিকায় ইহা উল্লেখ করিয়াছেন—ইগাছাতুল্লহফান। ফতাওয়ায় আলমগীরীতে ইমাম মোহাম্মদের উক্তি উল্লিখিত হইয়াছে যে, কিয়াছ সূত্রে একাধারে তিন তালাক তিন তালাক রূপে গৃহীত হওয়া উচিত, কিন্তু আমরা ইস্তিহ্‌ছানের (কিয়াছের ولكنا نستحسن و نجعلها واحدة অন্যতম প্রকরণ) অনুসরণ করিয়া এক বৈঠকের তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করিয়া থাকি—তালাক ২য় অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ (২) ৭০ পৃঃ। ইমাম আবুহানীফার অনুসরণকারীগণের মধ্যে তৃতীয় স্তরের স্বনাম ধন্য ফকীহ মুকাতিল রাযীও উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন—আহ্‌কামুল কোর্‌আন ও উম্‌দাতুলকারী। মুহাদ্দিছগণের মধ্যে ইমাম আবদুছ্‌ছালাম ইব্‌নে তয়মিয়া ও শয়খুল ইছলাম তকীউদ্দীন ইব্‌নে তয়মিয়া ও হাফেয ইব্‌নুল কাইয়েম প্রভৃতি এই অভিমতের পোষকতায় বিশ্ব বিশ্রুত হইয়াছেন। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী ও আল্লামা নেশাপুরী স্ব স্ব তফ্‌ছীরে এই অভিমতের পোষকতা করিয়াছেন। পরবর্তী কালে ইমাম শওকানী ও আল্লামা হাফেয ছৈয়েদ নযীরহুছইন মুহাদ্দিছ দেহ্‌লভী এই অভিমতকে সর্বজন বিদিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং বর্তমান কালে ইহা হাদীছ পন্থীদের অন্যতম বিশিষ্ট মছ্‌আলায় পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা এই বিষয়টীর বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চান তাঁহারা বুখারীর শরহ ফত্‌হুলবারী, ইর্‌শাদুছ্‌ছারী ও উমদাতুলকারী এবং ফতাওয়া ইব্‌নে তয়মিয়া, নয়লুল আওতার, ইলামুল মুওয়াক্‌কেয়ীন, তফ্‌ছীর রূহুল মাআনী, তফ্‌ছীর মযহবী, ইগাছাতুল্লহ্‌ফান, উম্‌দাতুর রিআয়া,—ফত্‌হুলকদীর, রদ্দুলমুহ্‌তার, জিলাউল আইনাইন,—হাশিয়ায় তহ্‌তাবী ও জামেউর্‌রমুয প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

والله اعلم و علمه اتم و احكم و حسبنا الله و نعم الوكيل –

বিশ্ব পরিক্রমা

অন্তরবর্তীকালীন শাসনতন্ত্র

দেখিতে দেখিতে অর্ধ যুগ কাটিয়া গেল। কায়েদে আ'যম ইন্তেকাল করিলেন, কায়েদে মিল্লৎ শাহাদৎ লাভ করিলেন, দেশের কয়েকজন রাজনীতি-অভিজ্ঞ প্রভাবশালী আলেম এবং বিশিষ্ট নেতা মহাপ্রয়াণ করিলেন, পুরাতন মন্ত্রীমণ্ডলী গেলেন, নূতন মন্ত্রী মণ্ডলী আসিলেন, কিন্তু দেশের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন—সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কাজ পাকিস্তানের বহু-প্রতিশ্রুত ও দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত ইছলামী শাসন সংবিধান রচনার কাজ সম্পন্ন হইল না, এমন কি উহার নিরেট কাঠামোটিই গৃহীত হইতে পারিল না। জনগণের ধৈর্য চরম সীমায় আসিয়া ঠেকিল। তারপর বর্তমান

www.ahlehadeethbd.org

প্রধান মন্ত্রী মতানৈক্যের অজুহাতে পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনার কাজ স্থগিত রাখিয়া যখন অন্তরবর্তীকালীন প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনার কথা ঘোষণা করিলেন, তখন জনগণের ধৈর্য রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত প্রান্ত হইতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের লেখনী ও মুখপাত্রের কণ্ঠে এবং অগণিত সভার প্রস্তাব ও বক্তৃতায় এই উদ্দেশ্যমূলক অন্তরবর্তী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রবল ঝড় উত্থিত হইল। এমন কি পূর্ব বঙ্গের মুছলিম লীগ পার্লামেণ্টারী পার্টি, লীগ কাউন্সিল এবং প্রাক্তন শিল্পসচিব সরদার আবদুর রব নিশতারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাক-রাজধানী করাচীর — শ্রেষ্ঠতম জন সভা বজ্র কণ্ঠে ইছলাম ও গণতন্ত্র বিরোধী প্রস্তাবিত অন্তরবর্তীকালীন খণ্ডিত শাসনতন্ত্রের — বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তূর্যনিনাদী আওয়াজ তুলিলেন এবং গণপরিষদের আসন্ন অধিবেশনেই কোরআন ও হাদীছের আলোকে আদর্শ প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ শাসন সংবিধান রচনার কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য জোর তাকীদ প্রদান করিলেন। মনে হয় এই বলিষ্ঠ জনমতের চাপেই মোহাম্মদ আলী সরকার অন্তরবর্তী শাসন সংবিধানের খসড়া প্রস্তাব পূর্ব— প্রচারণা মত বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর উত্থাপন না করিয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের মূলনীতি কমিটীর রিপোর্ট পরিষদ কর্তৃক আলোচনার অনুমতি প্রদান করেন। উক্ত রিপোর্টের বিরোধমূলক বিষয়গুলি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যবৃন্দের মতৈক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত গণ পরিষদের অধিবেশন মুলতবী রাখা হয়। জনাব মোহাম্মদ আলী মীমাংসার সূত্র আবিষ্কারের জন্য উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনার প্রকৃতি ও ফলাফল এবং শাসন কর্তৃপক্ষের আসল মতলব সম্বন্ধে বিগত কয়েক দিন হইতে পরস্পর বিরোধী সংবাদ পরিবেশিত হওয়ায় পাকিস্তানের নাগরিকবৃন্দ পরম অস্বোয়াস্তি বোধ করিতেছে।

তবে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে,—কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামো এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে বিভিন্ন প্রদেশের আসন সংখ্যার প্রশ্নেই যত গোল বাঁধিয়াছে। সমস্যার সমাধানের জন্য চারিটি বিকল্প প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে এবং সদস্যবৃন্দের নিকট ইহার কোন্‌টি অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয় প্রধান মন্ত্রী তাহা আলোচনার সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিকল্প প্রস্তাব সম্বন্ধে যে অতি সংক্ষিপ্ত তথ্য সংবাদ পত্রে পরিবেশিত হইয়াছে তাহাতে উহার ৩টিকেই অনেকে একেবারে অবাস্তব, এক দেশদর্শী, অগণতান্ত্রিক ও অচল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

কয়েকদিন আলোচনা চালাইবার পর প্রধান মন্ত্রী ঘোষনা করেন, দুই পাকিস্তানের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন। ঐ একই দিবসের বেতার ভাষণে অন্তরবর্তী শাসন বিরোধী জনমণ্ডলীর আশার মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া প্রধান মন্ত্রী পুনরায় স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিতর্কমূলক প্রশ্নগুলির মীমাংসা সাপেক্ষে আমাদের অন্তরবর্তী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কার্য শুরু করা উচিত। ইতিমধ্যে বিদেশে বিশেষ কার্যে দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সহ প্রেরিত মন্ত্রীবৃন্দকে তাঁহাদের কার্য অসমাপ্ত রাখিয়াই অবিলম্বে করাচীতে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। প্রকাশ, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মুখ বন্ধ রাখার কিম্বা স্বপক্ষীয়দের প্রশ্নবাণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে গবর্ণর জেনারেলের বাসভবনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আপোষ আলোচনার ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীবৃন্দের এই সমাবেশ ও নৈকট্যে আকর্ষণ এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরবর্তী শাসনের সাফাই গান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়াই অনেকে মনে করিতেছেন। কিন্তু আমাদের প্রাপ্ত ৩রা অক্টোবরের সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশঃ সকলের গ্রহণযোগ্য অন্য একটি ফরমুলা আবিষ্কারের ফলে মীমাংসার সাফল্য সম্বন্ধে মন্ত্রী মহলে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইয়াছে। এই তেলেছমাতি ফরমূলার তত্ত্বকথা এখনও প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, একদিকে অন্তরবর্তী শাসনতন্ত্রের খসড়া বিল পরিষদে উপস্থাপনের নূতনতম ঘোষণা, অন্যদিকে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মূলনীতি কমিটীর রিপোর্টের বিতর্কমূলক বিষয় সমূহের মীমাংসা সম্বন্ধে মন্ত্রী মণ্ডলীর আশীর্বাদ ও খাজা নাজিমুদ্দীনকে উহা পরিষদে উত্থাপনের অগ্রিম অনুমতি প্রদান, এই সবের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্র কোথায়?

এই পরস্পর বিরোধী সংবাদ ও চঞ্চল ঘটনা প্রবাহের মধ্যে জনসাধারণ কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে কোন স্থির ধারণায় আসিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না। শাসনকর্তাদের উদ্দেশ্যের রহস্য তাহাদের সান্দগ্ধ মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু একটি বিষয়ে তাহারা স্থির নিশ্চিত ও দৃঢ় সঙ্কল্প, তাহা এই যে, মতবিরোধ ও মতলব সিদ্ধির রহস্যময় ঘূর্ণিপাকে করাচীর আলোচনা যতই এবং যে ভাবেই ঘুরিতে থাকুক না কেন, কোরআন ও হাদীছের আলোকে রচিত পূর্ণ ইছলামী শাসন ছাড়া তাহারা অন্য আর কিছুই বরদাশ্‌ত করিবে না।

কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও বিশ্বজনমত—

ভারত-দখলীকৃত কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে শেখ আবদুল্লাহ যেভাবে পদচ্যুত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত এবং ভারতের নূতন তাবেদার বখ্‌শী গোলাম মোহাম্মদকে প্রধান মন্ত্রীত্বের আসনে সমাসীন করা হইয়াছে এবং অতঃপর কাশ্মীরের বুকে যে নিষ্ঠুর দমন নীতি চালাইয়া বিভীষিকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তাহাতে শুধু পাকিস্তানের জনমতই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে নাই, ন্যায় নীতির সমর্থক বিশ্বজনমতও ভারত ও কাশ্মীর সরকারের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতাধিকৃত কাশ্মীরের চতুর্দিকে বর্তমানে—লৌহ-বেষ্টনী বিরাজমান। কাশ্মীরে বিদেশী সাংবাদিক ও পরিদর্শকের প্রবেশ নিষিদ্ধ, বহির্বিশ্বে সংবাদ প্রেরণের উপর কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা আরোপিত। তথাপি এই লৌহ-বেষ্টনীর ক্ষুদ্রতম ছিদ্রপথে যে সামান্যতম তথ্য বাহিরে প্রকাশ পাওয়ার সুযোগ পাইয়াছে, বহির্বিশ্বের কঠোর মন্তব্য প্রকাশের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

বিশ্বজনমত যে সব মুখপত্র ও পাত্রগণের দ্বারা অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে আমরা নিম্নে তাহাদের সাম্প্রতিক বিবৃতি ও মন্তব্য হইতে যৎকিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করিলাম :—

ব্রিটেন

"পণ্ডিত নেহেরু এতদিন বিশ্বজনমত উপেক্ষা এবং তৎকর্তৃক প্রদত্ত গণভোটের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া কাশ্মীরে ভারতের যে অধিকার বজায় রাখিয়াছিলেন, শেখ আবদুল্লাহর পদচ্যুতি ও বখ্‌শী গোলাম মোহাম্মদের ক্ষমতা লাভে তাহা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল।" —টাইম্‌স

"ভারত ও ভারত তাবেদার মুছলমান রাজনীতিবিদ্‌দের প্রভাবে কাশ্মীরে পুনরায় ঘৃণ্য ও প্রাচীন হিন্দু সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে।"
—মানচেষ্টার গার্ডিয়ান

"সম্প্রতি শেখ আবদুল্লাহ ক্রমেই ভারতের অধীনতা পাশ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছিলেন, এই জন্যই তাঁহার বিরুদ্ধে আজ বিদেশী ষড়যন্ত্র এবং দেশের আজাদী বানচালের কল্পিত অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে।" —স্পেক্টেটর

"শেখ আবদুল্লাহ আজ পর্যন্তও পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে কোন মতামত ব্যক্ত করেন নাই। ভারতের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া কাশ্মীরকে একটী স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন মাত্র। ইহার ফলেই শেষ পর্যন্ত শেখ আবদুল্লাহ পদচ্যুত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন।" —নিউ ষ্টেট্‌সম্যান এণ্ড নেশন

"ভারতের সরকারী মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীরের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী একান্তভাবেই সেখানকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে এখনও ২৫ হাজার ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার এরূপ ছাফাই গাহিতে পারেন কিনা তাহা বিচারসাপেক্ষ।"
—ইণ্ডিপেণ্ডেন্স

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"...কাশ্মীরের সংখালঘু হিন্দু জনসাধারণ এবং ভারত সরকার কাশ্মীরকে অচিরে কুক্ষিগত করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন। .. কাশ্মীর না পাওয়াকে ভারতীয় হিন্দুরা যদি সম্মান হানিকর বলিয়া মনে করে তবে পাকিস্তানও উহাকে জীবন-মরণের সমস্যা বলিয়া দাবী করিতে পারে।" —অবজার্ভার।

ফ্রান্স

"দিন দিন পাক-ভারত সীমান্তে কাশ্মীর একটি মারাত্মক রকমের যুদ্ধ ঘাটিতে পরিণত হইতেছে। ...কাশ্মীরের বুক চিরিয়া ভারত এবং পাকিস্তান ছাড়াও গোটা এশিয়াতে তিলে তিলে যে অশান্তির আগুন ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা নিবাপণের ব্যাপারে জাতিসঙ্ঘ অবশ্যই কিছুটা শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছে।"

"ভৌগলিক দিক হইতে কাশ্মীরের সহিত রাশিয়া ও লাল চীনের ব্যবধান অত্যন্ত কম। কাজেই— কাশ্মীরে অশান্তি জাগিয়া উঠিলে এই দুইটি রাষ্ট্র অবশ্য সেখানে প্রভুত্বের জাল বিস্তারের চেষ্টা করিবে। কাশ্মীরের অধিবাসীদের বেশীর ভাগই মুছলমান। এমতাবস্থায় কাশ্মীর পাকিস্তানে যোগদান করিবে ইহাতে আশ্চর্যন্বিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু ভারত সরকার এ ব্যাপারে যে নীতির আশ্রয় লইয়াছেন— তাহা একাধারে ন্যায় নীতি বর্জিত এবং মারাত্মক।" —প্যারিস লা মন্‌ডি

ইউনাইটেড স্টেট্‌স অব এমেরিকা

"মিঃ নেহেরু যত কথাই বলুন না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, তাঁহার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ইঙ্গিতেই শ্রীনগরের রাজ পথে গুলি বর্ষণ করা হইয়াছে। ...মানুষের সাধারণ অধিকারের কথা মুখ ফুটিয়া বলার জন্যই শেখ আবদুল্লাহকে পদচ্যুত এবং শেষ পর্যন্ত কারাবরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু গণভোট গ্রহণ কালে যাহারা ভারতে যোগদানের বিরুদ্ধে ভোট দিবে, তাহাদিগকে বরদাশ্‌ত করা মিঃ নেহেরুর পক্ষে আদৌ সম্ভব হইবে কি?"

—সেণ্ট লুইস পোষ্ট ডেসপ্যাচ

"ভারত সরকারের অনুমোদন এবং সমর্থনক্রমে কাশ্মীরে যে সরকার গঠিত হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার সহিত দেশের জনসাধারণের কোনরূপ সংশ্রব নাই। এমতাবস্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোট ছাড়া কাশ্মীর বিরোধের মীমাংসার অন্য কোন উপায় নাই। .....কাশ্মীরের প্রতিকার-বিমুখ ৪০ লক্ষ মুছলমান আত্মনিয়ন্ত্রণ তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে করুণ আওয়াজ তুলিয়াছে, তাহাতে কাল বিলম্ব না করিয়া বিশ্বের জাগ্রত জনমতকে সাড়া দিতে হইবে।"

—নিউ ইয়র্কস টাইম্‌স

"ভৌগলিক দিক দিয়া কাশ্মীর পাকিস্তানেরই অংশ। ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেহেরু সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উপদেশ খয়রাত করিয়া থাকেন অথচ কাশ্মীর সম্পর্কে তিনি আবার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রদর্শন করিতেছেন, জাতিসঙ্ঘকে উপেক্ষা করিয়া রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য উপায়ে তিনি কাশ্মীর বিজয়ের চেষ্টা করিতেছেন।"

—মিরর

"গত ছয় বছর যাবৎ শেখ আবদুল্লাহ সর্বোতভাবে ভারত সরকারকে সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন। ...শেষ পর্যন্ত ভারত সরকারের গোপন ইঙ্গিতে— সদরে-রিয়াসত শেখ আবদুল্লাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। কারারুদ্ধ আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি এবং কুশাসনের অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া শেখ আবদুল্লাহ কোন বিদেশী শক্তির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন বলিয়াও জোর প্রচারণা চলিতেছে।" —টাইম

আয়র্ল্যাণ্ড

"কাশ্মীর একটী মুছলিম অধ্যুষিত রাজ্য। অথচ সেখানকার শাসনকর্তা হিন্দু। এ অবস্থায় সেখানে হিন্দু মুছলিম অপ্রীতির সৃষ্টি খুব অস্বাভাবিক নহে। দেশ বিভাগের গোড়া হইতেই ভারত সরকার— কাশ্মীরকে নিজের কুক্ষিগত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।" —আইরিশ টাইম্‌স

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্কটল্যাণ্ড

"ইউরোপ, কোরিয়া অথবা ইন্দোচীনকে অতিক্রম করিয়া বর্তমানে পাক-ভারত সীমান্তই স্নায়ুযুদ্ধের মারাত্মক ঘাটি হিসাবে গড়িয়া উঠিতেছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও লাল চীন এই সুযোগে পাক-ভারত সীমান্তে জাল বিস্তারের চেষ্টা করিবে।"

—বুলেটিন এণ্ড স্কট্‌স পিকটোরিয়ান

ইরাণ

নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও তিউনিশিয়া ও মরক্কোর ন্যায় কাশ্মীর প্রসঙ্গও বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় কাশ্মীরের একজন মুছলমানও জীবিত থাকিবেনা।

—হুর-রিয়ৎ

আর কতদিন পাকিস্তান সরকার এসব সহ্য করিবেন আর কতদিনই বা কাশ্মীরিগণ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের পদতলে অবস্থান করিবেন।

—নেদায়ে হক

তুরস্ক

কাশ্মীরের মুছলমানদিগকে ভারতের অধীনতা পাশে আবদ্ধ রাখার এবং জবরস্তী দেশ হইতে বিতরণের অভিযোগ শোনা যাইতেছে। এইভাবে চলিতে থাকিলে কাশ্মীরে আর কোন মুছলমানের অস্তিত্ব থাকিবেনা এবং সমস্যার আপনাপনি সমাধান হইয়া যাইবে।

—হুর-রিয়ৎ

মিসর

শেখ আবদুল্লাহ আজ তাঁহার পুরাতন ভারতীয় বন্ধুদের গোপন হস্তের কারসাজিতেই কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার সাম্প্রতিক বিবৃতি হইতে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মোছলেম অধ্যুষিত কাশ্মীরকে সর্বপ্রকার ভারতের কুক্ষিগত করিয়া রাখাই ভারত সরকার তথা ভারতের হীন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য।

—আল বালাগ

মরক্কোর গণ অভ্যুত্থান

উনবিংশ শতাব্দীতে "অন্ধকার মহাদেশ" —(Dark continent) আফ্রিকার ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ পররাজ্য শিকারের জন্য যে কাড়াকাড়ি ও মাতামাতি শুরু করিয়া দেয় তাহারই ফলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা নাবালক 'মরক্কোর' বৃহত্তর অংশের উপর অছিগিরির 'মহান দায়িত্ব' প্রাপ্ত হয়। অতঃপর বাকী অংশের উপর স্পেনের খবরদারির দাবী ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু হাজার বছরের স্বাধীনতা-সত্তার কথা মরক্কোবাসীরা ভুলিতে পারে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মরক্কোর মুক্তিপাগল অধিবাসীরা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়। মরক্কোর স্বাধীনতা ও ঐক্যকরণ আন্দোলনে রীফ নেতা গাজি আবদুল করিমের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ফরাসীরা সংগ্রামী বীরদিগকে জেল, নির্বাসন ও ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়াও এই আন্দোলনের গতিরোধ করিতে পারে নাই। তখন তারা সাম্রাজ্যবাদের চিরাচরিত নীতি বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতে থাকে এবং এই প্রয়াসে তারা সফলকামও হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে বাধ সাধেন মরক্কোর সুলতান সিদি মোহাম্মদ। তিনি মরক্কোবাসীদের স্বাধীনতা—আন্দোলনের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানান। "আপনি আমাদের পক্ষে না বিপক্ষে" ফরাসী রেসিডেন্ট জেনারেলের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন, "I am with my people"—"আমি আমার জনগণের পক্ষে।" সুলতানের এই দেশপ্রীতিই বর্তমানে তাহাকে পদচ্যুতি ও নির্বাসনের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। ফরাসীদের প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় মরক্কোর পাশা ও কায়েদগণের ষড়যন্ত্র এবার সফল হইয়াছে। জাতীয়তা বাদী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নির্বাসিত অথবা জেলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে তাহারা একত্রিত হইয়া সুলতানের পিতৃব্য মওলা মোহাম্মদ বিন আরাফাকে সুলতানরূপে ঘোষণা করিয়াছেন। ফরাসী শাসক এই ঘোষণাকে অভিনন্দন জানাইয়া পদচ্যুত সুলতানকে কর্সিকা দ্বীপে নির্বাসনে প্রেরণ করিয়াছেন। নূতন সুলতান ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের একজন গোঁড়া সমর্থক। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার কিছু পরেই ২২শে আগষ্টের এক ঘোষণায় ফরাসীদের সহিত "চিরকাল

www.ahlehadeethbd.org

বন্ধুত্ব" রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। ফরাসীরা এখন নূতন সুলতানকে দিয়াই দমননীতি শুরু করিয়া দিয়াছে।

নূতন সুলতানের অভিষেক দিবসকে মরক্কোবাসীরা শোকদিবসরূপে প্রতিপালন করে। উক্ত দিবসে রাজধানীতে সান্ধ্য আইন জারি এবং অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু দেশবাসী তাহাদের দাবীর সমর্থক সুলতানের এই পদচ্যুতি ও নির্বাসন এবং তাহাদের মাথার উপর আজাদী সংগ্রামের দুশমন ও কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাবাহক নূতন সুলতানকে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। তাহাদের বিরক্তি ও ক্রোধ অবশেষে গণ অভ্যুত্থানের আকারে ফাটিয়া পড়ে। বিক্ষুব্ধ জনগণের সঙ্গে ফরাসী এবং দেশী সৈনিকের সংঘর্ষ শুরু হইয়া যায়। ফরাসীরা এখন একদলকে সঙ্গে রাখিয়া অপর দলের উপর গুলি, গ্রেফতার, কারাদণ্ড প্রভৃতি নৃশংসভাবে চালাইয়া সমগ্র মরক্কোকে একটি ত্রাসের রাজ্যে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে।

আশ্চর্য এই যে, গণতন্ত্র ও আজাদীর "নিশান বরদার" আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া এই গণ-আন্দোলনের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাইতেও—অস্বীকার করিয়াছে। ফলে জাতিসঙ্ঘের রাজনৈতিক কমিটীতে মরক্কোর প্রশ্ন উত্থাপিত হইলেও উহা প্রত্যাখাত হইয়া যায়। নিরাপত্তা পরিষদেও এ ব্যাপারে তারা আরব এশীয় রাষ্ট্র-জোটকে সমর্থন করিবে না, তাহাও জানা কথা। কারণ ফরাসীরা মরক্কোর ব্যাপারকে তাহাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া দাবী করিয়া থাকে এবং বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করার প্রয়োজন বোধ করেনা।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব জাতিসঙ্ঘে তাঁহার জোরালো বক্তৃতায় বৃহৎ শক্তিবৃন্দের বিন্দুমাত্রও বাস্তব সহানুভূতি অর্জন করিতে পারেন নাই। ফরাসী প্রতিনিধিরা চরম ঔদ্ধত্যের সঙ্গেই তাঁহার বক্তৃতাকে পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। মজলুম জনগণ জাতিসঙ্ঘের নিকট অতীতে যেমন সুবিচারের আশা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে এবারও তাহাই হইয়াছে।

সুতরাং প্রতিকারের পথ অন্যত্র খুঁজিতে হইবে। মোতামের আলমে ইছলাম মুছলিম জাহানের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর মগরেব দিবস প্রতিপালন করিয়াছে। আরবলীগের রাজনৈতিক কমিটীতে মরক্কোর সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ইতিকর্তব্য নির্ধারণের জন্য একটি আরব-এশীয় সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। সমগ্র মুছলিম জাহান মরক্কোর আজাদী পাগল বীর সেনানী এবং মজলুম ভ্রাতৃবৃন্দের পিছনে রহিয়াছে। এশিয়া ও আফ্রিকার আজাদী প্রিয় জাতিগুলিও অত্যাচারিত মরক্কোবাসীদের সমর্থন না করিয়া পারে না। বস্তুতঃ বিশ্বের নিরপেক্ষ জনমত শুধু মরক্কো নয়, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া সহ সমগ্র উত্তর আফ্রিকার অশান্তিকর পরিস্থিতির জন্য ফরাসীর স্থবির সাম্রাজ্যবাদকেই দায়ী করিতেছে। অসন্তোষ ও ক্রোধের যে আগ্নেয়গিরি মরক্কোর মজলুম জনগণের অন্তরদেশে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে, তাহা অনুকূল পরিস্থিতির অগ্নুৎপাতে ভীষণ তর্জন গর্জন সহকারে উৎক্ষিপ্ত হইবেই, আর সেই অগ্নিসংযোগে ঘৃণ্য ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন বিলীন হইয়া যাইবে, বর্তমান পরিস্থিতি এই ইঙ্গিতই প্রদান করিতেছে।

সুয়েজ সমস্যার সমাধান ?

যে সব বিষয় লইয়া ইঙ্গ-মিসর বিরোধ মিটিয়াও মিটিতেছিলনা তন্মধ্যে সর্বপ্রধান সুয়েজ সমস্যা। সুয়েজ খালের উপর মিশরের সার্বভৌমত্ব ব্রিটিশ ইতিপূর্বেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই স্বীকৃতির পর মিশর স্বাভাবিক ভাবেই খাল ইলাকা হইতে অবিলম্বে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের দাবী করিতে থাকে। এই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াও অপসারণের সময় ও কার্যক্রম লইয়া সমস্যা অসমাধ্য থাকিয়া যায়। এই লইয়া ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে মন কষাকষি চলিতে থাকে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে—উভয় সরকার সুয়েজ সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিয়াছেন। স্থির হইয়াছে, আগামী দেড় বৎসরের মধ্যে ব্রিটিশ তাহাদের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সশস্ত্র সৈন্য অপসারণের কাজ সম্পন্ন করিবে। আর ৩ বৎসরের মধ্যে সুয়েজ ঘাঁটি সংরক্ষণে দক্ষ কারিগরগণ বিদায় লইবে। আরব-লীগের কোন সদস্য-রাষ্ট্র অন্যকোন রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনী সুয়েজ ইলাকায় প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে। ব্রিটিশ কারিগরগণ ব্রিটিশ ইউনিফরম, না মিশরীয় ইউনিফরম পরিধান করিবে এই লইয়া যে সমস্যা দেখা দেয় তাহাও শেষ পর্যন্ত মিসরের আনুকূল্যে মীমাংসিত হইয়াগিয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, তাহারা মিশরীয় ইউনিফরমই পরিধান করিবে। ইহার সোজা অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই কারিগরগণ অতঃপর মিশরীয় কর্মচারীরূপেই গণ্য হইবে এবং মিশর সরকারকে সুয়েজ ঘাটির কারিগরি সাহায্য প্রদানের জন্য ৩ বৎসর অবস্থান করিবে। এদিক দিয়া মিশরের দাবী জয়যুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যের প্রত্যাবর্তনের জন্য যে শর্ত আরোপিত হইয়াছে তাহার আরও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কোন্ অবস্থায় কাহাদের আহ্বানে ব্রিটিশ সৈন্য সুয়েজ ইলাকায় প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে ইহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাকৃত না হইলে যে কোন অজুহাতে ব্রিটিশ তাহার সৈন্য প্রেরণের জন্য জেদ ধরিলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইতে পারে।

ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

কায়রোর ১১শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, অতর্কিত হানায় সামরিক পুলিস মিসরের ১১ জন বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেফতার করিয়াছে। প্রাক্তন উযিরে আ'যম, জনপ্রিয় নেতা এবং আধুনালুপ্ত ওয়াফদ দলের প্রেসিডেন্ট মোস্তফা নাহাস্‌পাশা এবং তাঁহার পত্নীকে স্বগৃহে কড়া পুলিশ প্রহরায় নযরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। ইঁহাদের বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযোগ এই যে, ইহারা বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদিগকে হত্যা ও দেশময় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বর্তমান সরকারের উচ্ছেদ ও রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মতলব আঁটিয়াছিলেন। ঘোষণা করা হইয়াছে— বিপ্লবী কম্যাণ্ডের "বিপ্লবী ট্রাইবুন্যালে" তাঁহাদের বিচার হইবে। ইতিমধ্যেই সা'দ পন্থী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহীম আবদুল হাদীর বিচার পর্ব শেষ হইয়াছে এবং তাঁহার ফাঁসির আদেশ হইয়াগিয়াছে। জেনারেল নজীবের সভাপতিত্বে বিপ্লবী পরিষদের বৈঠকে উক্ত আদেশ অনুমোদিত হইলেই তাঁহাকে গোপনে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইবে! তাঁহার বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ এই যে, তিনি ১৯৪৮ সালে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী হিসাবে কোনরূপ প্রস্তুতির পূর্বেই সৈন্য—বাহিনীকে ফেলিস্তিন যুদ্ধের মুখে ঠেলিয়া দেশের সর্বনাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্যকালে ব্যাপক ধরপাকড় দ্বারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিয়াছিলেন, এবং এই বৎসর বিদেশী মহলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দেশ-দ্রোহিতার আশ্রয় লইয়াছিলেন। অভিযোগগুলি প্রমাণিত হইয়াছে, না বিরোধী—রাজনীতিককে উৎখাত করার জন্য বিচারের নামে প্রহসন হইয়াছে, তাহা নিরপেক্ষ সংবাদের অভাবে বুঝিবার উপায় নাই। অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিবৃন্দও যদি এই ভাবে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হন তাহা হইলেও দুঃখিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। মুছলিম জাহান ব্যাকুল আগ্রহে অন্যান্যদের ভাগ্যলিপি জানার জন্য প্রতীক্ষা করিবে।

ইরাণের ভাগ্য-বিপর্যয়

দীর্ঘদিন যাবৎ ইরাণী জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার প্রতীক প্রধান মন্ত্রী ডাঃ মোসাদ্দেক এবং কায়েমী স্বার্থের নিশানবরদার ইরাণের শাহ রেজা মোহাম্মদ পাহ্‌লবীর মধ্যে বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। ক্ষমতার আসন হইতে নির্বাসিত করার বহু অশুভ শাহী প্রচেষ্টা এবং বিদেশী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়া ডাঃ মোসাদ্দেক মজলুম জনগণের অধিকার ও স্বদেশের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অনমনীয় দৃঢ়তা লইয়া চালাইয়া যাইতেছিলেন। বিগত ১৬ই আগষ্টের শাহী প্রহরীদের এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান এবং ডাঃ মোসাদ্দেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের অপচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার পর শাহ অন্য কোন গতি না দেখিয়া দেশ হইতে সস্ত্রীক পলায়ন করিতে বাধ্য

(অবশিষ্টাংশ ২৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

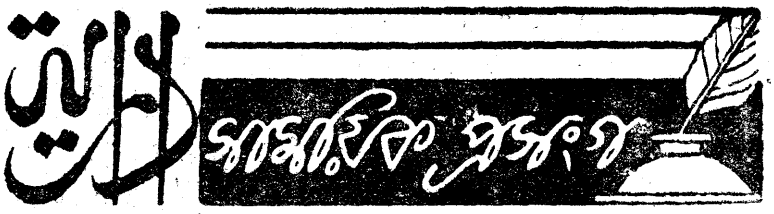

بسم الله الرحمن الرحيم

মোহররমের শিক্ষা

আজ হইতে তেরশত একষট্টি চান্দ্র বৎসর পূর্বে মোহররমের দশ তারীখে ফোরাতের তীরে কারবালার বালু প্রান্তরে মুক্তির সন্ধানদাতা ও কল্যাণের দিগদিশারী সাইয়েদুল মুর্ছালীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রাণ পুত্তলী আবি আবদিল্লাহিল হুছাইন ইবনে আলী (রাঃ) শাহাদতের অমৃত পান করিয়া বিশ্বের বুকে আদর্শের জন্য আপোষহীন—সংগ্রামের, ভয়লেশহীন শৌর্যের এবং অনুপম ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন তিতিক্ষার এক অবিস্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া যান।

প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিনে ১০ই মোহররম ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদের ছামনে সমাগত হয়। কারবালার নিষ্ঠুর শোক ছবি, বেদনায়-ভরা সকরুণ দৃশ্য আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। আমরা শোক গাঁথা রচনা করিয়া, মাতম ও আহাজারিতে বুক ফাটাইবার চেষ্টা করিয়া, তাজিয়া তুলিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া, মিছিল বাহির করিয়া আর মেলা বসাইয়া মোহররমের উৎসব পালন করি। কিন্তু যে আদর্শের সংরক্ষণকল্পে রছুলুল্লাহর (দঃ) জিগর গোশাহ্ নিজ দেহের এবং আত্মীয় স্বজন ও মাছুম বাচ্চার তাজা রক্ত ঢালিলেন আমরা কয়জনে তাহা স্মরণ করি, আদর্শের প্রেরণায় আমাদের শিথিল বিশ্বাসকে কতটুকু পাকাপোখ্ত করার চেষ্টা করি, সাধনা ও সংগ্রামের কি পরিমাণ ছবক গ্রহণ করি?

সঙ্কট মুহূর্তে রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিত্যক্ত আমনতের হেফাজতকল্পে কেউ যখন আগাইয়া আসিলেন না, হযরতের বড় বড় খ্যাতনামা ছাহাবারা পর্যন্ত যখন হালেম এজিদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া নীরবে সব অনাচার হজম করাই নিরাপদ মনে করিলেন, ইছলামী খেলাফতের সুমহান আদর্শ যখন রাজতন্ত্রের রাহুগ্রাসে নিপতিত, তখন উহার সক্রিয় প্রতিরোধে একাকী বুক ফুলাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন রছুলুল্লাহরই (দঃ) রক্তের রক্ত আমিততেজা হুছাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু! এক দিকে প্রবল পরাক্রান্ত এজিদের সুসজ্জিত সুবৃহৎ সেনামণ্ডলী, অপর দিকে আপন পরিবার ভুক্ত কতিপয় নারী ও বাচ্চাসহ নিরস্ত্র হুছাইন (রাঃ)। উপরে অগ্নিক্ষরা সূর্য, নীচে সুতপ্ত সীমাহীন বালুকারাশি, পানির ধারে আসার উপায় নাই, ফিরিবার পথ নাই—এই সীমাহীন অসহায়ত্ব এবং অন্তহীন দুর্দশার ভিতরও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট, পিপাসায় কাতর হুছাইন (রাঃ) ন্যায়ের আদর্শকে বিসর্জন দিলেন না, সত্যের পতাকাকে অবনমিত করিলেন না, অন্যায় ও জুলুমের ছামনে আত্মসমর্পন করিলেন না। তিনি মাছুম বাচ্চার রক্ত ঢালিয়া, নিজের শির আগাইয়া দিয়া সঙ্কটমুহূর্তে ইছলামী গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার পথ নির্দেশ করিয়া গেলেন— অনন্ত কালের জন্য চির উজ্জ্বল এক মহিমময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গেলেন। হুছাইন (রাঃ) পরাজিত হইয়াও গৌরবের জয়টীকা কপালে ধারণ করিলেন, ইয়াজীদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জয়ী হইয়াও অনন্তকালের জন্য কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইলেন। তাই ইয়াজিদ তদবধি যুগে যুগে দেশে দেশে নিন্দিত, ঘৃণিত, ছুচাইন নন্দিত বন্দিত।

অন্যায়, অনাচার ও স্বৈরতন্ত্রকে কোন অবস্থাতেই বরদাশ্‌ত করা চলিবে না, ক্ষমতাসীনদের অন্যায় আচরণ, ভ্রূকুটি ও ভয়প্রদর্শনকে উপেক্ষা করিয়াই নির্ভিকচিত্তে সত্যের জয় ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়াইতে হইবে। অর্থ, সম্পদ, রক্ত, প্রাণ সব কিছু কোরবানের জন্য প্রস্তুত হইয়া লড়াইয়ের মাঠে অবতীর্ণ হইতে হইবে।— মোহররমের অনুষ্ঠান প্রতি বৎসর এই শিক্ষাই আমাদিগকে প্রদান করিয়া যাইতেছে।

(২৭ পৃষ্ঠার পর)

হন। এই ঘটনায় অনেকেই আশা করিয়াছিল— ইছলামী গণতন্ত্রের খেলাফ এবং কায়েমী স্বার্থ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতীকরূপে বিরাজমান ঘৃণ্য রাজতন্ত্র ইরাণের বুক হইতে বোধ হয় শেষ বিদায় গ্রহণ করিল।

কিন্তু রাজনীতির খেলা অনেক সময়ই নাটকীয় ঘটনার আকস্মিকতাকেও হার মানাইয়া দেয়।— ইরাণেও বিগত আগস্ট সেপ্টেম্বরে রোমাঞ্চকর গতিতে ঐরূপ একটির পর একটি ঘটনার পট পরিবর্তিত হইয়া গেল। ফলে ইরাণের ভাগ্যবিধাতা ডাঃ মোসাদ্দেক আজ সালতানাবাদের অন্ধকারে কড়া সৈন্যপ্রহরাধ বন্দী এবং আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় প্রহর গণনায় রত!

মাঝে বিভিন্ন সূত্রে প্রচারিত হইয়াছিল রাষ্ট্রদ্রোহের বিভিন্ন দফা ষড়যন্ত্র ও নির্দোষ দেশবাসীকে হত্যার অভিযোগে গোপন আদালত ফিল্ড কোর্ট মর্শালের অনুমোদন সাপেক্ষে ফাঁসির দণ্ড ঘোষণা করিয়াছে। সে অবস্থায় একমাত্র শাহের ইচ্ছার উপরই তাঁহার জীবন রক্ষা নির্ভর করিত। এখন জানা গিয়াছে তাঁহার বিচার শুরুই হয় নাই। আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থার জন্য সময় ও সুযোগ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই বিচার প্রহসনের ফলাফল কী হইবে তাহা আমাদের জানা নাই। কিন্তু এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিতই বলা যাইতে পারে যে, শাহের প্ররোচনায় জাতির সেবায় উৎসৃষ্টপ্রাণ, ইরাণী জনগণের আকাঙ্খার প্রতীক, মজলুম দেশবাসীর শক্তি স্তম্ভ, বিদেশের শোষিত জনগণের প্রেরণার উৎস, ইরানী তৈলের জাতীয় করণের প্রধান হোতা, সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্য দুশমন এবং বিদেশে ইরাণের মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারী ৮৪ বৎসরের এই মেরুদণ্ড-দৃঢ়, নির্ভীক ও জনপ্রিয় নেতার জীবন লইয়া যদি ছিনিমিনি খেলা করা হয়, তাহা হইলে অদূরদর্শী ইরাণের শাহ এবং তাঁহার পদলেহনকারীর দলকে আগামী দিবসে মজলুমদের হাতেগড়া আদালতে এবং জাগ্রত জনমতের সামনে আসামীর কাঠগড়ায় অবশ্যই দাঁড়াইতে হইবে।

বেরিয়ার অন্তর্ধান

রাশিয়ার ৩ প্রধানের অন্যতম, গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক এবং ষ্টালিনের দক্ষিণ হস্ত মঃ বেরিয়া হঠাৎ যদি পদচ্যুত এবং অন্তরীনাবদ্ধ হন, বহির্জগত তখন বিস্ময়বিমূঢ় ও হতবাক হইয়া যায়। গোয়েন্দা বিভাগের বড় কর্তা হিসাবে ষ্টালিনের প্ররোচনায় কত সন্দেহযুক্ত নিরপরাধ যে তাঁহার গোপন ইঙ্গিতে নিহত, মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত এবং নির্বাসিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এবার স্বয়ং তাঁহার পালা। ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিম্বা পার্টিগত ডিক্টেটারী শাসনের ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

কিন্তু রাশিয়ার বর্তমান শাসক গোষ্ঠি বেরিয়ার উপর তাঁহাদের রোষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে পারেন নাই। এক রহস্যময় উপায়ে তিনি তাঁহার প্রতর্ক প্রহরীদের ফাঁকি দিয়া উধাও হইয়া গিয়াছেন। এই বিস্ময়কর পলায়ন কাহাদের গোপন হস্তের— কারসাজিতে সম্ভব ও সফল হইয়াছে, সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত সঠিক কিছুই জানা যায় নাই। এই নিয়া বিশ্বময় এবং বিশেষ করিয়া ইউরোপ-আমেরিকার কূটনীতি মহলে জল্পনা কল্পনার অন্ত নাই।

www.ahlehadeethbd.org

কারবালার শোকাবহ স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দেশে শের্ক ও বেদআতরূপী যে সব রছ্‌ম ও রেওয়াজ সমাজ জীবনে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় আহলে হাদীছ ও অন্যান্য হাদীছপন্থী আলেম বৃন্দের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও বিরামহীন সাধনায় উহার অনেকটা দূরিভূত হইয়া গিয়াছে। এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা দূর করার জন্য চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হইবে। আর মোহররমের সুমহান ঐতিহ্য ও গৌরবদীপ্ত উত্তরাধিকারকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া উপলব্ধি করিয়া, উহার ত্যাগ পূত আদর্শ এবং অনন্ত ও জীবন্ত শিক্ষাকে বুক দিয়া ভালবাসিয়া উহারই অম্লান শিখার আলোকে দুর্গম পথে, দুস্তর পারাবারে সামনে চলিবার প্রেরণা লাভ করিতে হইবে। তবেই ১০ই মোহর্‌রমের ত্যাগ-পূত স্মৃতির প্রতি আমাদের সত্যকার অনুরাগ প্রদর্শিত হইবে, উহার সুমহান ঐতিহ্যকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইবে।

দিল্লী চুক্তির পূর্বে

জাতি সঙ্ঘের মারফত কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের কোন লক্ষণ দীর্ঘ পাঁচ বৎসরেও দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় পূর্ববর্তী নাজিম সরকার ভারতের সহিত আলাপ আলোচনায় উহার মীমাংসার পথ অনুসন্ধানের আগ্রহ প্রদর্শন করেন। নবীন প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতালাভের পরই আপোষ আলোচনায় মীমাংসায় উপনীত হওয়ার দৃঢ় আশা পোষণ করেন। পণ্ডিত নেহেরুর সহিত লণ্ডন ও করাচীর আলোচনায় তিনি নাকি আশার আলোক প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু করাচী আলোচনার পর পরই কাশ্মীরে ভারতের পুরাতন বন্ধু শেখ আবদুল্লাহ প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে পদচ্যুত এবং কারাগারে প্রেরিত হন। তাঁহার অপরাধ এই যে, তিনি কাশ্মীরকে পুরাপুরি ভারতের হাতে সমর্পণ করিয়া দেওয়ার নীতি হইতে ক্রমেই সরিয়া দাঁড়াইতেছিলেন, বাস্তবতার রূঢ় অভিজ্ঞতায় ভারত সম্বন্ধে তাঁহার বদ্ধমূল ধারণার ভ্রান্তি ধরিতে পারিয়া কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে গড়িয়া তোলার ইচ্ছা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁর সব চাইতে বড় অপরাধ, ভারতের সঙ্গে তিনি পাকিস্তানেরও শুভেচ্ছা কামনা করিয়াছিলেন। এই নব জাগ্রত শুভবুদ্ধির ছায়াতলে কাশ্মীরের জনগণ তাহাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার আশার আলোক নিরীক্ষণ করিয়াছিল এবং জনসভায় তাঁহার উপস্থিতিতেই পাকিস্তানের জয়ধ্বনি উচ্চারণের সাহস অর্জন করিয়াছিল।

শেখ আবদুল্লাহর এই অপরাধে শুধু তিনি এবং তাঁহার সমর্থকবৃন্দই জেলে নিক্ষিপ্ত হন না, আবদুল্লাহপন্থীদের নামে বহু পাকিস্তানপন্থীও নূতন প্রধানমন্ত্রী বখ্‌শী গোলাম মোহাম্মদ কর্তৃক নির্যাতিত ও কারারুদ্ধ হইতে থাকে। কঠোরতম দমননীতি ও শান্তি ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও কাশ্মীরের মুছলিম জনসাধারণ মরিয়া হইয়া পাকিস্তানের সমর্থনে তাহাদের অকুণ্ঠ মত প্রকাশ করিতে থাকে। ফলে তাহাদের উপর নির্বিচারে লাঠে, গুলী, আটক ও জেলের শাস্তি নামিয়া আসে। কাশ্মীরে নূতন করিয়া ত্রাসের রাজত্ব—প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং অনেকেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া পাকিস্তানের দিকে হিজরত করিতে শুরু করে। নিরপেক্ষ বিদেশী সরকারের মতেই ১০০ জন নারীসহ দেড় সহস্র কাশ্মিরী মুছলমান ডোগরা-বখ্‌শী নিধন যজ্ঞে প্রাণাহুতি প্রদান করে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই পাকিস্তানের প্রতি প্রান্তের তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দ দুঃখে, ক্ষোভে ও ক্রোধে চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

কাশ্মীরের এই দারুণ অশান্তিকর পরিস্থিতি এবং পাক নাগরিকবৃন্দের প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে—পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী ত্বরিত গতিতে আপোষ আলোচনা ও মীমাংসার পথ খুঁজিতে দিল্লীতে পণ্ডিত নেহেরুর নিকট গমন করেন।

চুক্তি ও চুক্তির পর

দীর্ঘ চারিদিন পর্যন্ত আলাপ আলোচনার পর উভয় প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহা একটি যুগ্ম ইশ্‌তেহারে প্রকাশিত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, কাশ্মীরের যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির জন্য জনাব মোহাম্মদ আলীকে দিল্লী পর্যন্ত ধাওয়া করিতে হয়, ইশ্‌তেহারে কাশ্মীরের সেই বিভীষিকাময় অবস্থাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া হয়। নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে ফাঁকা বুলি পণ্ডিত নেহেরু শুধু কথায় ও কলমে বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন, উহাতে তাহারই পুনরাবৃত্তি করা হয়। কাজের কথা শুধু এতটুকুই সংযোজিত হয় যে, ১৯৫৪ সালের এপ্রিলের মধ্যে গণভোট পরিচালকের নিয়োগের কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু স্থির হয় যে, এই গণভোট পরিচালককে নিয়োগ ও স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর সরকার অর্থাৎ সোজা কথায় ভারত তাবেদার বখ্‌শী সরকার। বখ্‌শীজির নির্বাচিত গণভোট পরিচালক ভারত ও ডোগরা রাজের সৃষ্ট পরিবেশে, তাঁ হ'দেরই কর্তৃত্বের ছায়াতলে দাঁড়াইয়া গণভোট নামে যে প্রহসনের অভিনয় সম্পন্ন করিবেন তাহার ফলাফল যে কী হইবে তাহা একরূপ অবধারিত! তারপর একমাত্র ভারত দখলকৃত কাশ্মীর সরকারকে গণভোট নিয়োজক স্বীকার করিয়া লওয়ায় কাশ্মীরের সত্যকার প্রতিনিধি আজাদ কাশ্মীর সরকারকে যে প্রকারান্তরে অস্বীকৃতিই জ্ঞাপন করা হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এইভাবে আজাদ কাশ্মীর সরকার এবং সমগ্র জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসীবৃন্দকে পাক সরকার এবং পাক নাগরিকবৃন্দ দীর্ঘ ছয় বৎসর যাবৎ সাহায্য, সমর্থন ও সহানুভূতির যে বাণী শুনাইয়া আসিয়াছে তাহাও বিস্মৃতির অতল তলে ডুবাইয়া দেওয়া হয় এবং সর্বশেষে জাতির জনক কায়েদে আযম যে ধ্যান ও চিন্তা বুকে বাঁধিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারও প্রতি নিষ্ঠুর অমর্যাদা করা হইয়াছে। পূর্ব-পাক জম্মইয়তে আহ্‌লে হাদীছের ওয়ার্কিং কমিটীর সাম্প্রতিক এক সভায় দিল্লী চুক্তি সম্বন্ধে জনগণের এই ধারণার অভিব্যক্তি প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা সমূহ কমবেশী এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন।

জনমতের এই সর্বসম্মত প্রতিধ্বনি মোহাম্মদ আলী মন্ত্রিমণ্ডলীর দিশা খানিকটা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছে। দিল্লী চুক্তির অনুমোদন অর্জনের জন্য পাক প্রধান মন্ত্রীকে মন্ত্রীসভার সাত সাতটি বৈঠকের আয়োজন করিতে হয়। তারপর গণভোটের পূর্বে 'প্রাথমিক ব্যবস্থা'র প্রকৃতি সম্বন্ধে যে অস্পষ্টতা দিল্লী চুক্তির ভিতর রহিয়া গিয়াছিল মন্ত্রী সভার বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এবং পণ্ডিত নেহেরুর নিকট প্রেরিত স্মারকলিপিতে তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চাহিয়া পূর্ব অসাবধানতার প্রতিকারের চেষ্টা করা হইয়াছে। মিঃ মোহাম্মদ আলী জনসভার ভাষণে এবং সাংবাদিক সভার বিবৃতিতে জনগণের সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং পাকিস্তানের স্বতঃস্ফূর্ত জনমতের বিরুদ্ধে কোন কিছুই করা হইবে না বলিয়া নূতন করিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পণ্ডিত নেহেরুর নিকট হইতে স্মারকলিপির উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। এই উত্তরের প্রকৃতির দ্বারাই নেহেরুর সদিচ্ছার আন্তরিকতা যাচাই করা সম্ভব হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ভারতের সাম্প্রদায়িক দলগুলি গণভোট গ্রহণের বিরুদ্ধে চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিয়াছে, তাহাদের দাবী এই যে, কাশ্মীরের মহারাজা আইন সঙ্গত উপায়ে ভারতে যোগ দিয়াছেন আর জনগণও তাহা মানিয়া লইয়াছে, সুতরাং গণভোটের আর প্রয়োজন কি? ভারতের বশংবদ ও তাবেদার নূতন প্রধানমন্ত্রী বখ্‌শী গোলাম মোহাম্মদও নির্লজ্জের মত ঘোষণা করিয়াছেন, "কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, পৃথিবীর কোন শক্তিই উহাকে ভারত হইতে পৃথক করিতে পারিবে না, আমরা ভারতের সহিত হাত মিলাইয়াছি এবং আমরা উহা ফিরাইয়া লইব না।" ভারত সরকার তাহাদের তাবেদার কাশ্মীর সরকার ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির এই অন্যায় উক্তি ও উদ্ধত আস্ফালনের প্রতিবাদ করা দূরের কথা, প্রশ্রয় দিয়াই আসিতেছেন। ইহার উপর আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার। কাশ্মীরকে কুক্ষিগত করিয়া রাখার মৎলবে ভারত সরকার বহু উপায়ে অজস্র টাকা খরচ করিয়াছেন। একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যই সোয়া তিন কোটি টাকারও বেশী ব্যয় করিয়াছেন এবং উহার অধিকাংশই কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের একমাত্র সংযোগ পথ জম্মু-পাঠানকোট রোড নির্মাণেই ব্যয় করা হইয়াছে। ভারত সরকার অতি সহজে এই ব্যয়কৃত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

টাকা বিফল হইতে দিবেন না। এই অবস্থায় আজাদ কাশ্মীর ও পাকিস্তানের জনগণের কর্তব্য কি তাহাই আজিকার বড় প্রশ্ন। আজাদ কাশ্মীরের নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছেন, সরদার ইব্রাহীম বলিয়াছেন, "দরকষাকষির মধ্য দিয়া যদি কাশ্মীরকে বিকাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা পাকিস্তানীদিগকে শান্তিতে থাকিতে দিব না। ভারতের মনস্তুষ্টির ব্যাপারে কোন প্রকার আত্মসমর্পণ আমরা বরদাশ্‌ত করিব না।" ভবিষ্যত প্রোগ্রামকে কার্যকরী করার জন্য আজাদ কাশ্মীর-নেতৃবৃন্দ "কাশ্মীর মুক্তি ফ্রন্ট" গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। শীঘ্রই এই ফ্রন্টের কাজ শুরু হইবে। ফ্রন্ট কাশ্মীরের মুক্তি সম্পর্কে এক লক্ষ লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে, কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানে পাক সরকার কি করেন তাহা লক্ষ করিতে থাকিবে এবং সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ইহারা সহানুভূতি ও সমর্থন পাইতেছেন। স্মারকলিপির সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া গেলে নিজেদের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর এইরূপ নির্ভরশীলতা ছাড়া গত্যন্তর কী?

সর্বসম্মত ফরমূলা

খাওয়াজা নাজিমুদ্দীন কর্তৃক গণপরিষদে উত্থাপিত মূলনীতি কমিটীর রিপোর্টের যে সব ধারা লইয়া দেশব্যাপী তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে ফেডারেল আইন সভায় বিভিন্ন প্রদেশের আসন সংখ্যা এবং উহার ধরণ ও গঠন সম্পর্কিত বিষয়ই ছিল প্রধান এবং এই জন্যই গত বৎসর মূলনীতির রিপোর্টের আলোচনা স্থগিত রাখিতে হয়। দীর্ঘ বিরতির পর নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী একটি প্রজাতান্ত্রিক অন্তরবর্তী কালীন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেন কিন্তু চতুর্দিক হইতে বলিষ্ঠ জনমত এই অন্তরবর্তী শাসন তন্ত্রের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করার ফলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের খেয়াল পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন এবং মূলনীতি কমিটীর প্রধান বিতর্কমূলক বিষয় সম্বন্ধে একটি সর্বসম্মত মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য চেষ্টিত হন। প্রধান মন্ত্রী তাঁহার কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যদের অভিমত যাচাই করার পর সকলের গ্রহণযোগ্য একটি ফরমুলা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। ফরমুলাটি লীগপার্লামেন্টারী পার্টির সভায় পরম সন্তুষ্টির সহিত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর বিগত ৭ই অক্টোবর পরিষদ গৃহে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পেশ করা হইয়াছে। ফরমুলার সারমর্ম নিম্নরূপ:

ফেডারেল আইন সভা দুই কক্ষবিশিষ্ট হইবে। উচ্চ পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইবে ৫০, নিম্নপরিষদের ৩০০। উচ্চ পরিষদে প্রত্যেক ইউনিট হইতে সম সংখ্যক সদস্য থাকিবেন আর নিম্ন পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইবেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই—হিসাবে ৫টি ইউনিটের ভিতর নিম্নলিখিত ভাবে সদস্য সংখ্যা বণ্টিত হইবে:—পূর্ববঙ্গ ১০+১৬৫, পাঞ্জাব ১০+৭৫, দেশীয় রাজ্য ও উপজাতীয় ইলাকাসহ সীমান্তপ্রদেশ ১০+২৪, সিন্ধু ও খয়েরপুর ১০+১৯, বাহওয়ালপুর, করাচী ও দেশীয় রাজ্যসহ বেলুচিস্তান ১০+১৭। উভয়পরিষদের মিলিত সদস্য সংখ্যা হইবে মোট ৩৫০, তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের হইবে ঠিক অর্ধেক অর্থাৎ ১৭৫ জন।

উভয় পরিষদের ক্ষমতা সমান। আস্থা ও অনাস্থা প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রাষ্ট্র প্রধানের নির্বাচন এবং কোন বিষয়ে দুই পরিষদের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিলে তৎসম্পর্কে মিলিত ব্যবস্থাবলম্বন—এই কয়েকটি কাজের জন্য উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন বসিবে। শেষোক্ত ব্যবস্থার অনুমোদনের জন্য প্রত্যেক অঞ্চলের (পূর্ববঙ্গ একটি অঞ্চল, পশ্চিম পাকিস্তান মিলিত ভাবে অন্য একটি অঞ্চল) শতকরা ৩০টি ভোট লাগিবে। ব্যবস্থা অনুমোদিত না হইলে এবং তাহাতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্থায়িত্ব বিপন্ন বা শাসন কার্য পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেই অবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান মন্ত্রী সভার পরামর্শক্রমে আইন সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

রাষ্ট্র প্রধান ও প্রধানমন্ত্রীকে পৃথক পৃথক অঞ্চল হইতে নির্বাচিত হইতে হইবে।

এই ফরমুলা লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার ফলে শাসনতন্ত্র রচনার অচলাবস্থা অকাতিত : দূরীভূত হইল। মূলনীতির অন্যান্য বিরোধমূলক বিষয়সমূহের ফয়ছলা হয়ত আর বেশী কঠিন বিবেচিত হইবে না।

এই ব্যাপারে নাজিমুদ্দীন ও মোহাম্মদ আলী দলের সকল মুছলিম লীগ সদস্যই পরম সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। সব প্রদেশের লীগের সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী মুখপত্রগুলি ফরমূলাটিকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দল এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ইছলামী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায় নাই। পূর্ব বঙ্গের নব গঠিত কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা মিঃ এ, কে, ফযলুল হক এবং আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য প্রায় সমস্ত লীগ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান ও উহাদের মুখপত্র এবং মুখপাত্রগণ এই ফরমূলার সিদ্ধান্তকে অধিকতর অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিক বলিয়া উহার মুণ্ডপাতের চেষ্টা করিতেছেন।

নিম্ন বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলেহাদীছ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদকে বরাবর অগণতান্ত্রিক ও অনৈসলামিক বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। সাধারণতঃ কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষণ কল্পেই উচ্চ পরিষদের অস্তিত্বের প্রয়োজন ঘটে। পাকিস্তানে উহার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। উক্ত পরিষদে ছোট বড় সকল ইউনিটের প্রতিনিধি সংখ্যা সমান রাখার ব্যবস্থায় বৃহত্তর ইউনিট পূর্ববঙ্গের প্রতি চরম অবিচার করা হইয়াছে। উভয় পরিষদের মিলিত বৈঠকে বিরোধ মূলক বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য প্রত্যেক অঞ্চলের শতকরা ৩০টি ভোটের অপরিহার্যতার বিধান দ্বারা অবশ্য আঞ্চলিক স্বার্থ সংরক্ষণের রক্ষা কবচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা দ্বারা অনেক সময়েই শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকিবে। এই সর্বসম্মত ফরমূলার আর একটি বড় ত্রুটী এই যে, ইহাতে আজাদ কাশ্মীরকে পাক পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ভারতীয় পার্লামেন্টে ভারত দখলীকৃত জম্মু কাশ্মীরের প্রতিনিধি গ্রহণে যখন অসুবিধা ঘটে নাই তখন পাক পার্লামেন্টে কর্তৃপক্ষ কোন রহস্যজনক কারণে আজাদ কাশ্মীরকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ হইতে বঞ্চিত রাখিলেন তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। নূতন ফরমূলার ভিতর সান্ত্বনা লাভের একটি বিষয় এই যে, ইহা দ্বারা আপাততঃ প্রস্তাবিত প্রজাতান্ত্রিক অন্তরবর্তীকালীন শাসন ব্যবস্থা এবং আদর্শ প্রস্তাব বানচালের ষড়যন্ত্রের—সমাধি রচিত হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্ট সভায় মৌখিক ঘোষণা করিয়াছেন, পাকিস্তানে—কোরআন ও সুন্নাহর খেলাফ কোন আইন প্রণয়ণ করা হইবে না। প্রকাশ্যতঃ এই দুইটি বিষয়ে জনদাবীর বিজয় সূচিত হইয়াছে। এখন মূলনীতি কমিটীর সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহের আলোচনায় ও কার্য ক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা কতটুকু রক্ষিত হয়—তাহাই দেখিবার বিষয়। ইহারই ভিতর মন্ত্রিসভা ও লীগ পার্টির আন্তরিকতা যাচাই করা যাইবে।

উপরের এই সংক্ষিপ্ত প্রাথমিক মন্তব্য দ্বারাই আজিকার আলোচনা শেষ করিলাম। ফরমূলার—বিস্তৃততর ব্যাখ্যা এবং আলোচনার অগ্রগতির পর আমরা আমাদের সুচিন্তিত অভিমত ইন্‌শাআল্লাহ জ্ঞাপন করিব।

সাহিত্য বিশারদের ইন্তেকাল

খ্যাতনামা পুঁথি সাহিত্য-সংগ্রাহক জনাব আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ ৮৪ বৎসর বয়সে বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁহার চট্টগ্রামস্থ পল্লীগ্রামে একটি প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্না·····রাজেউন)। সাহিত্য-বিশারদ ছাহেব অতীতের বিস্মৃতপ্রায় গর্ভ হইতে বাংলা সাহিত্যের বহু লুপ্ত গৌরব এবং অসংখ্য পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অমূল্য খেদমত করিয়া গিয়াছেন। অপাংক্তেয় পুঁথি সাহিত্যের ন্যায় বাংলা সাহিত্যের একটি উপেক্ষিত অথচ মূল্যবান শাখার দ্বারোদ্‌ঘাটন, উহাকে অপেক্ষাকৃত মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিতকরণ এবং নূতন অভিসারীদের জন্য পথ নির্দেশ তাঁহার দ্বারাই সম্ভব

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে। এই ব্যাপারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার দান অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা মরহুমের পরলোকগত আত্মার মগফেরৎ কামনা করি এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

গ্রাহকবৃন্দের খেদমতে

নানা অপরিহার্য কারণে আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও তর্জুমানকে নিয়মিত প্রকাশ করিতে পারিতেছিনা। প্রায় আড়াই মাস পর ৬ষ্ঠ। ৭ম যুগ্ম সংখ্যা আমরা সহৃদয় গ্রাহকগণের খেদমতে হাজির করিতে সক্ষম হইলাম। স্বাভাবিক কারণ ছাড়াও এবারের বিলম্বের একটি বিশেষ ও অপরিহার্য কারণ ছিল। অতঃপর আমাদের শক্তি ইনশা আল্লাহ পরবর্তী সংখ্যাগুলির নিয়মিত প্রকাশের জন্য পূর্ণভাবে নিয়োজিত হইবে। কিন্তু এখন পত্রিকার কাগজ সংগ্রহ শুধু দুরূহ নয়, একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাভাবিক মূল্য হইতে ৩ গুণ অধিক মূল্যেও উহা বাজারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কনট্রোল দরে সরকারের নিকট হইতে আমাদের কাগজপ্রাপ্তির চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ফলে বহু সাধ্য সাধনার পর উচ্চতম মূল্যেই কিছু কিছু করিয়া কাগজ সংগ্রহ করিয়া তর্জুমান প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে।

এই অসুবিধাজাত কারণে পত্রিকার বিলম্ব প্রকাশের সহিত ডাক বিভ্রাট যুক্ত হইয়া আমাদের কোন কোন সহৃদয় গ্রাহকের চরম বিরক্তি উৎপাদন করিতেছে। আমরা রেজিষ্ট্রিভুক্ত গ্রাহকবৃন্দের নামের তালিকার সহিত সতর্কতা সহকারে কভারে লিখিত গ্রাহকের ঠিকানার মিল করিয়া তাঁহাদের নিকট পত্রিকা প্রেরণ করিয়া থাকি। তৎসত্ত্বেও উহা না পাওয়ার অভিযোগ পূর্ববর্তী সমস্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে। গ্রাহকবৃন্দের অভিযোগগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, উহার প্রায় সমস্তই গ্রাম্য ইলাকার। সহরগুলি হইতে আমরা খুব কম অভিযোগই পাইয়া থাকি। সুতরাং গ্রামের ডাক বিলির অব্যবস্থাই যে এজন্য প্রধানতঃ দায়ী তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সহৃদয় গ্রাহকগণের খিদমতে আরয, তাঁহারা মেহেরবানী পূর্বক গ্রামের পোষ্ট মাষ্টার এবং ডাক পিয়নকে এ সম্বন্ধে অবহিত করার চেষ্টা করিবেন। ডাক বিভাগের নিকট আমরাও অভিযোগ পেশ করিতেছি।

জমঈয়তের জেনারেল কমিটীর সভা

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের বিগত ওয়ার্কিং কমিটীর সভায় আগামী কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহে জেনারেল কমিটীর সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বর্তমানে পাবনা সহরে এবং মফস্বলের বিভিন্ন অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ দেখা দেওয়ায় আমরা সভার তারীখ ঘোষণা—করিতে সাহস পাইতেছি না। খোদার ফজলে অবস্থার উন্নতি দেখা দিলেই এ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত মাননীয় সদস্যবৃন্দের খেদমতে গোচরীভূত করিব, ইনশা আল্লাহ। والله المستعان

জমঈয়তের রশিদ বহি

আমাদের যে সব মেহেরবান শুভাকাঙ্ক্ষীর নিকট দীর্ঘদিন হইতে নিখিলবঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের চাঁদা আদায়ের রসিদ বহি রহিয়াছে, দুঃখের বিষয় পুনঃ পুনঃ তাকীদ পত্র দিয়াও এ পর্যন্ত তাঁহাদের অনেকের নিকট হইতেই কোন সাড়া পাই নাই। তাঁহাদের খেদমতে আমাদের শেষ আরয এই যে, মেহেরবানী পূর্বক উক্ত রশিদ বহি এবং টাকা আদায়ের হিসাব ও আদায়ীকৃত অর্থ অতি শীঘ্র সদর দফতরে জমঈয়তের সেক্রেটারীর বরাবর পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। আগামী ১ মাসের মধ্যে তাঁহাদের নিকট হইতে এ বিষয়ে কোন সাড়া না পাইলে আমরা তর্জুমানে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। —আহকার মোঃ আবদুর রহমান, সেক্রেটারী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দীন সম্পাদকের আবেদন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

من لم يشكر الناس لم يشكر الله

যেব্যক্তি মানুষের অনুগ্রহের শোক্‌রিয়া আদা করেনা, সে আল্লাহর কাছেও কৃতজ্ঞ হয়না——আল্‌হাদীছ।

যে সকল হৃদয়বিদারক শোকতাপ ও দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া ইংরাজী ১৯৫২ সালের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল, সে সমস্তের পর বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় পরিজন ও তর্জুমানুল্‌হাদীছের পাঠক ও অনুগ্রাহক বর্গের সহিত পুনরায় যে এই দীন ও অকিঞ্চনের যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারিবে, এরূপ আশাকে দুরাশার নামান্তর বলিয়াই সকলে ধরিয়া লইয়াছিলেন। আমার অগ্রজ হযরত আল্লামা আলহাজ মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্‌ বাকী আলকোরায়শী রহ্‌মতুল্লাহে আলায়হের অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক—ওফাতের সংগে সংগে এই দীন সেবকও পুরাতন অম্লপিত্ত ও জটিল হৃদরোগে এরূপ ভীষণ ভাবে—আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, আমার পুনর্জীবন সন্দেহজনক হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই উচ্চচিকিৎসা লাভের জন্য আমাকে প্ররোচিত করিতেছিলেন কিন্তু আমার প্রকৃত আভ্যন্তরীণ অবস্থা তাঁহাদের জানা ছিলনা। অবশেষে কয়েকজন বিশিষ্ট হিতৈষী, যাঁহারা প্রকৃত অবস্থা অবগত ছিলেন, আমার অজ্ঞাতসারে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমাকে ঢাকায় পাঠাইয়াদিলেন। এ সম্পর্কে আমার সহকর্মীগণ এবং পাবনার বিশিষ্ট হিতৈষীবর্গ, বগুড়া বানিয়াপাড়া ছিনিয়র মাদ্‌রাছার অধ্যক্ষ মওলানা মোহাম্মদ ওয়াক্‌কাছ, রাজশাহী বাসুদেবপুর নিবাসী জনাব মওলানা—মোহাম্মদ হুছয়ন, আমার ভাগিনেয় সব-রেজিস্ট্রার মওলবী আবদুল কাইয়ুম এবং টাংগাইলের অন্তর-ভুক্ত বল্লাগ্রামের অধিবাসীবৃন্দের কথা সবিশেষ—উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ব্যতীত অনেকেই অযাচিত ভাবে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন অথবা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। পূর্বপাক সরকারের পূর্তবিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মওলবী হাছান আলী ছাহেবের প্রাসাদের এক প্রান্তেই আমার ঢাকা প্রবাসের প্রায় সমস্তটা অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গ এবং কর্মচারীদের সক্রিয় মনোযোগের ফলেই আমার ঢাকায় অবস্থান ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সহজসাধ্য হইয়াছিল। পাবনার অন্যতম মুহাজির মওলবী মোহাম্মদ মযকুর ছাহেব সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে—তাঁহার সাংসারিক ও বৈষয়িক বহুবিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়া মাসাধিক কাল আমার মত অসহায় ও চলৎশক্তি রহিত ব্যক্তির শুশ্রূষা ও সাহচর্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঢাকা সহরের বহু বন্ধু বান্ধব, ছাত্র, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও কর্মচারীবৃন্দও আমার রোগ-শয্যার পার্শ্বে আগমন করিয়া আমাকে সান্ত্বনার বাণী শুনাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পূর্বপাকিস্তানের শত শত স্থানে মিলিত ও একক ভাবে এই অভাজনের প্রাণরক্ষার জন্য ভ্রাতা ও ভগ্নিরা দোআ করিয়াছেন, নফ্‌লী রোযা রাখিয়াছেন এবং কুরবানী করিয়াছেন উল্লিখিত সমুদয় বন্ধুবান্ধব, মুহ্‌ছেনীন ও হিতৈষীবর্গকে আমি আমার হৃদয়ের অকপট ও অবিমিশ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহাদের অকৃত্রিম স্নেহ ও অযাচিত সাহায্যের অত্যুৎকৃষ্ট বিনিময় যাহাতে তাঁহারা দুনিয়া ও আখেরাতে লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য বিশ্বপতি রহ্‌মানের দরবারে হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে আকুল প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি—

اجرش دهد خدائے کہ کردند یاوری
بآں کسے کہ یاور و ناصر نداشت است!

বর্তমান অবস্থা

বিগত এপ্রিলের শেষাশেষি ঢাকা হইতে প্রত্যা-বর্তন করিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও চিকিৎসার বিরতি ঘটে নাই। ততোধিক দুর্ভাগ্য এই যে, সুদীর্ঘ আট মাসের অজস্র অর্থব্যয় ও ঔষধাদির প্রয়োগ ও সেবনের পর অদ্যাবধি এ দীন হীন নিরাময় হইতে পারে নাই। শয্যাশায়ী অবস্থার ব্যতিক্রম হইলেও চলা,

www.ahlehadeethbd.org

ফেরা, কথাবার্তা ও লেখা পড়ার স্বাভাবিক অবস্থা এখনও ফিরিয়া পাওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসার পর দুইবার গুরুতর ভাবে বেদনাক্রান্তও হইয়াছিলাম, ছোটখাট আক্রমণ ও জ্বর প্রভৃতি লাগিয়াই রহিয়াছে। এগুলির পরিসমাপ্তি ঘটিয়া পুনরায় যে পূর্ণ স্বাস্থ্যের দর্শনলাভ করা সম্ভবপর হইবে, এরূপ আশার ক্ষীণতম আলোকও দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা। এখন শেষ পর্যন্ত যাহাতে ধৈর্য আর ঈমান রক্ষা করিয়া চলিতে পারি, তর্জুমানের পাঠক পাঠিকা, অনুগ্রাহক ও অনুগ্রাহিকাগণের নিকট সেই দোআর আবেদনই জ্ঞাপন করিতেছি।

জমঈয়ত ও তর্জুমানের কথা

دریں امید بسر شد دریغ عمر عزیز
که انچه دردلم است از درم فرازآید !
امید بستہ برآمد ولے چہ فائدہ زانکہ ؟
امید نیست کہ عمر گزشتہ باز آید !

সুদীর্ঘ জীবন বৃথাই অতিবাহিত হইল! জওয়ানীর সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময়ে, একটী রঙীন স্বপ্ন, যাহা সারা জীবন ধরিয়া জাগ্রত ও ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিয়া আসিতেছিলাম, আল্লাহর অশেষ করুণা ইংগিতে তাহার ক্ষুদ্রতম একটী অংশকে সফল হইতে দেখিয়া ধন্য হইলাম। কিতাব ও ছুন্নতের বৈজ্ঞানিক প্রচার এবং জামাআতী সংগঠনের কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তানে তথা বাংলা ও আসামে বিদ্যমান ছিল না। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে এই প্রতিষ্ঠানটী সর্ব সম্মতিক্রমে প্রায় অর্ধ যুগ হইল স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার মুখপত্র তর্জুমানুল হাদীছ চারি বৎসরকাল হইতে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। দীর্ঘ ছয় বৎসরে জমঈয়তের পক্ষে যতটা পথ আগাইয়া যাওয়া উচিত ছিল, তার যতটুকু অংশ অগ্রসর হইতে পারাগিয়াছে, তজ্জন্য আল্লাহর শোক্র আদা না করিলে নিমকহারামী হইবে। কি কারণে জমঈয়ত আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই তাহা নির্ণয় করার ভার তর্জুমানের গ্রাহক ও পাঠকবর্গের হস্তেই আমি ছাড়িয়া দিতেছি। আমাদের পক্ষের কথা এই যে, উপযুক্ত সহানুভূতি ও যোগ্য লোকের অভাব আমাদের ব্যর্থতার সর্বাপেক্ষা প্রধান দুইটী কারণ। ইহার উপর দীন সম্পাদকের সুদীর্ঘ পীড়া ও দফতর হইতে অনুপস্থিতি সোনায় সোহাগা ঘটাইয়াছে, জমঈয়ত এবং তর্জুমানের দফতরে নানাবিধ ব্যতিক্রমের উদ্ভব হইয়াছে। উপযুক্ত কর্মীর অভাব এবং সম্পাদকের শারীরিক ও মানসিক অযোগ্যতা লক্ষ করিয়া এই দীন হীন বহু পূর্বেই তর্জুমানের গ্রাহক ও অনুগ্রাহক বর্গের নিকট "তর্জুমানুল হাদীছ" বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তখন তাঁহারা—কেহই উক্ত প্রস্তাবে সম্মতি দান করেননাই। গ্রাহক এবং পাঠকবর্গের উল্লিখিত স্নেহাতিশয্যে প্রশ্রয়-প্রাপ্ত হইয়া আমার সহকর্মীগণ আমার অনুপস্থিতি ও বর্তমান অবস্থার ভিতরেও জমঈয়তের কার্য এবং উহার মুখপত্র তর্জুমান এ যাবত চালাইয়া আসিতেছেন। যেসকল বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন তাহা লক্ষ করিলে তাঁহাদের এই উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করিতেই হইবে। আমি নিজেও প্রায় অর্ধ শয্যাশায়ী অবস্থার মধ্যেও কিছু কিছু লেখা যোগাইয়া আসিতেছি। কিন্তু এত করিয়াও শুধু ভাল লেখার অভাবে তর্জুমানকে নিয়মিত ভাবে বাহির করা সম্ভবপর হইতেছে না। এই অনিয়মের দরুণ শুধু যে পাঠক ও গ্রাহকরাই অসুবিধা ও বিরক্তি বোধ করিতেছেন তাহা নয়, পক্ষান্তরে দফতরকেও বহুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। চতুর্থ বর্ষের প্রারম্ভে যখন এই দীন সম্পাদক ঢাকা হাসপাতালে শয্যাশায়ী ছিল তখন দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ফলে—তর্জুমানের বহু ভিঃ পিঃ ফিরিয়া আসে আর তার জন্যও দফতরকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ এযাবত কি কি খিদ্‌মত আঞ্জাম দিয়া যাইতেছে, তর্জুমানে প্রকাশিত রিপোর্টে তাহার পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে, এস্থলে উহা আমার আলোচ্য নয়। আমার আলোচ্য এস্থলে শুধু এই টুকু যে, জমঈয়ত অথবা তর্জুমানের অস্তিত্ব যদি সমাজের পক্ষে আবশ্যক বিবেচিত হয় তাহা হইলে উহাকে এই খাকছারের ব্যক্তিগত কার্য

www.ahlehadeethbd.org

বা সম্পত্তি মনে করিলে চলিবেনা বরং এই দীন হীনের প্রতি সমাজের যে অনুগ্রহ ও স্নেহ রহিয়াছে তাহার অনেক উর্ধে জমঈয়ত ও তর্জুমানকে স্থান দিতে হইবে। কোরআন ও হাদীছের প্রতি আস্থাশীল প্রত্যেক মুছলিমকে এই তবলীগী প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করিতে হইবে। ইছলাম প্রচারের কার্যে আল্লাহর মালে এবং আপনাদের সম্পদে যদি কোন ভাগ থাকিয়া থাকে, দ্বিধাহীন চিত্তে তাহা জমঈয়তের হস্তে প্রদান করিতে হইবে এবং তর্জুমানকে বাঁচাইতে হইলে তর্জুমানের বর্তমান গ্রাহক বর্গকে অন্ততঃ একজন করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে। যাহাতে তর্জুমানকে নিয়মিত করা যায় আমরাও সাধ্যপক্ষে তার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিব না।

জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার

জেলা পাবনা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আদায় মারফত হযরত মওলানা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ছাহেব,

৩০। আল্‌হজ্জ মোঃ আখ্‌তারুয্‌যামান ছাহেব, আটুয়া, যাকাৎ—১০০৲, ৩১। আল্‌হজ্জ মোঃ আবদুছ ছুবহান ছাহেব, আটুয়া, যাকাৎ—৫০৲, ৩২। জনাব মোঃ মুজিরুদ্দীন প্রামানিক ছাহেব, ব্রজনাথপুর জামাত, ফিৎরা—২৲, ৩৩। জনাব মোঃ জাবেদ আলী মিস্ত্রি ছাহেব, কৃষ্ণপুর, কোরবানী—৫৲, ৩৪। জনাব মোঃ ইজ্জিবর রহমান জোয়ার্দার ছাহেব, পুরাণকুঠিবাড়ী জামাত, কোরবানী—৫৲, ৩৫। জনাব বেলায়েত আলী বিশ্বাস ছাহেব, পুরাণকুঠিবাড়ী জামাত, কোরবানী—১০৲, ৩৬। জনাব তোরাব আলী সরদার ছাহেব, শিবরামপুর-রাঘবপুর জামাত, কোরবানী—১৮৷৷০, ৩৭। জনাব মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী ছাহেব, শালগাড়িয়া জামাত, কোরবানী—২২৸০, ৩৮। আলহজ্জ আফযল হুছাইন ছাহেব, মুহাজের, পাবনা টাউন, কোরবানী—২৷৷০, ৩৯। জনাব ডাঃ মকবুল হুছাইন ছাহেব, রাধানগর জামাত, কোরবানী—৩৲, ৪০। জনাব মোঃ আনছার আলী প্রামানিক ছাহেব, গয়েশপুর জামাত, মালঞ্চী, কোরবানী—১৷০, ৪১। জনাব মোঃ আবদুল জব্বার ছাহেব, ঠেঙ্গামারা, চৌহালী, কোরবানী—৭৲।

আদায় মারফত মওঃ যিল্লুর রহমান আনছারী ছাহেব

৪২। জনাব তোরাব আলী সরদার ছাহেব, শিবরামপুর, বিবাহ—৩৲, ৪৩। জনাব মুন্সি করম আলী ছাহেব, রাধানগর, যাকাৎ—১২৷৷০, ৪৪। জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী মিঞা, রাধানগর, ফিৎরা—৪৷৵০, ৪৫। জনাব মোঃ জসিমুদ্দীন মিঞা, শালগাড়িয়া, যাকাৎ—৫৲, ৪৬। জনাব মোঃ শিরাজুদ্দীন মিঞা, রাঘবপুর, যাকাৎ—৫৲, ৪৭। জনাব মোঃ আজহার আলী মিঞা, শালগাড়িয়া, যাকাৎ—৫৲, ৪৮। জনাব মোঃ মঈনুল হক ছাহেব, সোপফ্যাক্টরী, পাবনা, যাকাৎ ৫৲, ৪৯। জনাব মোঃ সেকান্দর আলী শেইখ, রাধানগর, যাকাৎ ১০৲, ৫০। জনাব মোঃ রইছুদ্দীন মিঞা, রাঘবপুর, যাকাৎ ১০৲, ৫১। জনাব মোঃ গোলযার মোহাম্মদ খাঁ, আটুয়া, যাকাৎ ১০৲, ৫২। জনাব হাজী মোঃ যাবেদ আলী প্রামানিক, কৃষ্ণপুর, যাকাৎ ৫৲, ৫৩। জনাব বেলায়েত আলী বিশ্বাস, পুরান কুঠিবাড়ী, যাকাৎ ১০৲, ৫৪। জনাব মন্‌ওয়ার আলী মিঞা, ভূরভুরিয়া, যাকাৎ ৫৲, ৫৫। জনাব মোঃ ফখরুল ইছলাম, রাধানগর, ফিৎরা ২৲, ৫৬। জনাব মওলানা মোঃ মওলা বখ্‌শ ছাহেব নদভী, পাবনা বাজার, যাকাৎ ৪০৲, ফিৎরা ৩৷০, ৫৭। জনাব ডাঃ মকবুল হুছাইন, রাধানগর জামাত, ফিৎরা ১৭৲, ৫৮। জনাব হাজী হামিদুর রহমান, রাধানগর, ফিৎরা ১৲,

www.ahlehadeethbd.org

৫৯। জনাব মোঃ নাহেরুদ্দীন প্রামানিক, ভুরভুরিয়া জামাত, ফিৎরা ৫৲, ৫৯। (ক) জনাব মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী, যাকাৎ ৫৲, ৬০। জনাব হাজী আবদুল কাদের বিশ্বাস, আটুয়া, ফিৎরা ১১ , ৬১। জনাব মোঃ হাফিযুর রহমান, আটুয়া, ফিৎরা ৫৲, ৬২। জনাব আব্বাছ আলী জোয়ার্দার, পুরাণ কুঠিবাড়ী, ফিৎরা ৫৸০, ৬৩। জনাব বাবর আলী প্রামাণিক ও হাজী ইমদাদ আলী, আটুয়া, ফিৎরা ১৭৷০, ৬৪। জনাব মহিরুদ্দীন প্রামানিক, ঘোষপুর উত্তর পাড়া, ফিৎরা ১৯৲, ৬৫। জনাব মোঃ আবদুছ ছামাদ, ঘোষপুর নূতনপাড়া, ফিৎরা ১২৲, ৬৬। জনাব নওয়াব আলী ও ছইরুদ্দীন প্রামানিক, মাঝিপাড়া, ফিৎরা ৫৲, ৬৭। জনাব কোব্বাদ আলী মিঞা, কৃষ্ণপুর জামা'ত, ফিৎরা ২০৲, ৬৮। জনাব মুন্সি আঃ মিন্নত মোল্লা, খয়েরসুতি জামা'ত, ফিৎরা ১৫৲, ৬৯। জনাব আহমদ আলী প্রামানিক, কৃষ্ণপুর, ফিৎরা ৪৲ ৬৯। (ক) জনাব মওলানা যিল্লুর রহমান আনছারী, শালগাড়িয়া জামা'ত, ফিৎরা ৬০৲, ৭০। জনাব মোঃ কুদরতুল্লাহ খাঁ, আটুয়া, ফিৎরা ২৲, ৭১। জনাব ইউনুছ আলী মিঞা, ব্রজনাথপুর, দোগাছি, ফিৎরা ১০৲, ৭২। জনাব আবদুর রহমান মালিথা, খয়েরসুতি, ফিৎরা ১০৲, ৭৩। জনাব মোঃ হারান আলী খাঁ, খয়েরসুতি, ফিৎরা ১৪৲, ৭৪। জনাব মোঃ ইমান আলী প্রামাণিক, মুচন্দপুর, ফিৎরা ১২৲, ৭৫। জনাব মোঃ লবু খাঁ, খয়েরসুতি, ফিৎরা ৭৷০, ৭৬। জনাব মোঃ শাহাদৎ আলী প্রামানিক, খয়েরসুতি, ফিৎরা ১১৷০, ৭৭। এনায়েত আলী প্রামানিক, মাছিমপুর, ফিৎরা ১০৲, ৭৮। জনাব মোঃ মনছুর আলী বিশ্বাস আরিফপুর, যাকাৎ ১০৲, ৭৯। জনাব গওহর আলী শেখ, ব্রজনাথপুর, ফিৎরা, ১৫৸০, ৮০। জনাব মোঃ আজর আলী প্রামানিক, মাদারবাড়িয়া, ফিৎরা ৬৸৵০, ৮১। জনাব মোঃ আবদুল মান্নান ছাহেব, নন্দলালপুর, পোর্জনা, যাকাৎ ২ , ৮২। জনাব হাজী রিয়াজুদ্দীন, আটুয়া, ফিৎরা ৬৸০।

আদায় মারফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী ছাহেব, মুবাল্লিগ

৮৩। জনাব মোঃ চান্দ আলী প্রামানিক, দোগাছি, ফিৎরা ৬৲, ৮৪। মুন্সি ইছমাইল মালিথা, চরকুলুনিয়া, কোরবানী ৩৷০, ৮৫। জনাব মওলানা মোঃ মওলা বখ্‌শ ছাহেব নদভী, পাবনা টাউন, কোরবানী ২৷০, ৮৬। জনাব মোঃ আবদুর রহমান মালিথা, খয়েরসুতি, কোরবানী ৩৲, ৮৭। জনাব মোঃ নওয়াব আলী প্রামানিক, মাঝিপাড়া, কোরবানী ২৷০, ৮৮। জনাব আনার আলী জোয়ার্দার, পুরাণকুঠিবাড়ী, কোরবানী ৩৲, ৮৯। জনাব ফকির আলী প্রামানিক, পুরাণকুঠিবাড়ী, কোরবানী ৩ , ৯০। জনাব মোঃ ছৈয়দ আলী খাঁ, আটুয়া, কোরবানী ৫৲, ৯১। জনাব মুন্সি মোঃ ওছমান গনি, দোগাছি, কোরবানী ২৷০, ৯২। জনাব মোঃ হারান আলী খাঁ, খয়েরসুতি, কোরবানী ২৲, ৯৩। মোঃ ইমান আলী প্রামানিক, মুচন্দপুর, কোরবানী ৬৲, ৯৪। জনাব মোঃ মুজিরুদ্দীন প্রামানিক, ব্রজনাথপুর, কোরবানী ১৲০, ৯৫। জনাব মোঃ গাধল প্রামানিক, ব্রজনাথপুর, কোরবানী ২ , ৯৬। মোঃ কফিলুদ্দীন খাঁ, ব্রজনাথপুর কোরবানী ২৲। —ক্রমশঃ

হিন্দুস্থানের গ্রাহকবৃন্দের জ্ঞাতব্য

হিন্দুস্থানের যে সব পুরাতন গ্রাহক এ পর্যন্ত তর্জুমানের ৪র্থ বর্ষের টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই অথবা যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মেহেরবানী পূর্বক পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৬৷০ মনি অর্ডার যোগে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে সংবাদ প্রদান করিবেন।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :
জনাব আবু হেনা ছাহেব,
গ্রাম ও পোঃ :- হরেকনগর, ভায়া :- বেলডাঙ্গা
জি :— মুর্শিদাবাদ (পশ্চিম বঙ্গ)

ম্যানেজার,
তর্জুমানুল হাদীছ ;
পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org